প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬৬

অনুবাদক :
সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

মুদ্রক : শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস
১৮৬।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৪

ইউজিন ও'নীল
(১৮৮৮-১৯৫৪)

ইউজিন গ্লাডস্টোন ও'নীল ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে নিউ ইয়র্ক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জেমস ও'নীল অভিনেতা হিসাবে কিছু সুনাম অর্জন করলেও সংসারী ছিলেন না। তার ফলে ও'নীল পরিবারে সর্বদা অশান্তি লেগে থাকত। পরবর্তীকালে ইউজিন ও'নীলের নাটকের মধ্যে দিয়ে ও'নীল পরিবারের চরম বিশৃঙ্খলা বার বার প্রকাশিত হয়েছে। বালক ইউজিন লেখাপড়ার বিশেষ সুযোগ পান নি। অন্ন-সংস্থানের জন্যে যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই ইউজিনকে ঘর ছাড়তে হল। তারপর নানা কাজের ভেতর দিয়ে নানা দেশ ঘুরে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন তা পরবর্তী নাট্যকারজীবনে তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছে। জাহাজে নাবিক হয়ে তিনি প্রায় সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করেন। নিউ ইংল্যাণ্ড শহরের এক সংবাদপত্রেও তিনি কিছুদিন রিপোর্টারের কাজ করেন। অত্যন্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং ১৯১২ খৃস্টাব্দে কিছুদিন স্বাস্থ্যনিবাসে থাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বর্তমান সংকলনের সাতটি একাঙ্ক তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। ১৯১৩ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে এই রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। নোবেল পুরস্কার নেবার সময় ও'নীল যে বক্তৃতা করেছেন তাতে তিনি স্বীকার করেন যে, ১৯১৩-১৪ সালে নাট্যকার স্ট্রীণ্ডবার্গের রচনা পড়ে তাঁর প্রথম নাটক লেখার ইচ্ছা হয় এবং তিনি স্ট্রীণ্ডবার্গের মতো নাটক লেখার চেষ্টা করেন। ও'নীলের জয়যাত্রা যে নাটকগুচ্ছের মাধ্যমে শুরু হল তা নাট্যামোদীদের মনে নিঃসংশয়ে কৌতূহল সৃষ্টি করবে।

এরপর ও'নীল ক্রমান্বয়ে নাটক লিখে চললেন। তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে Beyond the Horizon (১৯২০), Anna Christie (১৯২১), Emperor Jones (১৯২০), Hairy Ape (১৯২২), Desire under the Elms (১৯২৪), The Great God Brown (১৯২৬), Strange Interlude (১৯২৮), Lazarus Laughed (১৯২৮), Mourning Becomes Electra

(১৯৩১), Ah ! Wilderness (১৯৩৩) প্রভৃতি নাটক বিখ্যাত হয়ে আছে। ও'নীল কেবলমাত্র আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে স্বীকৃত হলেন না—১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ দিয়ে সমস্ত জগৎ তাঁর বিরাট প্রতিভাকে সম্মান জানাল। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাঁর এই সব নাটক অনূদিত হয়েছে। বর্তমান সংকলন ছাড়াও The Great God Brown, Strange Interlude, Ah ! Wilderness বাংলা ভাষায় অনূদিত। শেষোক্ত নাটক দু'খানি অনুবাদ করেছেন বর্তমান সংকলনেরই অনুবাদক। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর ও'নীলের নাট্যপ্রতিভা যেন আরও বেশী বিকশিত হল। সৃষ্টি হল কালজয়ী বিখ্যাত নাটকগুলি Long Days Journey into Night (১৯৪০), The Iceman Cometh (১৯৩৯), A Moon for the Misbigotten (১৯৪৩) আর ও'নীলের শ্রেষ্ঠতম রচনা A Touch of a Poet (১৯৪১)।

বর্তমান সংকলনের নাটকগুলি পড়লেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ও'নীল প্রতিভার ক্রমবিকাশ কি ভাবে হচ্ছে। ও'নীলের শেষ নাটক পর্যন্ত এই বিকাশ অপ্রতিহত। প্রতি নাটকে যেন ও'নীলের কলমের মুন্সিয়ানা বৃদ্ধি পায়—তাঁর রচনাধারা, তাঁর প্রকাশভঙ্গী আরও চমৎকার হয়ে ওঠে।

গৃহের অশান্তি, স্বাস্থ্যহীনতা আর পৃথিবীর তিক্ত অভিজ্ঞতা ও'নীলের নাটকের মধ্যেও প্রতিফলিত। তিনি তাই হয়েছেন দুরাশার কবি, ব্যর্থজীবনের শিল্পী। হতাশা তাঁর নাটকের বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করেছে সত্য কিন্তু সেই সঙ্গে জীবনের মূল্যায়ন করতে শিখিয়েছে, জীবনকে মেনে নিতে শিখিয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর যুগযন্ত্রণা ও'নীলের লেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিংশ শতাব্দীর মানসিক দ্বন্দ্ব তার অবক্ষয়। ও'নীলের নাটক তাই দেশের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে গেছে। আধুনিক নাটকের জগতে ও'নীলের নাটক নিয়ে এসেছে নূতন চিন্তা, নূতন গতি। ও'নীলের বিদ্রোহ তাই কেবলমাত্র নাটকের চিরাচরিত ঘটনাবহুলতার বিরুদ্ধে নয়—তার বাস্তব বিমুখতার বিরুদ্ধেও। ও'নীলের চিন্তাধারা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে—ভবিষ্যতেও বহু আলোচনা হবে। কারণ ও'নীলের রচনায় বিশেষত্ব

হল যে বিভিন্ন চিন্তাধারার সামনে তাঁর নাটকের বিভিন্নরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বর্তমান সংকলনের নাটকগুলিতে ও'নীলের বিরাট প্রতিভার সাক্ষ্য নেই। কিন্তু নাটক রচনায় কিভাবে ও'নীল ধীরে ধীরে নিজেকে শিক্ষিত করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। প্রথম নাটকের অতি সাধারণ এক জাহাজী ছবি থেকে শেষ নাটকের মানসিক দ্বন্দ্ব, উত্তেজনা আর দুরাশা পর্যন্ত যে ক্রমবিকাশের ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা ও'নীলের পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করবেন। বলা চলে যে, নানা পরীক্ষার মাধ্যমে যেন ও'নীল অবশেষে পথ খুঁজে পেলেন। এইদিক থেকে বিচার করলে এ সাতটি নাটক অত্যন্ত মূল্যবান। ও'নীল প্রতিভার অরুণোদয়ের রূপে লাবণ্য হয়তো খুব নেই কিন্তু গবেষকের তৃষ্ণা মেটাবার বহু খোরাক আছে। যে বিরাট প্রতিভার পূর্ণ তেজ আমাদের চোখের সামনে বিকশিত হয়েছে—যার ঔজ্জ্বল্য আমাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করেছে—তাঁর প্রথম জীবনের সাতটি একাঙ্কিকার মধ্যে গবেষণার বস্তু আছে বৈকি।

জীবনের শেষ কয়েক বছর ভগ্নস্বাস্থ্য ও'নীলের সঙ্গী হয়। অনেকটা "পারকিনসন্‌স্ অসুখের" মতো এক নাম-না-জানা রোগ তাঁকে অস্থির করে তোলে। অবশেষে ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন।

নাটক। প্রযোজনা। অভিনয়

ও'নীলের সপ্তডিঙা একাঙ্কিকাগুলি পড়বার সময় মনে রাখতে হবে যে নাবিকদের কথার অনুবাদ করা হয়েছে কিন্তু তাদের ভাষার অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি। কারণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে যে নাবিকেরা আসে তারা নানা স্বরে নানা টানে ইংরেজী বলে থাকে। এমনকি ইংরেজ ককনির ভাষা আর আমেরিকার নাবিকের স্ল্যাং সম্পূর্ণ ভিন্ন আওয়াজের। শুধু তাই নয় ইয়র্কসায়ারের নাবিক আর ল্যাঙ্কাসায়ারের নাবিক উভয়েই ইংরেজ হলেও তাদের ভাষায় অনেক তফাৎ। তাই তাদের ভাষা অনুবাদের ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়নি। এ ছাড়া কিছু খাঁটি জাহাজী শব্দ আছে যেমন 'আয় আয় স্যার' বা 'শিপ আহয়'। এগুলিকে অনুবাদে যদিও 'যো হুকুম' বা 'জাহাজ দেখা যায়' করা হয়েছে, কিন্তু তাতে নাবিক গন্ধ ফোটান সম্ভব হয়নি। এমনি আর একটি শব্দ 'স্কোল'। এটি মদ খাবার সময় ইংরেজরা যে 'চিয়ারস' বলে তারই দিনেমার সংস্করণ। তাই এটাকেও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর নাবিক বোঝাবার জন্যে তাই অসংবদ্ধ আর সুসংবদ্ধ ভাষা ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোন তফাৎ করা সম্ভব হয়নি।

আমার মনে হয় এই নাটকগুলি প্রযোজনা করা সম্ভব হবে। জাহাজের ওপর, ফোকশালের ভেতর, ক্যাপ্টেনের কেবিন ও খামারের ভেতর এই চারটি দৃশ্যেই সাতটি নাটক অভিনয় করা যাবে। জাহাজের ওপর বোঝাবার জন্যে বিভিন্ন উচ্চতার দুটি মঞ্চ আর মাঝখানের হ্যাচ বোঝাবার উঁচু জায়গা তৈরী করা কঠিন নয়। পেছনের মাস্তুল ও দড়িদড়া এবং দূরে নারিকেল গাছ সমাচ্ছন্ন তীর অতি সহজেই তৈরী করা যাবে। ফোকশালের ভেতর ও ক্যাপ্টেনের কেবিন যথাক্রমে দুটি এবং তিনটি কাঠের দেওয়াল দিয়ে দেখান যাবে। ফোকসাল বোঝাবার সময় দেওয়ালের কাঠ দুটি স্টেজের সামনে ত্রিভুজ সৃষ্টি করবে, কেবিন বোঝাবার সময় সেটা ঘরের রূপ নেবে। কাঠের এই তিনটি প্যানেলকে ভিন্ন রকম করে সাজিয়ে খামার তৈরী করা কঠিন হবে না।

পোষাক সম্বন্ধে নাটকে যথেষ্ট বিশ্লেষণ আছে। জাহাজী পোষাক তৈরী করে নেওয়া কষ্টসাধ্য নয়। জাহাজী চালচলন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকলে ভাল হয়। ভাষার সুবিধার জন্যে বিশেষ আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার চলতে পারে। তবে যে শ্রেণীর লোক কখন নাবিকের কাজ করে না তাদের ভাষা দেওয়া চলবে না।

গুপ্তধন ছাড়া অন্য কোন নাটকে আলোর খেলা দেখাবার প্রয়োজন নেই। আলোকে একই রকম রেখে অন্য নাটকগুলির অভিনয় খারাপ হবে না। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে এই সাতটি নাটক সহজে অভিনয় করার যোগ্য।

অভিনয় করার সময় নাট্যকারের বক্তব্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। তার বক্তব্য যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পায় অভিনয়ের সময় সেই চেষ্টা করতে হবে। গুপ্তচর নাটকটিতে যে উত্তেজনা প্রখর হয়ে উঠেছে তাকে স্পষ্ট করতে হবে। দড়ির ফাঁস নাটকে যে অন্তর্নিহিত হতাশার সুর প্রখর হয়ে উঠেছে তাকে রূপ দিতে হবে। গুপ্তধন আর তেল নাটকের বিচিত্র চরিত্র সংঘাতকে ভাষা দিতে হবে। ঘরে ফেরার ডাক আর পূবের পাড়ির বিয়োগব্যথাকে স্পষ্ট করতে হবে। সব থেকে লক্ষ্য করার বিষয় যে, আলোচ্য সংকলনের সাতটি নাটকেই অভিনয়ের পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। এমনকি জাহাজী চারটি নাটকের একত্র অভিনয় করার সুযোগও নেওয়া চলতে পারে।

চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে জাহাজের চারটি নাটকে কোন অসুবিধার কারণ নেই। একমাত্র ভাবুক স্মিটি ছাড়া আর সবগুলিই সহজ চরিত্রায়ন। অন্য তিনটি নাটকের চরিত্রগুলি সে তুলনায় কঠিন এবং সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে রূপ দেওয়া শক্ত। এদিক থেকে গুপ্তধনে ছেলের চরিত্র আর তেলে স্ত্রীর চরিত্র আমার মতে সব থেকে বেশী চিন্তার কারণ হবে।

সবশেষে আমার বক্তব্যে ছেদ টানব যে কথা বলে তা হল ইউজিন ও'নীলের নাম অনেক শুনেছেন। তার বিখ্যাত নাটকগুলি অনেকে পড়েছেন। কিন্তু অভিনয় মারফত সেগুলিকে সকলের সামনে ধরা সহজ নয়। সে তুলনায় এই একাঙ্কিকাগুলিকে যেমন সহজে অভিনয় করা যাবে তেমনি অল্পব্যয়ে প্রযোজনা করা সম্ভব হবে। এই নাটিকা

গুলি মারফত ও'নীলের রচনার সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ সৃষ্টি করে দেবার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। আমি আশা করি বাংলাদেশের নাট্যকে দর্শক ও'নীলের নাটকের অভিনয় দেখে তার সম্পর্কে আরও কৌতূহলী হয়ে উঠবেন। ও'নীলের নাটক অভিনয় মাধ্যমে বাংলাদেশে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সঙ্গে নূতন যোগসূত্র সৃষ্টি করবে।

সূচীপত্র

মন্তব্য—'গুপ্তচর' ব্যতীত এই গ্রন্থের সকল নাটকেরই ঘটনাকাল হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধপূর্ব যুগ

সপ্ত ডিঙা

(একাঙ্কিকা সংকলন)

॥ চাঁদের আলোর গান ॥

(The Moon of the Caribbees)

চরিত্র

এস, এস গ্লেনকেয়ার্ণ জাহাজের নাবিক
ও খালাসীগণ ... ইয়াঙ্ক
ড্রিসকল
ওলসন
ডেভিস
ককি
স্মিটি
পল
ল্যাম্পস
চিপস
ওল্ড টম
ধাড়ী ফ্র্যাঙ্ক
ডিক
ম্যাক্স
প্যাডি
প্রথম মেট
স্কটি
আইভ্যান
নিগ্রোপসারিণীর দল বেলা
সুসি
ভাওলেট
পার্ল

॥ চাঁদের আলোর গান ॥

মালবাহী ইংরেজ জাহাজ গ্লেনকেয়ার্ন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে নোঙর ফেলেছে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ আলোর ধারায় জাহাজের প্রধান ডেকটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। চাঁদ আকাশের মাঝখানে। সাগর নিস্তরঙ্গ—জাহাজ নিশ্চল।

প্রধান মাস্তুলের বাঁদিকে ডেরিকের ডাণ্ডা দুটো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী বেঁকে রয়েছে। আকাশের পশ্চাদপটে সমস্ত জায়গাটা কালো আর অদ্ভুত লাগে। পিছনে পোতাশ্রয়ের মসীচিহ্ন রূপরেখা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত উপল উপকূলখণ্ডে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তালগাছের মাথাগুলো যেন দিগন্তের নিশানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।

প্রধান ডেকের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে ফোকশাল। মাঝখানের দরজা দিয়ে জাহাজী আর ইঞ্জিন খালাসীদের শোবার আর থাকার জায়গায় যাওয়া যায়। দু পাশের বন্ধ দরজা খুললে যে কোয়ার্টারগুলোতে যাওয়া যায় সেগুলো হল জাহাজের পেটি অফিসারদের বাসস্থান—তাদের মধ্যে রয়েছে সারেং, জাহাজী ছুতোর, মেসের স্টুয়ার্ড আর ডঙ্কিম্যান। ছোট ছোট সিঁড়ি ডেক থেকে ওপরে উঠে গেছে ফোকশালের মাথা পর্যন্ত। ফোকশালের মাথাটা ডানদিকে দেখা যায়।

ডেকের ঠিক মধ্যেখানে মাল নামাবার হ্যাচ বন্ধ করে ক্যানভাসের আস্তরণে ঢেকে রাখা হয়েছে। হ্যাচ বেশ বড় আর চৌকো দেখতে। মনে হয় দৃশ্যের মাঝখানে বেশ উঁচু চৌকী একটা বসান হয়েছে। রাতে যাতে কেউ হ্যাচ খুলতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জলের ওপর দিয়ে দূর থেকে ভেসে আসছে নিগ্রোগানের বিষাদবিধুর একটানা সুর।

প্রায় সমস্ত জাহাজী আর ইঞ্জিন খালাসীরা উঁচু হ্যাচটা ঘিরে বসে আছে। পল মাল নামাবার যন্ত্রটায় হেলান দিয়ে আছে। তার স্থূল দেহের ঊর্দ্ধ ভাগটাকে মনে হয় আকাশ ঘিরে রয়েছে। স্মিটি আর ককি ফোকশালের ছাদে

পা ঝুলিয়ে বসে আছে। সিগারেট বা পাইপ সকলের মুখেই রয়েছে। জায়গাটা তাই ধোঁয়াতে আচ্ছন্ন। জাহাজে কাজ করা নীল রংএর জামা প্রায় সবাই পরে আছে। কারু কারু জামায় তালি পড়েছে। অনেকেই খালি পায়ে রয়েছে। ইঞ্জিন খালাসীদের প্রায় সকলেরই প্যাণ্ট আর গেঞ্জি' গায়ে। বেশ কয়েকজনের মাথায় টুপি রয়েছে।

নাটক সুরু হল বিভিন্ন ছোট ছোট দলের গুঞ্জনের মধ্যে। সকলেই তাদের নিজেদের আওতায় আলোচনা করছে। হঠাৎ সবাই চুপ করে গেল—সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে তীর থেকে ভেসে আসা গানের সুর স্পষ্ট শোনা গেল।

ড্রিসকল। (একজন বলিষ্ঠ আইরিশম্যান। হ্যাচের সামনের দিকে বসে রয়েছে—বিরক্ত হয়ে বলে)—শুনছ শুনছ নিগারদের চেঁচানি শুনছ? ওই চীৎকারটাকেই নাকি ওরা গান বলে।

স্মিটি। (ইংরেজ ছোকরা—ফ্যাকাশে গোঁফ রয়েছে। ফোকশালের মাথায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে। থুতনিটা হাতের ওপর রেখে জলের দিকে তাকিয়ে আছে।)—ওদের ওই গান শুনলে মনটা স্ফূর্তিতে ভরে ওঠে না। কি বল?

ককি। (অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও পাকা লোক—ঝোলা পাকা গোঁফ। স্মিটির পিঠ চাপড়ে বলে)—আরে দোস্ত অত মনমরা হয়ে থেকনা। ফুর্তি কর—ফুর্তি কর। বলছি তো রাজা—মেয়েটা তোমাকে ভালবাসে।

স্মিটি। (বিরক্ত)—আঃ ককি চুপ কর।

[সে মুখ ঘুরিয়ে আবার স্বপ্নে ডুবে যায়। যে দিক থেকে গানটা ভেসে আসছে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।]

ধাড়ী ক্র্যাঙ্ক। (বিরাট দেহ ইঞ্জিনখালাসী হ্যাচটার ডানদিকে গড়াগড়ি দিচ্ছে। তীর দেখিয়ে বলে)—ওদের চেঁচানি শুনে মনে হচ্ছে কাউকে গোর দিচ্ছে।

ইয়াঙ্ক। (মোটামুটি ভাল চেহারার লড়াইবাজ। ড্রিসকলের পাশে বসে বলে)—কি বলছ গোর দিচ্ছে? কোথাকার উজবুক। এদেশে কেউ মরে গেলে ওরা গাছের মতো মাটিতে পোতে না—স্রেফ খেয়ে ফেলে। ব্যস অন্ত্যেষ্টি কর্মের খরচটাও বাঁচল পেটও

ভরল। কাউকে বোধহয় খেয়ে বদহজম হয়েছে তাই অমনতরো চীৎকার করছে।

কফি। কি বদহজম? ও ব্যাটাদের কখনও বদহজম হয় না। শালার উটের মতো ওদেরও দুটো করে পেট আছে। বুঝলে?

ডেভিস। (বেঁটে কাল লোক—হ্যাচের ডানদিকে বসে রয়েছে)—তুই ব্যাটা নিশ্চয় নিজের চোখে ওদের পেট দুটো দেখেছিস।

কফি। (রাগতভাবে)—আমার পেছনে লেগে আর নিজের বিদ্যা জাহির করতে হবে না। আমি তোর থেকে অনেক বেশী দেখেছি।

ম্যাক্স। (সুইডিস ইঞ্জিন খালাসী। হ্যাচের পেছনে বসে আছে।) বল কফি বল—তোমার কথাটাই শোনা যাক।

কফি। মাইরি বলছি ভাই—কোন্ শালা মিথ্যা কথা বলে। আমি যার কাছ থেকে শুনেছি তাকে নিগ্রো ব্যাটারা সলোমন দ্বীপে আটক করেছিল। পরে একসঙ্গে আমরা অনেকদিন ছিলাম। কি বলব ভাই তার মুখে এই সব গল্প শুনতে শুনতে আমার লোম খাড়া হয়ে উঠত। (মনে পড়ে) বেশ ছিল লোকটা—মাইল এণ্ডে বাড়ী ছিল।

ড্রিসকল। (ফোঁস করে নাক দিয়ে আওয়াজ) তোমার মতো আরেক ব্যাটা মিথ্যাবাদী ককনি।

ল্যাম্পস্। (একজন মোটা সুইডেনবাসী। টুল পেতে তার ঘরের সামনে বসে আছে। পাশে চিপস্)—ও লোকটার সঙ্গে কোথায় প্রথম দেখা হল কফি?

চিপস। (লম্বা স্কচম্যান—তাচ্ছিল্যের স্বরে)—কোথায় আবার নিউগিনিতে সেকথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

কফি। (স্বরে ধৃষ্টতার ছাপ)—ঠিক বলেছ নিউগিনিতে। সেই যেবার আমার জাহাজডুবি হয়েছিল।

[এ কথায় সবাই হো হো করে হেসে উঠল]

ইয়াঙ্ক। (উঠে দাঁড়ায়)—থাম থাম মুখ বন্ধ কর। ফের ওই নিউগিনির গাঁজা মুখ দিয়ে বার করেছ কি সোজা তুলে জলে ফেলে দেব। চালবাজ!

কফি। শুনতে না চাও শুননা। আমার কি? আমি তোমাদের একটু জ্ঞান দিচ্ছিলাম—শুনতে চাও না যখন···

[খুব গম্ভীর হয়ে চুপ করে]

ইয়াঙ্ক। (তীরের দিকে মাথা নাড়ে)—এটা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ জানা আছে তো পাগলচন্দ্র। এখানে অসভ্য মানুষ খেকোরা থাকে না। এখানকার বাসিন্দারা নিগ্রো ছাড়া আর কিছু নয়।

ড্রিসকল। যাই হোক বাবা কিন্তু ওদের গান শুনলে তো হাতপা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। ওঃ চীৎকার করে কান ঝালাপালা করে দিল।

ইয়াঙ্ক। (মিচকি হেঁসে বলে) তোমার আবার কি হল ড্রিঙ্ক? তোমার অহেতুক ক্ষেপে যাবার পেছনে মনে হচ্ছে বিশেষ একটা বিরক্তি রয়েছে।

ড্রিসকল। আর বোলনা সেকথা। একপাত্র মদের তেষ্টায় মরে যাচ্ছি। সেই মোটা নিগ্রো মাগীটা আমাদের সবারই জন্যে রাম নিয়ে আসবে বলে কথা দিয়েছিল। অন্ধকার হলে পর আসবে বলেছিল।

ধাড়ী ক্র্যাঙ্ক। (কথাটা শুনে ফেলে)—কি কি বললে সেই দাঁড়ওয়ালা নৌকার মাগীটা মদ আনবে?

ড্রিসকল। হ্যাঁ যাও চীৎকার করে খবরটা জাহাজের সবাইকে শুনিয়ে এস—যাও, বুড়ো কর্ত্তা শুনুক, মেট ব্যাটা শুনুক।

[সবাই ড্রিসকলের চারপাশে ভিড় করে তার কথা শোনে। সকলের মধ্যেই চাপা উত্তেজনা। ড্রিসকল গলা নামিয়ে বলে চলে।]

মাগীটা বলে গেছে ফলের ঝুড়ির তলে লুকিয়ে মাল নিয়ে আসবে। যখন ফল বিক্রি করতে আসবে তখন ওটাও বিক্রি করবে।

ডস্কিম্যান। (সাদা চুল বৃদ্ধ জাহাজী—মুখের চামড়ায় বয়সের ছাপ। সহিষ্ণু লোক, নিজের ঘরের সামনে একটা ক্যাম্প টুলের ওপর বসে থাকে। ওর ঘরটা স্টেজের দক্ষিণে)—শুধু ওই নয় সঙ্গে থাকবে অনেকগুলি কাল মেয়ে। তাদেরও কিনতে পারা যাবে। মেয়েছেলে না এলে জানব এ জায়গাটা গত কয়েক বছরে হঠাৎ দারুণ বদলে গেছে।

ড্রিসকল। আমায় বলে গেছে—দুতিন জনকে তো আনবেই—বেশীও আনতে পারে।

[এই খবর পেয়ে সবাই অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠে।]

ককি। যাই বল শালার ভাগ্যটা আজ খুবই ভাল।

ওলসন। ওঃ কি মজা। খুব মজা হবে। প্রাণ খুলে ফূর্তি করা যাবে।

ড্রিসকল। (সবাইকে সাবধান করে)—শোন সবাই চুপচাপ থাকবে। টু শব্দটী করবে না। বুড়োকর্তা বন্দরে থাকলেও মদের খবর যেন জানতে না পারে। সেদিন ওই কালামাগীকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে—জাহাজের ওপরে মদ বিক্রি করছে জানতে পারলে ওর কাছ থেকে একটা জিনিষও কিনবে না।

প্যাডি। (লিভারপুলে থাকা মোটা বদখৎ দেখতে এক আইরীশম্যান)—শালাকে জাহান্নামে যেতে বল।

ধাড়ী ফ্র্যাঙ্ক। (ঘুরে দাঁড়ায়)—তুই চুপ কর বোকা কোথাকার। খালি গণ্ডগোল করার মতলব। (ড্রিসকলকে বলে)—তুমি আর আমি এদের সামলে রাখব ড্রিস্ক।

ড্রিসকল। ভাল কথা বলেছ হে। যে ব্যাটা প্রথম মারামারি সুরু করবে তার মাথা কিন্তু আমি ভেঙে দুফাঁক করে দেব বলে দিলাম।

[তিনবার ঘণ্টা বাজল]

ডেভিস। তিনটে বাজল। মাগীটা কখন আসবে ড্রিস্ক ?

ড্রিসকল। এখুনি এসে পড়বে। (পলকে জাহাজের যন্ত্রপাতির কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করে)—পল, কিছু দেখতে পাচ্ছ ?

পল। না—দাঁড়টানা নৌকার চিহ্নও নাই কোথাও।

[সবাই অপেক্ষা করার জন্তে প্রস্তুত হয়। পাইপ ধরায় সিগারেট ফোঁকে। বেশ আরাম করে শুয়ে বসে থাকে। এই নিস্তব্ধতার মাঝে পাড়ের নিগ্রোদের টানা টানা গানের সুর ভেসে আসে।]

স্মিটি। (ধীর দুঃখিত স্বরে বলে)—ওদের ওই গানটা বন্ধ করলে পারে ওদের ওই সুরে ভুলে যাওয়া দুঃখের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। দুঃখের কথা কে ভাবতে চায় বল ?

কফি। (পিঠে চাপড় মেরে বলে)—আরে প্রাণ, অমন মুসড়ে পড়ো না। এক্ষুণি রাম খেয়ে স্ফূর্তির জোয়ার এনে দেব দেখবে।

[ডেকে নেমে আসে। স্মিটি একা কোকশালের ওপর বসে থাকে।]

ধাড়ী ফ্র্যাঙ্ক। তার থেকে এক কাজ কর ড্রিস্ক—গান ধর। তাহলে আর ওই ব্যাটাদের চীৎকার শুনতে হবে না।

ডেভিস। সেই বেশ কথা—গান ধর ড্রিস্ক।

প্যাডি। এমন একটা গান ধর যেটা আমরা সবাই জানি।

ম্যাক্স। হ্যাঁ হ্যাঁ—সবাই মিলে কোরাস গাওয়া যাবে।

ওলসন। তাহলে 'রিয়ো গ্রাণ্ডো' গানটা হোক।

ধাড়ী ফ্র্যাঙ্ক। না না—ওটা আমরা কেউ জানি না। তার থেকে 'হুইস্কি জনি' গানটা হোক।

চিপস। 'ফ্লাইং ক্লাউড'টা হোক।

কফি। যত বাজে কথা 'আমেস্টারডামের সুন্দরী'টা হোক।

ল্যাম্পস। 'সাণ্টা আনা'টা সব থেকে ভাল।

ড্রিসকল। চুপ কর সব্বাই চুপ কর। (খোঁচা দিয়ে বলে) গান গাইবে—গান? কজনার সুর জ্ঞান আছে শুনি? তালের তো ধার কাছেও কেউ যাও না। আমি আমার একদিনের পুরো মাইনে বাজী রাখব যদি তোমাদের কেউ গলা দিয়ে একটু সুর বার করতে পার। কে কি পারে আমার জানা আছে। এখানে ইয়াঙ্ক, ওলি আর আমি ছাড়া গানের গ ও কেউ জানে না। ল্যাম্প আর কফি চেষ্টা করলে হয়তো পারতে পারে, কিন্তু আর সবাই মুখ খুললে বাতাস ছাড়া আর কিছু বেরোবে না। হড়বড় করে তো অনেক গানের নাম করে ফেললে—কিন্তু তাদের সুর জানা আছে কি? আর কথা? কথা সুর ছাড়াই গান হবে। বলিহারী বুদ্ধি! জাহাজীদের খুসী হবার মতো এখনও কোন গান লেখা হয়নি—এটাই দুঃখ।

ইয়াঙ্ক। শোন 'ব্লো দি ম্যান ডাউন'টা ধর—ওটা অন্ততঃ অনেকেই জানে।

[সকলেই স্বীকৃতি দেয়। 'হ্যাঁ হ্যাঁ তাই হোক, ওটাই ভাল, আরম্ভ কর ড্রিস্ক' ইত্যাদি সম্মতিসূচক কথা বলে অনেকে।]

ড্রিসকল। বেশ। এস তাহলে সুরু করা যাক।
'বেহস্তের পথ দিয়ে যেতে—'

সকলে। 'লোকটাকে ফুঁ দিয়ে ফেলে দাও।'

ড্রিসকল। 'বেহস্তের পথ দিয়ে যেতে যেতে—'

সকলে। 'একটু সময় দাও লোকটাকে ফুঁ দিয়ে ফেলে দি.

[সমবেত গান]

ফুঁ দিয়ে ফেলে দাও—লোকটাকে ফুঁ দিয়ে ফেলে দাও।
এই—ফুঁ দিয়ে ফেলে দাও।
বেহস্তের পথ দিয়ে যেতে যেতে
একটু সময় দাও—ফুঁ দিয়ে ফেলেদি।

ড্রিসকল। 'যুবতী সুন্দরী এক দেখতে পেলাম।'

সকলে। 'লোকটাকে ফু দিয়ে ফেলে দাও।'

ড্রিসকল। 'যুবতী সুন্দরী এক দেখতে পেলাম।'

সকলে। 'একটু সময় দাও—লোকটাকে ফু দিয়ে ফেলে দি।'

[ড্রিসকলের গানের মাঝখানেই পল চীৎকার করে ওঠে]

পল। এই ড্রিস্ক—এইবার আসছে মনে হচ্ছে। একটা দাঁড়টানা নৌকা এই দিকে আসছে।

[সকলে পলের কাছে দৌড়ে যায়]

ইয়াঙ্ক। নৌকাটায় মনে হচ্ছে পাঁচ ছ জন আছে।—আর সবগুলোই মনে হচ্ছে মেয়েছেলে।

ড্রিসকল। (অত্যন্ত খুসী) অহো কি আনন্দ—ওরা এসে গেছে।

[নাচতে সুরু করে]

ওলসন। (সকলে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে নৌকা দেখার পর)—হ্যাঁ ঠিক ছ জনাই আছে নৌকাটায়।

ডেভিস। মাঝখানে ফলের ঝুড়িগুলো রেখেছে—এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ধাড়ী ক্র্যাঙ্ক। কি মদ ওরা নিয়ে আসে? হুইস্কি?

ড্রিসকল। নারে রাম—অপূর্ব চমৎকার রাম—পশ্চিমী দ্বীপের সেরা জিনিষ। খচ্চরের পেছনের পায়ের লাথির মতো তেজ।

স্যাম্পস। বুড়ো কর্ত্তার ভয়ে বেটি যদি মাল না আনে তাহলে একটা কাণ্ড হবে।

ড্রিসকল। আঃ শুধু শুধু মন খারাপ করে দিওনা ল্যাম্পস। মাগী যদি কথা দিয়ে কথা না রাখে তাহলে আমি ওর কালো চামড়াখানা জ্যান্ত খুলে নেব।

ইয়াঙ্ক। এসে গেছে, এসে গেছে। শোন, শোন, ওদের হাসি শোনা যাচ্ছে (চীৎকার করে ডাকে)—ওহে—এই দিকে।

[মেয়েদের কথার আর হাসির আওয়াজ শোনা যায়।]

ড্রিসকল। (হেঁকে বলে)—কে বট হে তুমি ? কালো জো গিন্নি নাকি ?

স্ত্রীকণ্ঠ। (ভেকে বলে) অমন হেঁড়ে গলায় কে ডাকছ বাপু—আমাদের মধুকণ্ঠ মনে হচ্ছে।

[মেয়েরা এই ঠাট্টায় একসঙ্গে হেসে ওঠে]

ড্রিসকল। পা দুখানা নাড়িয়ে এবার তাড়াতাড়ি ওঠে এস।

স্ত্রীকণ্ঠ। আসছি বাবা, আসছি।

ড্রিসকল। এস ইয়াঙ্ক, বেটিদের মালগুলো তুলতে একটু সাহায্য করা যাক। তাহলে বেটিদের মেজাজগুলো ভাল হবে।

ককি। (ওদের যেতে দেখে বলে)—একটু আস্তে চল ইয়াঙ্ক, একটু আস্তে চল। আমরা চোখে দেখার আগেই সব মালটা খেয়ে ফেল না।

ড্রিসকল। (পেছন ফিরে বলে)—তোমার ভাগটা ঠিক মতো পাবে, চাঁদমুখো খোকা। অত ছটফট কোর না।

[ইয়াঙ্ককে নিয়ে বাঁদিকে চলে যায়।]

ককি। (ঠোঁট চাটে)—ভগবানের দোহাই—গলাটা একটু ভেজাতে পারলে হয়।

ডেভিস। আমারও ওই মত।

চিপস। মালটা এলে তার যে কিচ্ছু পড়ে থাকবে না তা আমি বাজি ধরে বলতে পারি।

ধাড়ী ক্র্যাঙ্ক। আমি একা এক জালা খেতে পারি। বড়দিনের জয় হোক।

ককি। সব মাগীগুলো ওই চেড়ীর মতো কুচ্ছিৎ না হলেই বাঁচি। বেটিকে বাজনাওয়ালার বাঁদরীর মতো দেখতে। ওঃ ওটাকে আমি কিছুতে সহ্য করতে পারি না।

প্যাডি। ওদের কেউ তোর দিকে তাকালেও তুই বর্তে যাবি—ট্যারা কুত্তা কোথাকার।

ককি। (চটে যায়)-কি বললি? মুখ সামলে কথা বলবি। নিজের ছাঁচখানা দেখেছিস? তোর চেহারাটাকে কেউ যে গলা বাড়িয়ে দেখবে না তা আমি বাজী রেখে বলতে পারি। রূপ কত! যেন কালো পাথর রে। দেখলে তো লোমওয়ালা বনমানুষ বলে ভুল হয়।

প্যাডি। (রেগে এগিয়ে যায়)—কি বললি? আরেকবার বলে ছাখ তোর কি করি।

ককি। (কোমরের ছুরিটাকে হাতে নিয়ে—তাল ঠুকে বলে)—লোমওয়ালা বনমানুষ! একশোবার বলব! শালা বনমানুষ কোথাকার।

[প্যাডি ছুটে মারতে যায়—সকলে আটকায়।]

ধাড়ী ফ্র্যাঙ্ক। (প্যাডিকে পেছন দিকে ঠেলে দেয়)—কি হল রে তোর প্যাডি? ড্রিসকল কি বলে গেল মনে নেই? কোনরকম মারামারি চলবে না।

প্যাডি। (গজগজ করে)—ওই ডেক ধোওয়া ছুঁচোটা আমাকে অপমান করবে—এ আমি সহ্য করব চুপ করে?

ককি। ইস্ কয়লা ঠেলা জঞ্জাল, জাহান্নামে যা!

[ইতিমধ্যে ড্রিসকল এসে পৌঁছয়। তার মুখে সাফল্যের হাসি। মারামারিটা সবাই চট করে ভুলে গিয়ে চারপাশে জটলা করল। সবারই মুখেচোখে ভাষায় কৌতূহল।]

সকলে। কি হল ড্রিস্ক? কিছু সুবিধাটুবিধা হল? ঠিক মতো এনেছে তো ড্রিস্ক? ছুঁড়িগুলো কোথায়?

ড্রিসকল। (পেছন দিকটা ত্রস্ত চোখে দেখে নেয়)-আস্তে—আস্তে। ওরে বাবা ভগবানের দোহাই গলা নামিয়ে কথা বল। (সকলে চুপ করে) মাগী কথার নড়চড় করেনি—সব জিনিষ ঠিকঠাক নিয়ে এসেছে। এখনি এখানে আসবে। ব্যস্ত হয়ো না সবাই পাবে। এক একটা পাঁইট বোতলের দাম তিন শিলিং। বুঝলে এখনি বোতল নিয়ে আসছে।

কফি। (অপছন্দ হয় কথাগুলো) বেটী বদমায়েস এক এক বোতলের জন্যে তি-ন শিলিং করে নেবে!

স্মিটি। (শ্লেষাত্মক হেসে বলে)—বাবা, এ যে একেবারে পুকুর চুরি।

[সবাই অবাক হয়ে ওর দিকে চায়। ও কিছু বলবে এটা যেন কেউ আশা করে নি।]

ওলসন। আমরা কিছুতেই অত দাম দেব না।

ধাড়ী ফ্র্যাঙ্ক। বদমায়েস কালা চোট্টা!

প্যাডি। শোন, কেলেমুখো বেটীর কাছ থেকে বোতলগুলো কেড়ে নাও—তারপর এক পয়সাও দিও না।

সবাই। (চীৎকার করে ওঠে)—ঠিক বলেছ। কিচ্ছু দিও না। বেটী রাম চোর। চোট্টা এক নম্বরের। এক পয়সা দিও না।

ড্রিসকল। (হেসে বলে)—দেখ বাপু তোমরা ইচ্ছা করলে কিনতেও পার নাও কিনতে পার। কেনবার জন্যে কেউ তোমাদের মাথার দিব্যি দেয় নি। (ওপর দিকটা একবার দেখে নেয় তারপর সন্তর্পণে এক পাঁইটের একটা বোতল জামার ভেতর থেকে বার করে)—এই দেখ—এই হচ্ছে মাল। খাসা জিনিষ যাকে বলে সেরা চিজ। এত ভাল রাম চট করে পাবে না হে। (ছিপি খুলে চুমুক মারে)—আঃ। ওদের অজান্তেই এ বোতলটাকে ওদের ঝুড়ি থেকে সরিয়েছি। দেখবে নাকি কেমন? (সব থেকে কাছে ওলসন দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে বোতলটা দিয়ে বলে)—এই যে ওলি ধর—ছোট এক ঢোক খেয়ে দেখ দেখি মালটা কেমন। তারপর পাশের লোককে বোতলটা ধরিয়ে দাও। এক এক ঢোকে তোমাদের তেষ্টা মিটবে না তা জানি—তবে এতে মুখের জড়তাটা কেটে যাবে। তারপর খাওনা যত খুসী। এখনই বালতি বালতি মাল এসে হাজির হবে।

[বোতলটা হাত থেকে হাতে ঘোরে। প্রত্যেকে এক ঢোক খেয়ে খুসীর আঃ বলে—ঠোঁট চাটে।]

ডেভিস। মাগীটা কোথায় গেল ড্রিস্ক?

ড্রিসকল। ওপরে। কাপ্তেন সাহেবের সঙ্গে কথা বলছে। পয়সা টয়সার ব্যবস্থা করছে হয়তো। কে জানে।

ডেভিস। ছুঁড়িগুলো সব কোথায় গেল ?

ড্রিসকল। সব কটা ওর সঙ্গেই আছে। পাঁচটা ছুঁড়িকে জাহাজে এনেছে। তাদের মধ্যে দুটো ছুঁড়িকে দেখতে যেমন খাসা—তেমনি তোফা গায়ের রং। বুঝলে একেবারে তোমার আমার মতো গায়ের রং। তবে ও দুটোকে সাদাগুঁফো বুড়ো বদমায়েসটা আর মেটরাই দখল করে রাখবে। হয়তো ইঞ্জিনিয়ারদের ভাগ দেবে। বাকীগুলো সব আমাদের জন্যে। এখনি আসছে।

ককি। কাপ্তেনশালা কেবল বুড়ো বদমায়েস নয়—এক নম্বরের খচ্চর। মনে পড়ে—মনে পড়ে—যেদিন আমরা দেশ থেকে জাহাজ ছাড়লাম। কি রকম এই হোথায়—পুলটার ওপর গুমরোমুখে দাঁড়িয়ে ছিল। যেন শালা জাহাজটাকে আকাশ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আর কাপ্তেনের গিন্নী বন্দরের জেটিতে দাঁড়িয়ে এমন চীৎকার করে কাঁদতে লাগল যেন তক্ষুণি মরে যাবে। বাচ্চাগুলো পর্যন্ত রুমাল নাড়ছে আর তারস্বরে চেচাচ্ছে। (প্রচণ্ড নৈতিক রাগে)—আর এখানে শালা নিগ্রো মাগীদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে। দেখ সবাই দেখ—এই হল আমাদের কাপ্তেন—শালা বকোধার্মিক কোথাকার।

ড্রিসকল। চুপ কর—অত চেঁচাস না। তোর মুখ নেড়ে বড়াই করা উচিত নয়। তুই নিজেই তো সেদিন বলছিলি না যে পৃথিবীর সব বন্দরে তোর জন্যে কাঁদবার মেয়ে মানুষ আছে, এক গণ্ডা কাচ্চা-বাচ্চা রয়েছে। বলিস নি। তখন তাহলে ভাঁওতা দিচ্ছিলি বল।

ককি। (তখনও রাগান্বিত অসহিষ্ণু)—আমি কাপ্তেন নই জাহাজের আর ওর মতো ধর্মমতে বিয়ে করা মাগও আমার ঘরে নাই। আমি যদি কখনও—

ধাড়ী ক্র্যাঙ্ক। (তার বিরাট থাবার মতো হাত দিয়ে ককির মুখ চেপে ধরে বলে)—থাম, আর বকামো করতে হবে না। (ককি ওর হাত ছাড়িয়ে সরে যায়)—ড্রিস্ক, এই মাগীদের আমরা দাম দেব কি করে—আমাদের কাছে তো একটা কাণাকড়িও নাই।

ড্রিসকল। আরে ওটা খুবই সোজা ব্যাপার। প্রত্যেক ছুঁড়ির কাছেই

একখণ্ড কাগজ পাবে। তাতে জিনিষ আর জিনিষের দাম লিখে সই করে দেবে। নিজের নাম লিখতে না জানলে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নেবে। আর শোন—যখনই ওদের কাছ থেকে এক বোতল মদ বা আর কিছু (অর্থপূর্ণ ভাবে চোখ টেপে)—কিনবে, তখন কাগজে তামাক, ফল এই সব লিখবে বুঝেছ। ওই কাগজ দেখিয়ে ওরা কাপ্তেনের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে যাবে। কাপ্তেনও যে যেমন খরচ করবে তার মাইনে থেকে সেই টাকাটা কেটে নেবে। কি বুঝলে সবাই? কথাগুলো বেশ পরিষ্কার হয়েছে তো?

সবাই। হ্যাঁ হ্যাঁ একেবারে শাদা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়েছে। বুঝেছি ড্রিস্ক। আর বলতে হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ স্পষ্টই বোঝা গেছে।

ড্রিসকল। হ্যাঁ আর শোন—হল্লা করবে না। মদ খেয়ে যদি হৈচৈ কর তাহলে মেট ব্যাটা পিটিয়ে ঠাণ্ডা করবে। মজাও যাবে মালও যাবে। বুঝেছ?

[সবাই একসঙ্গে সম্মতি দেয়]

ডেভিস। (হালের দিকে তাকিয়ে বলে)—ওই যে ওরা আসছে মনে হচ্ছে।

[সবাই সেদিকে তাকায়—নারী কণ্ঠের উচ্ছল হাসি ভেসে আসে।]

ড্রিসকল। দেখ দেখ ইয়াঙ্ক ব্যাটাকে দেখ। এক ছুঁড়ির কোমর জড়িয়ে ধরে আসছে একটু সময়ও নষ্ট করবে না মনে হচ্ছে।

[চারটি মেয়ে বাঁ দিক থেকে আসে। চাপা হাসি আর কথায় তারা উৎফুল্ল। প্রথম তিনজনার মাথায় ঝুড়ি। সব শেষের মেয়েটিকেই দেখতে সব চাইতে ভাল। ইয়াঙ্ক এক হাতে তার কোমর জড়িয়ে অন্য হাতে তার ঝুড়ি বয়ে আনে। চার জনই স্পষ্ট নিগ্রোজাত। হাল্কা রংএর ঢোলা পোষাক তাদের পরণে—উজ্জল রং-এর কাপড় মাথায় বাঁধা। তারা মধ্যেখানে তাদের ঝুড়িগুলো নামিয়ে রেখে বসে। ছেলেরা হাসিমুখে তাদের ঘিরে ধরে।]

বেলা। (ওদের মধ্যে সেই সব থেকে বয়স্ক, মোটা আর ঘরোয়া। হেসে বলে) কি গো জাহাজীরা, কি খবর তোমাদের ?

অন্য তিনজন। কি খবর তোমাদের ?

সকলে। তোমাদের কি খবর ? এস, এস। তারপর কেমন আছ ? (ইত্যাদি)

বেলা। (সহৃদয়ভাবে)—দেশ থেকে এতদূর জাহাজে আসতে কোন রকম কষ্ট হয়নি তো ? ভালভাবেই আসা হয়েছে নিশ্চয় ? আমার নাম বেলা, এর নাম সুসি আর ওর নাম ভাওলেট। আর ওই যে ওই মেয়েটা (ইয়াঙ্কের সঙ্গের মেয়েটাকে দেখায়) ওর নাম পার্ল। বুঝেছ ? এইতো বেশ সুন্দর পরিচয় করা হয়ে গেল। এখন আমরা সবাই সবাইকে চিনলাম।

প্যাডি। (কঠোর স্বরে) মাগীদের কথা ছাড়—মাল কোথায় ? বার কর।

বেলা। (তীক্ষ্ণ স্বরে) তুমি একটা শূয়োর নাকি হে ? অত চীৎকার কোর না, তাহলে শুধু তুমিই নও কেউ কিছু পাবে না। বুড়ো কাপ্তেন আওয়াজ শুনে ঘাড় ধরে জাহাজ থেকে আমাকে বার করে দিক এ আমি চাই না—তোমরাও নিশ্চয় চাও না।

ইয়াঙ্ক। হ্যাঁ হ্যাঁ চেঁচামেচি বাদ দাও। বেশী চীৎকার করলে সবাই বিপদে পড়ব।

বেলা। (চট করে ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকটা দেখে নেয়)—শুনছ ? তোমাদের মধ্যে যারা একটু লম্বা চওড়া তারা আমাদের ঘিরে বস যাতে ওপর থেকে আমরা কি করছি কেউ দেখতে না পায়।

[ড্রিসকল আর কয়েকজন বসে ও দাঁড়িয়ে ওদের আড়াল করে।]

(ড্রিসকলকে)—সবাইকে বলে দিয়েছ তো কেমন করে কোথায় নাম সই করতে হবে। নাম সই করাটাই সব থেকে দরকারী।

ড্রিসকল। সবাইকে বলে দিয়েছি সুন্দরী—কি যেন তোমার নাম—বেলা। কিচ্ছু ভাবনা কোর না।

বেলা। যে যেমন বোতল পাবে অমনি ফোকশালের ভেতর চলে যেতে হবে বুঝেছ। এইখানে দাঁড়িয়ে খাবে—আর আমি ধরা পড়ে

মরব—তা কিন্তু চলবে না। (সকলের মধ্যে থেকে অসহিষ্ণু সম্মতি এল) ঠিক বলিনি মাইক ?

ড্রিসকল। তুমি কি কখন বেঠিক কথা বলতে পার, সুন্দরী। (ধাড়ী ক্র্যাঙ্ক ড্রিসকলের কানে কানে কি বলে। ড্রিসকল তা শুনে খুব জোরে হেসে উঠে ক্র্যাঙ্কের জানুতে থাপ্পড় মারে।) শোন বেলা, আমার এই ছোট্ট বন্ধুটিকে দেখছ ওর আবার ভীষণ লজ্জা। ওর হয়ে গোটা কতক প্রশ্ন করব তোমাকে। ব্যাপারটা এই মেয়েদের নিয়ে বুঝতেই পারছ। কাজেই ওরা যাতে লজ্জা না পায় তাই তোমাকেও চুপি চুপি বলি কথাটা।

[কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলে।]

বেলা। (সহজ কঠোরতায়)—চার শিলিং।

ড্রিসকল। (হেসে ওঠে)—শুনলে তো ? তোমরা সবাই শুনেছ। চার শিলিং হল ওটার দাম।

প্যাডি। কি গুচ্ছের বক বক করছ। মদের তেষ্টায় বুক ফেটে গেল।

বেলা। সব ঠিক আছে তো মাইক ? এবার কাজ সুরু করি ?

ড্রিসকল। (পেছন দিকটা ভাল করে দেখে নেয়)—নিশ্চয়। দেরী করে কাজ কি।

বেলা। মেয়েরা সুরু করে দাও। (মেয়েরা ঝুড়ির ভেতর হাত ঢুকিয়ে মদের বোতল বার করতে লাগল। ফলের তলায় সযত্নে বোতলগুলো লুকান ছিল। প্রত্যেকটা বোতলই এক পাঁইটের। চারজন জাহাজী ভীড় করে এসে বোতল নিল।) কই গো ল্যাম্পস্ একটা বাতিটাতি কিছু দাও। অন্ধকারে দেখব কি করে ?

[ল্যাম্পস্ ঘর থেকে একটা মোমবাতি নিয়ে এল। সেই আলোটা মেয়েদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। এর আলোতেই মেয়েদের কাগজগুলো জাহাজীরা সই করতে লাগল। বোতল নিয়ে কাগজে সই করে সরে যায় একে একে।]

কি লিখবে মনে আছে তো ? লিখবে সিগারেট কিংবা তামাক কিংবা ফল বুঝেছ। তিন শিলিং হচ্ছে দাম। জিনিষ নিয়ে

ফোকশালে চলে যাও। ওকি হচ্ছে—ওকি হচ্ছে চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে খাচ্ছ সবাই দেখে ফেলবে না।

[একে একে জাহাজীরা বোতল নিয়ে ফোকশালে চলে যায়। প্যাডি এসে পার্লের সামনে দাঁড়ায়। ইয়াঙ্কের একটা হাত তখন পার্লের কোমর জড়িয়ে আছে।]

প্যাডি। (অভদ্রভাবে)—কই কই দাও।

[পার্ল বোতল তুলে ধরে। প্যাডি তার হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে পিছু ফেরে।]

ইয়াঙ্ক। (তীক্ষ্ণভাবে) ও কি ওটা নিয়ে যাচ্ছ কোথায়? নাম লিখতে হবে না?

প্যাডি। (বিরক্ত) আমি নাম লিখতে পারি না।

ইয়াঙ্ক। সেই কথা বল—তাহলে আমি লিখে দেব। (পার্লের কাগজ পেন্সিল নিয়ে লিখে দেয়) আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আমার প্রেয়সীকে কেউ ঠকিয়ে যাবে সহ্য করব না। কি রকম চকচকে চোখ দেখেছ—ঠিক বলিনি খুকু?

পার্ল। (হাসে) নিশ্চয় হুজুর।

বেলা। (চারজনের হাতে বোতল দেখে)—ফোকশালের ভেতর চলে যাও বাছারা। (প্যাডি পুরো চাঁদের আলোতেই বোতল খুলে মুখে ধরে—তার হাবভাবে বিদ্রোহ)—দেখ দেখ ওই লোকটা কি করছে দেখ। ব্যাটা নোংরা শুয়োর নিজেও মরবে আমাদেরও মারবে। (প্যাডি ধীরে ধীরে ফোকশালের ভেতর চলে যায়।) নাঃ আমাদের বিপদে ফেলবে। ব্যাপারটা ভাল হচ্ছে না। তার থেকে চল সবাই মিলে ফোকশালের ভেতর চলে যাই। ওখানে অন্তত এমন ধরা পড়ার ভয় নেই। চল। এস মেয়েরা।

[বেলার পেছনে মেয়েরা ঝুড়ি তুলে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। সব শেষে আসে পার্ল আর ইয়াঙ্ক। ইয়াঙ্ককে আগিয়ে দিয়ে পার্ল পিছিয়ে পড়ে, দৃষ্টি তার স্মিটির ওপর। স্মিটি তখনও ফোকশালের মাথায় বসে আছে। হাতের ওপর থুতনি রেখে, দৃষ্টি তার দিগন্তে নিবদ্ধ।]

পার্ল। (তার দিকে হাত নেড়ে বলে)—ওহে সুন্দর ছেলে—ভেতরে

এস না বাপু। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। [চলে গেল।]

স্মিটি। (অত্যন্ত শীতল কণ্ঠে)—ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। এক বোতল মদ আমাকে কিনতে হবে বটে।

[ফোকশালের ভেঁতরে নেমে যায়]

[ডক্কিম্যান বসে বসে পাইপ ফোঁকে। সে ছাড়া ডেক শূন্য। ভেতর থেকে চাপা হাসি আর হল্লার শব্দ ভেসে আসে। তীর থেকে ভেসে আসছে নিগ্রো গানের একটানা বিরহের সুর। দুইএ মিলে এক অদ্ভুত আবহাওয়া সৃষ্টি করল। স্মিটি বাইরে এসে ফোকশালের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। কাঁধ দুটোকে ঝাঁকায় এমনভাবে যেন মনে হয় পিঠের থেকে কোন নোংরা জিনিষকে মাটিতে ফেলে দিল। হাতের বোতল থেকে মদ খায়। তারপর হ্যাচের ওপর ডক্কিম্যানের দিকে মুখ করে বসে। ডক্কিম্যান নির্বিকার মুখে পাইপ ফুঁকে চলে। বন্ধ দরজার ওপারের কোলাহল ক্ষীণ হয়ে গেছে। চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল জলের ওপর দিয়ে তীরের নিগ্রো সঙ্গীত স্পষ্ট শোনা যায়]

স্মিটি। (কিছুক্ষণ গান শোনে)—ওদের গান জাহান্নামে যাক! (আবার অনেকক্ষণ খালি মদ খায়) তোমার কি মত ডক্ক ?

ডক্কিম্যান। (ধীরে ধীরে বলে)—আমার তো ভালই লাগে। বেশ ঘুমপাড়ানী গান।

স্মিটি। (কষ্ট করে হাসে)—ঘুমপাড়ানী না ঘুমতাড়ানী। কিছুক্ষণ ধরে ওই গান শুনলে আমার ঘুম পাড়া ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

ডক্কিম্যান। আমার কিন্তু গানটা অতটা খারাপ লাগে না। না না, অত খারাপ নয়। কি রকম একটা ব্যথা যেন রয়েছে গানটার মধ্যে—বেশ সুন্দর একটা ব্যথা। রবিবার গীর্জার বাইরে বাজনা বাজিয়ে গান করে যারা—এদের গানটাও সেই জাতের মনে হয় আমার।

স্মিটি। (অধৈর্য)—আমার কথাটা ভুল বুঝ না। ওদের গানের সুরটা খারাপ একথা আমি একবারও বলিনি। কিন্তু কি করে জানি না ওই গানের আওয়াজ মনের ভেতরকার সমস্ত চাপা ব্যথাকে

জোর করে বাইরে টেনে আনে। সেই জন্তেই তো অত খারাপ লাগে। [আবার মদ খায়]

ভঙ্কিম্যান। আগে কখন ওদের গান শুনেছ বলে মনে হচ্ছে না।

স্মিটি। না। এবারই জীবনে প্রথম শুনছি। ওই সুরটার মধ্যে কি এক শয়তানী ক্ষমতা আছে যে আমাকে সব পুরোণ দুঃখ মনে করিয়ে দেয়—আর মনে পড়ে যায়—দূর! সে সব কথা জাহান্নামে যাক!

ভঙ্কিম্যান। (অচঞ্চল। ধীরে সুস্থে থুথু ফেলে বলে)—পুরোণ স্মৃতি বড় অদ্ভুত জিনিষ। অবশ্য ও বস্তুটা আমাকে কখন খুব জ্বালাতন করেনি।

স্মিটি। (তার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ঘৃণার সঙ্গে বলে)—ও সব বালাই যে তোমার নেই তা দেখলেই বোঝা যায়।

ভঙ্কিম্যান। মনে কোর না যে আমি জীবনে কখন ভুল করি নি। অনেক ভুল করেছি। তবে সে সব কথা ভাবি না। মনেও রাখি না,—তাই কিছুদিন পর ভুলে যাই।

স্মিটি। কিন্তু ভুলে না যেতে পারলে কি করতে? যদি এই স্মৃতিগুলো তোমার ঘুমের দুঃস্বপ্ন হত—তাহলে কি করতে?

ভঙ্কিম্যান। (ধীরে শান্ত স্বরে)—তাহলে মদ খেয়ে মাতাল হতাম—তুমি যা করছ ঠিক অমনি ভাবে।

স্মিটি। (কর্কশ হেসে)—ভাল উপদেশ দিচ্ছ বাপু।

[আবার মদ খায়। তাকে ক্রমে মাতাল দেখায়। মুখ রাঙা, কথা অসংলগ্ন হয়।]

জানলে ডঙ্ক, আসল কথা হচ্ছে আমরা হলাম এক পাল ভেড়া—পথ হারিয়ে ফেলেছি। অনন্তকাল পর্যন্ত আমাদের জীবনের অভিশাপ কাটবে না। খালি ঘুরে মরব। ভগবান আমাদের দয়া করুন। কি বল ডঙ্ক!

ভঙ্কিম্যান। জানি না। হতে পারে। (কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর) তুমি সমুদ্রে ভাসলে কেন হে? তোমাকে দেখলে বেশ বোঝা যায়

জাহাজের খালাসী হওয়াটা তোমাকে মানায় না। না ওটা তোমার স্বাভাবিক কাজ নয়।

স্মিটি। সবই আমার এই বন্ধুটির জন্যে।

[অত্যন্ত জোরে হেসে বোতল দেখায়]

ডক্কিম্যান। তোমার বয়সে আমিও খুব মদ খেয়েছি। (দুঃখিত স্বর) সে সব দিন পার হয়ে গেছে। বেশ ছিল সেই পুরোণ দিনগুলো। এখন আর মদ সহ্য হয় না। ডাক্তার বলেছে মদ খেলেই মরব—তাই মদ ছেড়ে দিয়েছি।

[আবার নিশ্চিন্ত হয়ে থুথু ফেলে]

স্মিটি। (অপ্রস্তুত হয়ে হাসে)—তাহলে তোমার হয়ে আমিই! আর খানিকটা খাই! বুড়োদাদা, এবার তোমার স্বাস্থ্য পান করছি। [মদ খায়]

ডক্কিম্যান। (কিছুক্ষণ পর)—মনে হচ্ছে তোমার জীবনের কোথাও কোন মেয়েছেলে জড়িয়ে আছে?

স্মিটি। (সতর্ক)—সে কথা আবার তোমাকে কে বলল?

ডক্কিম্যান। গানের সুর যখনই কারু মনটাকে নাড়িয়ে দেয়—তখনই বুঝতে হবে তার জীবনে কোথাও না কোথাও মেয়েছেলে জড়িয়ে রয়েছে। (তামাক ফোঁকে নিঃশব্দে) শেষটাও মেলে সময়ে সময়ে। মেয়েটা বলবে তুমি বড্ড বেশী মদ খেতে বলে সে তোমাকে তাড়িয়েছে। আর তুমি বলবে মেয়েটা তাড়িয়েছে বলে তুমি এত বেশী মদ খাও। (আবার থুথ ফেলে) ভালবাসা একটা ভারী মজার জিনিষ—তাই না?

স্মিটি। (মাতাল হলেও ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে বলে)—আমার ব্যাপারে মাথা না গলালেও চলবে।

ডক্কিম্যান। (অচঞ্চল)—শুধু তোমার ব্যাপার নয় হে—এটা সবারই ব্যাপার। সবার জীবনেই এমন ঘটনা আছে। আমাকেই কি কমবার ভুগতে হয়েছে (সরল ভাবে) অসহ্য হলে মারতাম কাণচেপে এক থাপ্পড় তারপর আরো মদ খেতাম বেহুঁস হবার জন্যে। তবে একথা স্বীকার করব বাড়ী ফিরে খুব ভাল খেতে পেতাম। সুন্দর সুন্দর রান্না করে রাখত আমার জন্যে।

[নিঃশব্দে তামাক খায়]

ও ছাড়া ওদের টিট করার আর কোন উপায় নেই। তুমি নিশ্চয় কখনও এ দাওয়াইটা ব্যবহার করনি।

স্মিটি। (আত্মম্ভরিতায়)—ভদ্রলোক মেয়েদের গায়ে হাত দেয় না।

ডঙ্কিম্যান। (নির্লিপ্ত)—ঠিক বলেছ। সেইজন্তে নিগ্রোদের গান তার বুকটা ব্যথায় মুচড়ে দেয়। পুরোণ স্মৃতি তার বুকে পাথরের মতো চেপে থাকে।

[স্মিটি রেগে যায় কিন্তু উত্তর দেয় না। ফোকশালের দরজা খুলে মাতাল ডেভিস—সেই ভাওলেট মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। ডেভিস টলছে—তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে ভাওলেট হাসছে]

ডেভিস। (বাঁদিকে ঘোরে)—এই দিকে বাবা এই দিকে ফুলপরী। কি যেন তোমার নাম—গোলাপ না যুঁই, প্যান্সী না টিউলিপ না ভাওলেট? দূর হোক গে ছাই—নাম যাই হোক—এদিকে এস। এখানে আমাদের কেউ দেখতে পাবে না।

[বাঁদিকে চলে গেল]

ডঙ্কিম্যান। (স্মিটিকে)—দেখলে। একেই বলে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেম। ফোকশালের ভেতরে ও জিনিষটা আজকে অনেকবার দেখতে পাবে। সুবিধাটা কি জান—ওর সঙ্গে কোন মনে রাখবার মতো ব্যথা জড়িয়ে থাকবে না।

স্মিটি। (অত্যন্ত আহত)—চুপ কর ডঙ্ক। তোমার বিশ্রী কথাবার্তা ক্রমেই অসহ্য লাগছে। [অনেকক্ষণ মদ খায়]

ডঙ্কিম্যান। (দার্শনিকভাবে) ওই তো মুস্কিল—ছোটবেলা কার কি রকম করে কোথায় কেটেছে তার ওপরই সব কিছু নির্ভর করে।

[পার্ল ফোকশাল থেকে বাইরে আসে। ভেতর থেকে বহু কণ্ঠের চীৎকার শোনা যায়। দরজা বন্ধ করে সে স্মিটিকে হ্যাচের ওপর বসে থাকতে দেখে সোজা তার পাশে এসে বসে পড়ে—গলা জড়িয়ে ধরে।]

ডঙ্কিম্যান। (হেসে ওঠে)—বলতে বলতেই তোমার জন্তে প্রেম এসে গেছে।

পার্ল। (স্মিটির গালে হাত দিয়ে আদর করে বলে)—কই গো

সুন্দরবাবু—তোমার কি খবর। (স্মিটি শান্তভাবে তার হাতটা মুখ থেকে সরিয়ে দেয়) তুমি এখানে এই রকম একা একা বসে কি করছ ?

স্মিটি। (অবজ্ঞাভরে হেসে বলে)—ভাবছি। ('বোতলটা তুলে দেখায়)— আর ভাবনা থামাবার জন্যে মাতাল হচ্ছি।

[হাসে—মদ খায়। হাসিতে ব্যথা আর পরিহাস। বোতল প্রায় তিন ভাগ খালি।]

পার্ল। সুন্দরবাবু—তোমার অত মদ খাওয়া উচিত নয়। বুঝতে পারছ ? বেশী মদ খেলে সকাল বেলায় খুব মাথা ধরবে— বুঝেছ খু—উ—উ—ব।

স্মিটি। (অত্যন্ত শুষ্ক) তাই নাকি ?

পার্ল। সত্যি বলছি। বিশ্বাস কর। আমি ওসব জানি। (আসক্ত হয়ে)—তুমি আমার কাছ থেকে পালিয়ে এলে কেন সুন্দরবাবু ? আমার তোমায় খুব ভাল লাগছে। অন্য লোকগুলোকে আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। কি বিশ্রী ওদের কথাবার্তা। তোমার কথা খুব চমৎকার। আমি জানি তুমি একজন ভদ্রলোক আর ওরা সব ছোটলোক চাষা। আমি ভদ্রলোক দেখলেই বুঝতে পারি।

স্মিটি। তোমার প্রশংসায় খুসী হলাম। ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার ভুল হয়েছে। আমি ভদ্রলোক নই আমিও ওদের দলেরই একজন। (তীক্ষ্ণভাবে)—তবে আমি ওদের মতো কাজের লোক নই— আমি একেবারেই অকাজের।

পার্ল। (হাতে আদর করে বলে) আমাকে ঠকাতে পারবে না। আমি ভদ্রলোক দেখলেই বুঝতে পারি। (চুপিচুপি) ভদ্রলোক আমার খুব ভাল লাগে। ওই সব বাজে লোকগুলো আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখুক। (তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে)—কিন্তু তোমার কথা আলাদা। (স্মিটি তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। পার্ল অভিমান ভরে বলে)—আমাকে কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না, সুন্দরবাবু ?

স্মিটি। (নিজের রূঢ় ব্যবহারে লজ্জিত)—আমাকে ক্ষমা করো।

অভদ্রতা ইচ্ছা করে করি নি সেটা তো বুঝতেই পারছ। তবে এখন আর আমি ঠিক নিজের মধ্যে নেই—একটু বে-এক্তার হয়ে গেছি।

[মাতাল হওয়াতে তার ভদ্রতা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যায়]

পার্ল। (উজ্জল হয়ে ওঠে)—তাহলে তুমি আমাকে পছন্দ কর—একটু একটু ?

স্মিটি। (ডোণ্ট-কেয়ার ভাব)—নিশ্চয়। কেন করব না ?

[হঠাৎ পার্লের কোমরটা জড়িয়ে নিজের দেহের সঙ্গে চেপে ধরে]

খুব পছন্দ করি।

[পরমুহূর্তেই গভীর ঘৃণায় হাত সরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি মদ খায়। পার্ল অবাক হয়ে তাকে লক্ষ্য করে। তার অদ্ভুত ব্যবহারে সে আশ্চর্য হয়ে গেছে। ফোকশালের দরজা লাথি মেরে খুলে ইয়াঙ্ক বাইরে আসে। এখন ভেতরকার আওয়াজ শতগুণ বেশী বিশ্রী কদর্য আর জোরদার হয়েছে। টলতে টলতে ইয়াঙ্ক স্মিটি আর পার্লের সামনে এসে দাঁড়ায়।]

ইয়াঙ্ক। (চোখ পিটপিট করে)—দূর শালা—এখানে আবার কে ? ও তুমি মহারাজ স্মিটি। অন্য কেউ আমার মেয়ে মানুষটাকে নিয়ে পালালে এতক্ষণে এক ঘুসিতে তার চোয়াল ঝুলিয়ে দিতাম। কিন্তু তোমাদের একসঙ্গে দেখে আমার রাগ হচ্ছে না। (ভাব-প্রবণভাবে)—কারণ তুমি হচ্ছ আমার দোস্ত—আমার প্রাণের দোস্ত। আমার যা আছে সব আমি আমার প্রাণের দোস্তকে দিয়ে দিতে পারি—ও মাগী তো কোন্ ছার। (হাত বাড়িয়ে দেয়)—এস দোস্ত—হাতে হাত মিলাও। (স্মিটি হাত এগিয়ে দেয়। ইয়াঙ্ক গভীর আন্তরিকতায় হাত ধরে চাপ দেয়।) তুমি আর আমি হলাম দোস্ত—প্রাণের দোস্ত। কি ঠিক কথা না ?

স্মিটি। ঠিক বলেছ ইয়াঙ্ক আমি তোমার দোস্ত। কিন্তু এই মেয়েটাকে তুমি ভুল বুঝেছ। ও আমার কাছে আসে নি। বরঞ্চ এখুনি ফোকশালে তোমার কাছে ফিরে যাচ্ছিল।

[পার্ল তার দিকে তাকায়—দৃষ্টিতে ঘৃণা ক্রমে পুঞ্জীভূত হয়]

ইয়াঙ্ক। সত্যি বলছ ?

স্মিটি। একশ'বার।

ইয়াঙ্ক। (পার্লের হাতটা বাগিয়ে ধরে)—এস পার্ল—চলে এস। সবার সঙ্গে মিশে কয়েক পাত্তর মাল খাওয়া যাক।

[হাত ধরে ফোকশালের ভেতর নিয়ে যেতে থাকে। ফোকশালে ঢোকবার ঠিক আগে পার্ল হাতটা টেনে নিয়ে স্মিটির দিকে তাকিয়ে বলে।]

পার্ল। শূয়োর। নোংরা কদাকার শূয়োর—তুমি জাহান্নামে যাও।

[ফোকশালের ভেতর চলে যায়—খুব জোরে দরজাটা বন্ধ করে।]

ডঙ্কিম্যান। (পরম নিশ্চিন্ততায় থুথু ফেলে)—ভালবাসা চাইছিলে—এই তো পেয়েছ। ওইখানে কোন তফাৎ নেই—সাদা, কালো, বাদামী বা হলদে—প্রেমে পড়লে সবার ব্যবহার এক রকম হয়ে যায়। তখন কাণের ওপর একটা থাপ্পড় না খেলে ওদের বুদ্ধিসুদ্ধি খোলে না।

[স্মিটি উত্তর দেয় না—কর্কশ হেসে মদ খায়। বোতলটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে—দিগন্তের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ফোকশালের ভেতরকার আওয়াজটা বেশ জোরদার হয়—তারপরেই দরজা খুলে যায়—ভেতরকার জনতা ডেকের ওপর উপচে পড়ে। ড্রিসকলের নেতৃত্বে সবাই কমবেশী মাতাল হয়েছে। বেশীর ভাগই খুব মাতাল হয়েছে। অনেকের হাতে বোতল রয়েছে। একমাত্র বেলা স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে আর সবাইকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। পার্ল ইয়াঙ্ককে জড়িয়ে ধরে আছে। হরদম তার বোতল থেকে মদ খাচ্ছে আর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। ইয়াঙ্ক তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে আছে। সব শেষে পল একটা একর্ডিয়ান নিয়ে এল। টলতে টলতে হ্যাচের ওপর উঠে দাঁড়াল—যন্ত্রটা বগলে করে।]

ড্রিসকল। ওরে ও মাথামোটা উজবুক—একটা নাচের বাজনা বাজা। সত্যিকারের বাজনা চাঁদু—যাতে নাচতে নাচতে সবাই তাদের বাপের নাম ভুলে যায়।

ইয়াঙ্ক। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ। ফ্রিস্কোর বুনো বাজনা ধর হে।

পল। ও সুরটা ঠিক জানি না—দেখি চেষ্টা করে।

[ঝঙ্কার তুলে প্রস্তুত হয়।]

ইয়াঙ্ক। বাহারে ব্যাটা বাঃ। ওতেই হবে। ঝেড়ে বাজনা ধর।

[ডেভিস আর ভাওলেট এসে সকলের মধ্যে মিশে যায়। ডঙ্কিম্যান তাদের দিকে তাকিয়ে হাসে। দার্শনিক সে হাসি—ছোট্ট ছেলেদের খেলা দিয়ে খুসী হবার হাসি। স্মিটি তাকিয়েই থাকে—তার চারপাশে কেউ আছে বলে মনে হয় না। তাকে দেখলে মনে হবে সে যেন একা ডেকের ওপর বসে আছে।]

ধাড়ী ফ্র্যাঙ্ক। নাচ? ওসব নাচটাচ বুঝি না। আমি বুঝি খালি মদ খাওয়া।

[কথার অনুকরণে কাজ করে—বিনা কারণেই অট্টহাস্য করে]

ড্রিসকল। তাহলে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়া হোৎকা কোথাকার। জায়গা দে জায়গা দে।

[ধাড়ী ফ্র্যাঙ্ক হ্যাচের ডানদিকে বসে পড়ে। যারা নাচবে না স্থির করেছে তারাও বসে পড়ে। কেউ দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়।]

বেলা। (এই অসংযম সামলাতে না পেরে ক্রন্দনমুখী)—ভগবানের দোহাই তোমরা একটু চুপ কর। অত চীৎকার কর না। এত গোলমাল করলে আমি যে বিপদে পড়ব। আমাকে বিপদে ফেলতে চাও তোমরা?

ড্রিসকল। (তাকে জড়িয়ে ধরে)—ও আমার রাক্ষুসে রাণী—এস আমার সঙ্গে নাচবে এস। এস—এস। নাচ—নাচ।

[কারু হাত থেকে একটা বোতল পড়ে ভেঙ্গে যায়।]

বেলা। (ভীত উত্তেজিত) এইরে এইবার সেরেছে। এক্ষুনি ক্যাপ্টেন

শুনতে পাবে। ওদের আর সামলান যাবে না। ওরে বাবা—আমার সর্বনাশ হবে—হায় ভগবান!

ড্রিসকল। তোমার ক্যাপ্টেন জাহান্নামে যাক। এই যে বাজনা সুরু হয়েছে। এস এস নাচবে এস।

[পল বাজাতে সুরু করে। ইউ গ্রেট বিগ বিউটিফুল ডলের সুর বাজায়। প্রায়ই সুরটা ভুল হয়ে যায়। চারজন ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নাচতে সুরু করে। তারা টারকিট্রট নাচের জাহাজী সংস্করণ নাচতে সুরু করে। মাতাল অবস্থায় একে অন্যের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে, তারপরে নাচের মধ্যে বিশ্রী অসভ্যতা দেখা যায়। দুজন পুরুষ উঠে একে অন্যের সঙ্গে নাচতে সুরু করে—একে অন্যকে ধাক্কা মেরে নাচতে নাচতে অশ্লীল ভঙ্গিমা করে। ইয়াঙ্ক আর পার্ল নাচতে নাচতে স্মিটির সামনে আসে—পাশ কাটিয়ে যাবার সময় পার্ল হঠাৎ স্মিটির গালে সর্বশক্তিতে চড় মেরে পাগলের মত উঁচু গলায় হাসতে থাকে। স্মিটি চড় খেয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতে লাফিয়ে ওঠে—পার্ল মেরেছে বুঝতে পেরে তিক্ত হাসি হেসে বসে পড়ে। তার দেহের পেশীগুলো হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠেই আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ইয়াঙ্ক হো হো হাসিতে জায়গাটা ভরিয়ে দেয়।]

ইয়াঙ্ক। ওফ্! কি একখানা চড়। তোমার সহ্যশক্তিকে সেলাম জানাই কর্তা।

ড্রিসকল। (টুপিটা ছুড়ে পলকে মারে)—তাল বাড়াও—তাল বাড়াও—অত ঢিমে অত ঢিমে সুরে বাজাচ্ছ কেন ব্যাং কোথাকার। তাড়াতাড়ি আরো তাড়াতাড়ি।

[পল দ্রুততালে বাজাতে চেষ্টা করে। তাতে লয় বাড়ে তবে সুরের আর কিছুই থাকে না।]

বেলা। (হাঁপায়)—উঃ আমায় ছেড়ে দাও। গাড়লের মতো নেচে তুমি কতবার আমার প্যা দুটো মাড়িয়ে দিয়েছ খেয়াল আছে? উঃ আঙুলগুলো কি জ্বালা করছে।

[চলে যাবার চেষ্টা করে। ড্রিসকল তাকে জোর করে ধরে থাকে।]

ড্রিসকল। তোমার পা দুখানাকে ওই রকম বিকট বড় করবার জন্যে ভগবানকে দোষ দাও—আমাকে গাল দিচ্ছ কেন? এস এস কালাচাঁদের বৌ নেচে নেচে তোমার মনের সব অশান্তি ঘুচিয়ে দেব।

[তাকে জোর করে চেপে ধরে ডেকের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচে। ককি আর সুসি হ্যাচের কাছে নাচছে। প্যাডি আর ধাড়ী ফ্র্যাঙ্ক হ্যাচের ধারে বসে আছে। হঠাৎ প্যাডি পা টাকে সটান সামনে এগিয়ে দিল আর তাতে ঠোক্কর খেয়ে ককি আর সুসি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। চারিদিক থেকে বিরাট হাসির রোল উঠল। ককি প্রচণ্ড রেগে প্যাডিকে শিক্ষা দেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল—কিন্তু প্যাডি প্রস্তুত ছিল, সে এক ঘুসিতে ককিকে ধরাশায়ী করল। ড্রিসকল দৌড়ে এসে প্যাডিকে ঘুসি মারল অমনি ধাড়ী-ফ্র্যাঙ্ক ড্রিসকলকে মারল। এক মুহূর্তেই জায়গাটা রণক্ষেত্রে পরিণত হল। মাতাল—মদের ঝোঁকে প্রায় অন্ধ লোকগুলো যে যাকে সামনে পাচ্ছে ঘুসিয়ে চলেছে। ক্রমে একটা ভাগাভাগি স্পষ্ট হয়ে ওঠে বোঝা যায়। এটা ক্রমে জাহাজীদের সঙ্গে ইঞ্জিন খালাসীদের লড়াই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মেয়েরা ভয়ে চীৎকার করতে করতে হ্যাচের ওপর জড়াজড়ি করে আশ্রয় নিয়েছে। অবশেষে চাঁদের আলোয় একখানা ছুরিফলা ঝকমক করে উঠল। পরমুহূর্তেই একজন আহতের ব্যথাতুর চীৎকারে সমস্ত পরিবেশটা ভরে উঠল।]

ডেভিস। (ভীড়ের মধ্যে থেকে বলে)—এইরে সারেং আসছে। সরে পড়—সরে পড়। এই ঝামেলা থেকে দূরে থাকাই ভাল।

[ফোকশালের দরজার দিকে সবাই ছুটে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যায়। থাকে কেবল হ্যাচের ওপর মেয়ের দল। মস্ত স্মিটি তখনও গালে হাত বুলাচ্ছে, ডঙ্কিম্যান নির্লিপ্ত ভাবে তার টুলে বসে বসে তামাক

খাচ্ছে, আর স্পন্দনহীন প্যাডির দেহের পাশে ইয়াঙ্ক আর ড্রিসকল দাঁড়িয়ে। মারামারির চিহ্ন এদের দুজনের মুখেই রয়েছে—জামা ছিন্নভিন্ন হয়েছে। এই নিস্তব্ধতার মাঝে পায়ের নিগ্রোদের একটানা গান যেন পা টিপে টিপে এসে সমস্ত আবহাওয়াটা পূর্ণ করে দিল।]

ড্রিসকল। (তাড়াতাড়ি চাপা স্বরে)—ওকে ছুরি মারল কে?

ইয়াঙ্ক। (বোকার মতো বলে)—আমি তো দেখিনি—কি করে জানব? আমার মনে হচ্ছে ককি।

[বাঁদিক থেকে সারেং এল। খুব লম্বাচওড়া শক্ত দেহের লোক]

সারেং। (ঝাঁঝাল গলায়)—কি হে এত আওয়াজ কিসের? (নীল পোষাক পরা একটা দেহ পড়ে থাকতে দেখে)—এ কি হে? এ সব কি? [হাঁটু গেড়ে প্যাডির পাশে বসে]

ড্রিসকল। (ভয়ে তোতলায়)—ও-কিছু-না। আ—আ—মরা ম্-ম্-মারামারি খেলা করছিলাম। ঠ—ঠাট্টা—ক—করে আর কি। এ ছাড়া—আ—আ—আর—কিছু—জ—জানি না।

[সারেং প্যাডিকে চিৎ করে দেয়—ঘাড়ের ওপর ছুরির ক্ষতটা দেখা যায়]

সারেং। ছুরি মেরেছে। কি সাংঘাতিক। (পকেট থেকে টর্চ বার করে ক্ষতটা পরীক্ষা করে)—না—ভাগ্য ভাল বলতে হবে খালি ওপর ওপর কেটেছে। পড়ে যাবার সময় নিশ্চয় মাথা ঠুকে গিয়েছিল তাই অজ্ঞান হয়ে গেছে। না বেশী কাটেনি। তোল। ওকে বয়ে নিয়ে এস ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেব।

ড্রিসকল। হ্যাঁ স্যার—এখুনি স্যার।

[দুজনে প্যাডিকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলে যায়]

সারেং। (এবার মুখ তুলে মেয়েদের দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়)—একি! হু। (ওদের কাছে এগিয়ে যায়)—ওপরে গিয়ে তোমাদের পাওনা বুঝে নিয়ে সরে পড়। আমার হাতে যদি কখনো ক্ষমতা আসে তোমাদের এখানে ঢুকতে পর্যন্ত দেব না। যত সব—(পায়ে খালি বোতল লাগে, তুলে শোঁকে) রাম! তাই বল।

এইটাই হচ্ছে আজকের হৈ চৈ গণ্ডগোলের আসল কারণ। জাহাজীগুলোর মুখেও তাই অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছিলাম। (অত্যন্ত কর্কশ স্বরে মেয়েদের বলে)—শোন, ক্যাপ্টেনের কাছে যাবার কোন দরকার নেই—কারণ তোমাদের একটা পয়সাও দেওয়া হবে না। যাও দূর হও। লুকিয়ে চোরাই রাম খাইয়ে আমার লোকেদের মধ্যে মারামারি বাধাবার জন্যে তোমাদের শিক্ষা পাওয়া উচিত।

বেলা। দেখুন মশাই—

সারেং। (হুঙ্কার দিয়ে ওঠে)—আবার কথা বলছ! সোজা ব্যবস্থা হয়ে আছে—রাম আনলে এক পয়সা পাবে না।

বেলা। (রেগে যায় সেও)—ভগবানের দিব্যি মশাই—আমরা এক ফোঁটা রাম আনিনি—

সারেং। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ)—মিথ্যাবাদী! তুমি আর একটা কথা বলে দেখ—পাড়ের পুলিশকে দিয়ে তোমাকে জেল না খাটাই তো কি বলেছি।

বেলা। (সংযত)—না—না—দয়া করুন।

সারেং। আর একটা কথা না, যাও বেরিয়ে যাও। অন্যেরা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। যাও দূর হও—জাহাজ খালি কর। কি এখনো দাঁড়িয়ে যে—দৌড়োও।

[মেয়েরা তাড়াতাড়ি হাঁটে—প্রায় ছুটেই—বাঁদিক দিয়ে চলে যায়। সারেং তাদের পেছনে যায়। ডঙ্কিম্যানকে দেখে মাথা নেড়ে সম্ভাষণ জানায়—স্মিটিকে উপেক্ষা করে। স্মিটি এখনো মদের ঘোরে বিভোর। সমস্ত জাহাজে কিছুক্ষণ স্তব্ধতা নেমে আসে। তারপর স্থির জলের ওপর দিয়ে নিগ্রোদের গান আবার ভেসে আসে। স্মিটি এক মনে কিছুক্ষণ শোনে তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। চাপা কান্নার মতো শোনায় দীর্ঘশ্বাসকে]

স্মিটি। ভগবান!

[বোতলের শেষ বিন্দুটা খেয়ে সেটাকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়]

ডক্‌ম্যান। (নির্লিপ্ত থুথু ফেলে)—আরো পুরোণ কথা মনে পড়ছে? (স্মিটি উত্তর দেয় না। জাহাজের ঘণ্টা চারবার বাজে। পাইপের ছাই ঝেড়ে বলে) আমার কাজে যাবার সময় হল।

[নিজের কেবিনে যাবার দরজা খুলে—ঘুরে দাঁড়িয়ে স্মিটিকে দেখে বলে]

আমার মনে হচ্ছে তোমার এখন ফোকশালের ভেতরে যাওয়াই ভাল। ওখানে ওই গানটা আর কাণে আসবে না—তা ছাড়া আরো মদ হয়তো পেতে পার। বিদায়। শুভরাত্রি।

[ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে।]

স্মিটি। শুভরাত্রি। বিদায়।

[ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। একটু টলে। তারপর কাঁধ ঝুঁকিয়ে, পা টানতে টানতে ফোকশালের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। দু'এক সেকেণ্ডের নিস্তব্ধতা কাটিয়ে পাড়ের নিগ্রো সঙ্গীত ভেসে আসে। তাদের করুণ ব্যথার সুর শুনে মনে হয় যেন আজকে রাতে চাঁদের আলো হঠাৎ ভাষা পেয়েছে।]

। যবনিকা ॥

॥ পূবের পাড়ি ॥

(Bound East for Cardiff)

চরিত্র

এস, এস, গ্লেনকেয়ার্ণ জাহাজের নাবিক
ও খালাসীগণ ... ইয়াঙ্ক
ড্রিসকল
ককি
ডেভিস
স্কটি
ওলসন
পল
স্মিটি
আইভ্যান
ক্যাপটেন
দ্বিতীয় মেট

॥ পূবের পাড়ি ॥

দৃশ্য। মালবাহী ইংরেজ জাহাজ গ্লেনকেয়ার্ণ চলেছে নিউইয়র্ক থেকে কার্ডিফ। কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রি। জাহাজীদের থাকবার জায়গা, ফোকশালের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। ঘরটার মধ্যে কোন রকম সমতা নেই। ত্রিভুজাকৃতি ঘরের পেছন দিকের দেওয়াল দুটো যেন প্রায় জোড়া লেগে গেছে। পাশে খালাসীদের ঘুমবার জন্যে ছ'ফিট লম্বা তক্তার পাটাতনগুলো ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত তিনটে করে এক এক দিকে ঝোলান। একটা তক্তার থেকে অন্যটার দূরত্ব তিন ফিট করে। ডানদিকে এই শোবার ব্যবস্থার ওপর দিকে, তিন চারটে গোল জাহাজী ঘুলঘুলি দেখা যাচ্ছে। সামনে কয়েকটা সস্তা কাঠের বেঞ্চি—পেছনের দেওয়ালে একটা তেলের আলো জ্বলছে। বাঁদিকে দরজা—তার পাশেই একটা বালতির মধ্যে একটা টিনের পিচকারি। দুপাশের জামা ঝোলাবার জায়গায় জলে ঝড়ে কাজ করবার তৈলাক্ত চামড়ার লম্বা জামাগুলো ঝুলছে। ফোকশালের পেছনটা এত সরু হয়ে গেছে যে, মাত্র এক সারি শোবার জায়গার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

শোবার এই তক্তাগুলোর তলায় খালাসীদের সম্পত্তির আভাস দেখা যায়। তোরঙ্গ, স্যুটকেশ, বাক্স প্যাটরা মায় জাহাজী জুতো পর্যন্ত এই তক্তাগুলোর তলায় ঠেলেঠুলে গুঁজে রাখা হয়েছে।

প্রত্যেক এক মিনিট অন্তর সব আওয়াজ ছাপিয়ে জাহাজের বাঁশীর আওয়াজ ভেসে আসছে।

পাঁচজন লোক বেঞ্চিতে বসে কথা বলছে। এদের কারু পরনে জাহাজে কাজ করা নোংরা তাপ্পি দেওয়া পোষাক—গরম কাপড়ের সার্ট আর গরম মোজা। চারজন পাইপ ফুঁকছে—ধোঁয়ায় আর গন্ধে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। সব থেকে উঁচু শোবার তক্তাটায় বসে নরওয়েজীয় পল তার পুরোণ এ্যাকোর্ডিয়ানটা আস্তে আস্তে বাজাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাজনা থামিয়ে অন্যদের কথা শুনছে।

পেছন দিকের নীচের তক্তায় একজন ঘুমুচ্ছে। তার কঠোর মুখের

দিকে তাকালে বুঝতে বাকী থাকে না যে, জাহাজের অভিজ্ঞতায় সে ঝানু হয়ে গিয়েছে। তার কপাল কাল চুলের তলে ঘেমে গিয়েছে—মুখটা ফ্যাকাসে, একটা হাত নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। আগের পাহারার সময় প্রায় শেষ হয়ে এল। আটটা ঘণ্টা বাজতে মিনিট দশেক বাকী।

কফি। (অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যবান জাহাজী। তার বলা গল্পের শেষটা শোনা যায়। অন্য সকলে অবিশ্বাসী চোখে অতি উৎসাহে তার অভিজ্ঞতার গল্প শোনে। মাঝে মাঝে কথার শেষে তাদের উচ্চ হাস্য শোনা যায়।)—কি বলব ভাই তারপর সেই মিশকাল নিগ্রো মাগীটা আমার সঙ্গে প্রেম করতে এল! হ্যাঁরে মাইরি বলছি। সর্বাঙ্গ দিয়ে নারকেল তেলের গন্ধ ঝরছে—কাছে আসা মাত্র মনে হল ওর গায়ে বমি করে ফেলব। তাই তাকে মারলাম কানের ওপর এক থাপ্পড়, তাতেই গরুটার বুদ্ধিশুদ্ধি সব ঘুলিয়ে গেল।

[সবাই হেসে উঠে কথা ঢেকে দিল]

ডেভিস। (বয়স্ক লোক, চুল আর গোঁফ এখনো কাল আছে)—কফি, তুমি একটা মিথ্যাবাদী।

স্কট। (একজন চ্যাংড়া)—আমার তো মনে হচ্ছে তুমি জন্মে কখনো নিউগিনি দেখনি, হো হো।

ওলসন। (ঝুলো কটা গোঁফওয়ালা সুইডেনবাসী—ঠাট্টা করে বলে)—শোন শোন ওর গুলটা শোন। অথচ প্রথমে বলেছে মেয়েটা আসলে মানুষ-খেকো।

ড্রিসকল। (বিরাটদেহী আইরীশ ম্যান। বহু মারামারির চিহ্ন তার মুখে আঁকা আছে)—দূর ওলি—তোর বাপু কাণ্ডজ্ঞান নেই। মাগীটা নিগ্রোদের রাণী না হলে এমন রূপবান, গুণবান, জাম্বুবান—আমাদের কফির সঙ্গে প্রেমে পড়ার কথা ভাবতে পারে? [সবাই হৈ হৈ করে হেসে ওঠে]

কফি। (চটে যায়)—বেশ আমার একটা কথা যদি মিথ্যা হয় তাহলে ভগবান যেন আমার মাথায় বজ্রপাত করেন। এমন কিছু পুরাকালের ঘটনাও নয় সামনের বড়দিন এলে দশ বছর পূর্ণ হবে।

স্কট। ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। তোমাকে বড়দিনের ভোজ বানাবার ইচ্ছা হয়েছিল ছুঁড়ির।

ডেভিস। তবে ভোজটা সুবিধার হত না। ওর শক্ত বুড়ো মাংস খেতে কষ্ট হত।

ড্রিসকল। দুজনারই ভাগ্য ভাল বলতে হবে। কারণ ওকে খেয়ে ফেললে সেই নিগ্রোরাণীটা বড়দিনের পরের দিনই যে পেটের ব্যথায় মরে যেত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

[অনেকক্ষণ ধরে জোর হাসির হল্লা চলে]

ককি। (দুঃখিত)—তোমাদের সবারই মোটা মাথা।

[পেছনের তক্তার লোকটা ব্যথায় গোঙায়। সবাই নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ঘুরে দেখে]

ড্রিসকল। শ্‌শ্‌শ। চুপ। আমাদের এত চেঁচামেচি করা উচিত নয়।

[পা টিপে অসুস্থ লোকটার পাশে যায়]

ইয়াঙ্ক জল খাবে? (ইয়াঙ্ক উত্তর দেয় না)—না লোকটা ঘুমুচ্ছে। ওর নিঃশ্বাস গলার মধ্যে ঘর ঘর আওয়াজ তুলছে—সরু নলের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে জল যেমন আওয়াজ করে ঠিক তেমনি।)

[ফিরে এসে বসে ধীরে ধীরে। সবাই চুপ করে থাকে। কেউ কারু চোখের দিকে না তাকাতে চেষ্টা করে]

ককি। (একটু চুপ করে থেকে)—বেচারা হতভাগা! মনে হচ্ছে ওর দিন খতম হয়ে আসছে। জাহাজ থেকে জলে গিয়ে পড়তে ওর আর বেশী দিন নেই। ভগবান রক্ষা করুন।

ড্রিসকল। তোমাকে বকবক করতে হবে না। এখনো ও মরেনি আর আমার মতে ভগবানের দয়ায়, ওর মরতে এখনো অনেক দিন দেরী।

স্কট। (সন্দেহে মাথা নাড়ে)—না হে না। ওর অবস্থা বেশ খারাপ—খুবই খারাপ বলতে পার।

ডেভিস। অতখানি উঁচু থেকে পড়ে যাওয়ার পর ও যে বেঁচে আছে এটাই তো একটা আশ্চর্য ব্যাপার।

ওলসন। তুমি ওকে পড়তে দেখেছ?

ডেভিস। আরে আমি তো ওর পাশেই ছিলাম। আমরা দু নম্বর খোলের রং চটাবার কাজ পেয়েছিলাম তাই খোলের মধ্যে নামতে যাচ্ছিলাম। ইয়াঙ্ক এমন অসাবধান ভাবে পাটা ফেলল যে সিঁড়ির ওপর থেকে পা ফস্কে গেল আর একেবারে খোলের তলায় গিয়ে আছড়ে পড়ল। আমার তো ওর দিকে তাকাতেই ভয় হচ্ছিল—তারপর ওর গোঙানি শুনে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলাম। বেচারার ভেতরে কোথাও চোট লেগেছে—মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। খালি গোঙানি ছাড়া একটা কথাও কেউ ওর মুখ দিয়ে বার করতে পারেনি।

ককি। তারপর তোমাদের মনে আছে—যখন আমরা ওকে তুলে এখানে নিয়ে এলাম তখন—'ওরে বাবা, ওরে বাবা' ছাড়া আর কোনো কথা ওর মুখ থেকে বার হয়নি।

ওলসন। কোথায় আঘাত লেগেছে ক্যাপ্টেন সাহেব নিশ্চয় দেখেছেন।

ককি। থাম থাম আর ক্ষেপিও না। ওই বোকা বাঁদরটার কোন বুদ্ধিসুদ্ধি আছে না—কি ?

স্কটি। (রেগে)—ওর মুখের মধ্যে একটা লম্বা কাঁচের যন্ত্র পুরে খেলা করছিল।

ড্রিসকল। (চটে গেছে)—কি পাপের জীবন বল দেখি। একবার জাহাজী হয়ে ঘর ছাড় ব্যস মরে গেলে জলে ফেলে দিয়ে চলে যাবে। জীবনে আর কোন আশা ভরসা থাকবে না, থাকবে খালি ক্যাপ্টেনের বাঁদুরে মর্জি। সেদিন যদি ব্যাটাকে দেখতে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যেত। সোনার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখছে—মনে হচ্ছে সেই গাছের প্যাঁচাটার মতো বুদ্ধিমান অথচ ব্যাটা কিচ্ছু জানে না। ইয়াঙ্কের কলেরা হয়েছে না নাপতে-চুলকানি হয়েছে—ও ভেবেই পাচ্ছে না। উঃ এই রকম অবস্থায় সাধুরাও খুনী হয়ে ওঠে।

স্কটি। ওকে খানিকটা নোনতা ওষুধ খেতে দিল—তাই না ?

ড্রিসকল। ইয়াঙ্কের ভাগ্য ভাল তবু কিছু দিয়েছে—নইলে যেরকম বই দেখছিল আর মাথা নাড়ছিল আমার তো মনে হল ওষুধপত্র না দিয়েই সরে পড়বে। যতক্ষণ ছিল একটা কথাও বলেনি কেবল

জলো জলো চোখে সাকরেদের দিকে তাকাচ্ছিল মাঝে মাঝে।
ভগবান করুন দুটোরই মাথায় বাজ পড়ুক।

কফি। (একটুক্ষণ চুপ করে থেকে)—ইয়াঙ্ক লোকটা বেশ ভাল সঙ্গী ছিল হে। ন্যুইয়র্কে চার টাকা আমায় ধার দিয়েছিল।

ড্রিসকল। (গভীর সমবেদনায়)—ভাল সঙ্গী ছিল বলছ কেন—আছে, থাকবে। ঠিক বলেছ কফি। ও আর আমি একসঙ্গে এই জাহাজে কাজ করছি পাঁচ বছরের ওপর। ভাল মন্দ রোদ ঝড় সব কিছু একসঙ্গে সহ্য করেছি। মারামারি যে করিনি এমন নয়। কিন্তু সেটা করেছি মাতাল হয়ে—একেবারে বেঁহুস লোকের মতো। পরদিন সকালে যখন নেশা ছুটে গেছে তখনই কিন্তু আবার বন্ধুত্ব করেছি। আমার যা কিছু সব কিছুতেই ওর অধিকার—(ভাবাবেগে তার গলার স্বর কাঁপে) উঃ মরণ হয়না আমার—বুড়ো মাগীর মতো কাঁদতে বসেছি।—আমাকে ও কতবার যে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে তার হিসেব আছে? ওর জন্যেই না আমি আজো এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের—ও এখানে মরতে আসেনি, এখনো অনেকদিন বাঁচবে।

ডেভিস। ঘুমিয়ে ওর উপকার হবে। এখনই অনেকটা সুস্থ মনে হচ্ছে।

ওলসন। ও কিছু খেলে—

ড্রিসকল ওর অবস্থায় তুমি কিছু খেতে পারতে? আমাদের শরীরের ভেতরকার যন্ত্র সব ঠিক আছে তাই এই যাঁতাকল মার্কা জাহাজের জঘন্য খাবার খেয়েও খিদে পায়—তা নাহলে এই ভেলায় কিছু কিছু পেটে গেলেই উঠে আসত।

স্মিট। (ক্রুদ্ধ)—যা বলেছ—এটা হচ্ছে শালার উপবাসমার্কা জাহাজ।

ডেভিস। খালি কাজ কর আর উপোস কর—পেট ভরে খেতেও দেয় না বদমায়েসগুলো অথচ মালিকবাবুরা গাড়ী চেপে ঘুরে বেড়ায়।

ওলসন। ঠিক কথা ভাই। খালি তিনবেলা করে ঝোল খাও। কমলার জ্যামটাও যেন জাহান্নামের নোংরা। থু থু।

[ঘৃণাভরে থুথু ফেলে]

কফি। ওই বিশ্রী নোংরা খাবারগুলো কেবল শূয়োরের খাবার উপযুক্ত।

ড্রিসকল। আর চা বলে বাসনধোওয়া যে জলগুলো দেয়—জঘন্য। রুটি বলে যে কাগজের তালগুলো দেয় সেগুলো খেয়ে মনে হয় যে লোহার পেরেক আর গজাল খেয়েছি। সাগর-বিস্কুট বলে যা দেয় তাতে সিংহেরও দাঁত ভেঙে যাবে আমরা তো কোন্ ছার! এক কামড়েই আক্কেল গুড়ুম!

[কারু খেয়াল থাকে না যে সবাই চীৎকার করছে। অনুযোগ করার আনন্দে অসুস্থ লোকটার কথা সবাই ভুলে যায়]

পল। (পা ঝুলিয়ে বসে—বাজনা বন্ধ করে ধীরে ধীরে বলে)—আর পচা আলু—

[আবার বাজনা সুরু করে। অসুস্থ জাহাজী ব্যথায় গোঙায়]

ড্রিসকল। (হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বলে)—আঃ সবাই চুপ কর। তোমরা কি সবাই ক্ষেপে গেলে। আমরা পেটের চিন্তায় মশগুল আর ওখানে একজন লোক মরতে বসেছে। হয়তো আমাদের অনুযোগের চাপেই মারা পড়বে। (নরওয়ের লোকটির দিকে ঘুসি দেখিয়ে বলে)—ওরে মাথামোটা উজবুক—মরে যাঁনা বাবা তুই। ওই বাঁশীর আওয়াজটা বন্ধ কর তা নাহলে তোর মুখ ভেঙে দেব। একটা অসুস্থ লোকের পক্ষে ওই আওয়াজটা কি বিশ্রী এটুকুও বোঝার ক্ষমতা নেই, চাঁদ?

[নরওয়ের পল বাজনা রেখে তার পাটাতনে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করল। ড্রিসকল গিয়ে ইয়াঙ্কের পাশে দাঁড়াল। চারিদিক নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতায় জাহাজের বাঁশী যখন ভোঁ বাজাল মনে হল তার আওয়াজের তেজটা যেন আজ বড্ড বেশী]

ডেভিস। শালা কুয়াশা জাহান্নামে যাক। জালিয়ে মারল।

[নিজের বাঙ্কের তলা থেকে এক জোড়া জাহাজী বুট বার করে পরল]

এইবার আমার ক্ষেপের সময় হল। সময় তো প্রায় আটবার ঘন্টা বাজার কাছে।

[ওলসন ছাড়া সবাই প্রস্তুত হতে লাগল—বর্ষাতি, রবারের জুতো প্রভৃতি—জল আর হাওয়া আটকাবার নানা জাহাজী পোষাকে সবাই একে একে সজ্জিত হল। ওলসন নীচের ডানদিকের পাটাতনে শুয়ে পড়ল]

স্কটি। আমাকে চাকা ধরতে হবে।

ওলসন। এবারে রোজকার এই নোংরা আবহাওয়া একেবারে ক্ষেপিয়ে দিল। ভেঁপু বাজলে আবার আমার ঘুম আসে না।

[ঘুরে শুল। একটু পরেই তার নাক ডাকার আওয়াজ পাওয়া গেল]

স্কটি। আমি বলে দিচ্ছি এই রকম কুয়াশা চলতে থাকলে আমাদের এক হপ্তা কিংবা তার বেশী কার্ডিফের বন্দরে বসে থাকতে হবে।

ড্রিসকল। এই রকম রাতেই আমাদের ডোভার জাহাজটা ডুবেছিল। এই রকম সময়ই হবে। আমরা ফোকশালের ভেতর আড্ডা মারছি—ইয়াঙ্ক আমার পাশে বসে আছে—হঠাৎ বিকট একটা কর্কশ আওয়াজ। কি হল আমরা সবাই ভাবছি এমন সময় জাহাজটা একদিকে কাৎ হয়ে গেল। উঃ তারপর যা হয়েছিল আমার স্পষ্ট মনে আছে। কি কষ্টে যে আমরা নৌকাগুলোকে জলে নামাতে পেরেছিলাম তা আমিই জানি। আমি আর ইয়াঙ্ক একটা নৌকাতেই পালালাম—আর পরমুহূর্তেই বুড়ো জাহাজটা সোজা সমুদ্রের তলে চলে গেল। তারপর আরম্ভ হল আমাদের কষ্ট। আমাদের নৌকাতে একটু জল বা খাবার নেই—তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। অসহ্য যখন হয়ে উঠল তখন কষ্টে পাগল হয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়তে গেলাম। ইয়াঙ্ক ধরে থামাল। তারপর একে একে সবাই নৌকার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। সন্ধ্যায় যখন একটা জাহাজ এসে আমাদের উদ্ধার করল—তখন ইয়াঙ্ক ছাড়া আর কারু জ্ঞান ছিল না। সে একা হাল ধরে বসেছিল।

ককি। (অসন্তুষ্ট)—তুমি বেশ লোক হে ড্রিসকল—এই জঘন্য কুয়াশায় নিজের হাত দেখা যায় না—আর তুমি জাহাজডুবির গল্প শোনাচ্ছ!

[ইয়াঙ্ক গোঙায়—নড়েচড়ে ওঠে। ড্রিসকল তাড়াতাড়ি তার কাছে যায়]

ড্রিসকল। ইয়াঙ্ক, একটু ভাল লাগছে ?

ইয়াঙ্ক। (দুর্বল কণ্ঠে) না।

ড্রিসকল। নিশ্চয় ভাল লাগছে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা ষাঁড়ের মতো জোর হয়েছে তোমার গায়ে। (সবারই দিকে তাকায়)—কি হে মিথ্যা বলছি ?

ডেভিস। ঘুমিয়ে তোমার খুব উপকার হয়েছে।

ককি। এক সপ্তাহের মধ্যেই কার্ডিফে বসে আমরা একসঙ্গে বিয়ার খাব—তুমি দেখে নিও।

স্কটি। আর সেই সঙ্গে মাছ ভাজা আর আলু ভাজা !

ইয়াঙ্ক। (দুর্বল) তোমরা মিথ্যা মিথ্যা অত কথা বলছ কেন। তোমরা কি মনে করছ আমি ভয় পেয়েছি—

[কেন ভয় পেয়েছে তা বলতে ভয় পায়]

ড্রিসকল। ওসব বাজে কথা ভেব না।

[জাহাজের ঘণ্টা আটবার বাজল নেপথ্যে জাহাজের ওপরে পাহারাদারের লম্বা চীৎকার শোনা গেল—সব ঠিক আ— — ছে। সবাই ইয়াঙ্কের দিকে তাকায় ভাবে কাজে যাবার আগে বিদায় নেওয়া উচিত হবে কি না]

ইয়াঙ্ক। (ব্যথায় ভয়ে কণ্ঠস্বরে আকুতি)—আমায় একা ফেলে চলে যেও না ড্রিস্ক ! আমি, আমি—মরতে বসেছি—এখন কিছুতেই আমি একা থাকতে পারব না। সবাই নাক ডাকিয়ে ঘুমুবে আর আমি একা একা মরব। উঃ অসহ্য ! তার থেকে আমাকে তোমাদের সঙ্গে ওপরে নিয়ে চল।

[ওঠবার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যথায় চীৎকার করে শুয়ে পড়ে। নিঃশ্বাস জোরে জোরে ঘনঘন পড়তে থাকে।]

আমায় একা ফেলে যেওনা ড্রিস্ক।

[বলতে বলতে মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়]

ড্রিসকল। ভাবনা কোর না ইয়াঙ্ক—তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। ও শয়তান সারেং ব্যাটা যত খুশী গাল দিয়ে মরুক।

কফি, তুমি সারেংকে একটু বলে দিও। বলো ইয়াঙ্কের অবস্থা ভাল নয়—তাই আমি কিছুক্ষণ ওর দেখাশুনা করছি।

কফি। বেশ বলে দেব। (কফি, ডেভিস আর স্কটি নিঃশব্দে চলে যায় নেপথ্যে)—হায় ভগবান! কুয়াশাটা এখন লেপের মতো ভারী।

ড্রিসকল। এবার তুমি খুসী হয়েছ ইয়াঙ্ক।

[কোন উত্তর না পেয়ে ইয়াঙ্কের নিথর দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে]

এই সেরেছে—অজ্ঞান হয়ে গেছে। ভগবান রক্ষা কর।

[জল দিয়ে ইয়াঙ্কের মুখ মাথা ধুইয়ে দেয়। ইয়াঙ্ক কাঁপে তারপর চোখ খোলে]

ইয়াঙ্ক। (ধীরে ধীরে)—আমার মনে হল আমি মরে গেছি। তুমি আবার আমাকে জাগালে কেন?

ড্রিসকল। (জোর করে স্ফূর্তি দেখায়)—এর মধ্যেই তোমার স্বর্গে যাবার ইচ্ছা হচ্ছে?

ইয়াঙ্ক। (দুঃখিত)—স্বর্গ নয়—আমায় যেতে হবে নরকে।

ড্রিসকল। (নিজের অজান্তে ক্রশ করে)—যাঃ কি বাজে কথা বলছ। ওই রকম কথা বলতে নেই। তোমার কথা শুনলে সাহসী লোকও ভয় পেয়ে যাবে। দেখবে আর কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি উঠে আমাদের সঙ্গে কাজ করছ। (ইয়াঙ্ক ক্লান্ত চোখ বন্ধ করে উত্তর দেয় না)

[অল্পবয়সী ইংরেজ ছেলে স্মিটি ভেতরে এসে তার ভিজে বর্ষাতিটা খুলে রাখে, তখনো সেটা থেকে জল ঝরছে। আইভ্যান নামে বোকামুখো জাহাজী এতক্ষণ জাহাজ চালাচ্ছিল। সেও তার পেছনে পেছনে এসে বর্ষাতি খুলতে থাকে। স্মিটি নিঃশব্দে ড্রিসকলের কাছে আসে—অন্য জন নীচের বাঁ দিকের পাটাতনে শুয়ে পড়ে।]

স্মিটি। (চুপি চুপি)—ইয়াঙ্ক কেমন আছে?

ড্রিসকল। একটু ভাল। তুমি ওকেই জিজ্ঞাসা কর। ও জেগে আছে।

ইয়াঙ্ক। আমি ভাল আছি, স্মিটি।

স্মিটি। শুনে খুব খুসী হলাম ইয়াঙ্ক।

[ওপরের একটা পাটাতনে উঠে যায় এবং একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ে।]

আইভ্যান। (বিরাট শক্তিমান চেহারার বোকামুখ জাহাজী)—তোমার শরীরটা এখন ভাল আছে, ইয়াঙ্ক ?

ইয়াঙ্ক। (ক্লান্ত) হ্যাঁ, আইভ্যান।

আইভ্যান। বাঃ শুনে খুসী হলাম।

[শুয়ে পড়ে আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের নিঃস্তব্ধতা। খালি নাকডাকার আওয়াজ শোনা যায়।]

ইয়াঙ্ক। তোমাদের ভাল হোক। বিদায়—শুভরাত্রি।

ড্রিসকল। তোমার ব্যথাটাকি আবার বাড়ছে ?

ইয়াঙ্ক। এইখানটায় ভীষণ ব্যথা। (বাঁদিকের বুকের নীচের দিকটা দেখায়।) আমার মনে হচ্ছে আমার বুড়ো ধুকধুকিটা ফেটে গেছে। উঃ! উউউ!

[ব্যথায় মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। বুকের বাঁদিকটা ধরে সে ছটফট করে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যায়।]

ড্রিসকল। (ভীষণ ভয় পায়)—ইয়াঙ্ক। ইয়াঙ্ক। কি হচ্ছে বল। (এক লাফে উঠে দাঁড়ায়)—আমি ক্যাপ্টেনকে ডেকে আনি।

[দরজার দিকে দৌড়ে যায়]

ইয়াঙ্ক। (ভীষণ ভয়ে উঠে বসে)—ড্রিস্ক আমাকে ফেলে যেও না। আমাকে একা ফেলে যেওনা, ভগবানের দোহাই। (এক পাশে কাত হয়ে থুথু ফেলে। ড্রিসকল ফিরে আসে)—রক্ত! ওঃ ওঃ।

ড্রিসকল। আবার রক্ত উঠছে ? আমি ক্যাপ্টেনকে ডেকে আনি।

ইয়াঙ্ক। না না। আমাকে একা ফেলে যেও না। তুমি চলে গেলে আমিও তোমার পেছন পেছন যাব। মরতে আমি ভয় পাই না—কিন্তু এতগুলো ঘুমন্ত লোকের নাকডাকানির মাঝে আমার ভয় করে।

[ড্রিসকল কি করবে ভেবে না পেয়ে ওর পাশে বসে পড়ে
ইয়াঙ্ক একটু শান্ত হয়, ভাল করে শুয়ে পড়ে।]

তুমি তো ভাই ভালই জান, ক্যাপ্টেন এসে কিছু করতে পারবে না। ব্যথাটাও এখন একটু কমেছে। তখন মনে হচ্ছিল করাত দিয়ে আমাকে কেটে দুখানা করা হচ্ছে—উঃ কি ব্যথা—মনে হচ্ছিল আমার শেষ সময় এসে গেছে।

ড্রিসকল। (জোর দিয়ে বলে)—ভগবান রক্ষা করেছেন।

[জাহাজের ক্যাপ্টেন আর দ্বিতীয় মেট ভেতরে আসে। ক্যাপ্টেন বৃদ্ধ, গোঁফ, জুলফি সাদা হয়ে গেছে। মেট মধ্যবয়সী দাড়িগোঁফ কামান। দুজনাই সাধারণ নীল কুর্তা পরে আছে]

ক্যাপ্টেন। (ঘড়ি বার করে ইয়াঙ্কের পালস দেখে)—তারপর অসুস্থ লোকের খবর কি ?

ইয়াঙ্ক। (ক্ষীণস্বরে) ভাল আছি, স্যার।

ক্যাপ্টেন। আর বুকের ব্যথাটা কেমন ?

ইয়াঙ্ক। এখন খুব ব্যথা—আগের থেকে ব্যথাটা বেশী, স্যার।

ক্যাপ্টেন। (একটা থার্মোমিটার বার করে ইয়াঙ্কের মুখে দেয়) নাও। জিভের তলায় রেখ কিন্তু, ওপরে নয়।

মেট। (একটু দ্বিধা করে বলে ফেলে)—ডেকের ওপর তোমার পালা না, ড্রিসকল ?

ড্রিসকল। আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু ইয়াঙ্ক একা থাকতে ভয় পাচ্ছিল তাই—

ক্যাপ্টেন। ঠিক আছে ড্রিসকল।

ড্রিসকল। ধন্যবাদ, স্যার।

ক্যাপ্টেন। (কিছুক্ষণ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর থার্মোমিটারটা ইয়াঙ্কের মুখ থেকে বার করে নিয়ে বাতির আলোয় পড়ে। তার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে যায়। মেট আর ড্রিসকলকে দরজার কোণায় ডেকে নিয়ে যায়। ইয়াঙ্ক ওদের লক্ষ্য করে। ড্রিসকলকে বলে)—আবার রক্তবমি করেছে নাকি ?

ড্রিসকল। গত এক ঘণ্টায় খুব বেশী নয় কিন্তু তার আগে খুব—

ক্যাপ্টেন। অনেকটা ?

ড্রিসকল। হ্যাঁ, স্যার।

ক্যাপ্টেন। ও কিছু খায়নি ?

ড্রিসকল। না, স্যার।

ক্যাপ্টেন। আমি যে ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—খেয়েছিল ?

ড্রিসকল। খেয়েছিল, স্যার, কিন্তু বেশীক্ষণ পেটে রাখতে পারে নি।

ক্যাপ্টেন। (মাথা নাড়ে)—ওর শরীর বড় দুর্বল। আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। আর এক সপ্তাহ পরে হলে কার্ডিফে পৌছে যেতাম তখন—

ড্রিসকল। ওর জন্যে কিছু একটা করুন স্যার দয়া করে !

ক্যাপ্টেন। (অসহিষ্ণু)—কিন্তু আমি তো ডাক্তার নই—ভাল মানুষের ছেলে ! (ড্রিসকলের মুখে দুঃখের চিহ্ন দেখে স্বর নামিয়ে সমব্যথীর মতো বলে)—তুমি আর ও তো অনেকদিন একসঙ্গে জাহাজে কাজ করছ। তাই না ?

ড্রিসকল। পাঁচ বছরের ওপর স্যার।

ক্যাপ্টেন। তাই নাকি। বেশ।—শোন, ওকে বেশী নড়াচড়া করতে দিও না। বেশী ছটফট না করলে ভেতরের আঘাতটা আর বাড়তে পারবে না। আমি বইটই পড়ে দেখে ওকে একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি—তাতে আর কোন উপকার করুক কি নাই করুক, অন্তত ব্যথাটা কমাবে। (ইয়াঙ্কের কাছে যায়)—মনে সাহস রাখ। কালকে সব ভাল হয়ে যাবে। (ইয়াঙ্কের পলকহীন দৃষ্টিতে অস্বস্তি অনুভব করে)—তোমাকে হ্যাঁ কি বলছিলাম—তোমাকে আমরা খাড়া করে তুলব। কই হে রবিনসন যাবে না কি ? দুত্তোর। [মেটসহ দ্রুত প্রস্থান]

ড্রিসকল। (মনের আশঙ্কা চাপা দিয়ে বলে)—দেখলে তো আমি আগেই বলেছিলাম। তোমার নিজেকে যতটা অসুস্থ মনে হচ্ছে আসলে তুমি তার অর্ধেক অসুস্থ নও। দেখবে ক্যাপ্টেনের ওষুধ খেয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি সেরে গিয়ে আর সবার সঙ্গে বসে খিস্তি খেউড়ের আখড়া বসিয়ে দেবে।

ইয়াঙ্ক। মিথ্যা বোল না, ড্রিস্ক। আমি ওর সব কথা শুনেছি। না

শুনলেও ওর হাবভাব দেখে বুঝতে পারতাম। আমি জানি কি ঘটছে—আমি মরতে বসেছি। (একটু দ্বিধা করে তারপর মনস্থির করে বলে)—হ্যাঁ আমি মরছি—এখন যত তাড়াতাড়ি সেটা হয় ততই মঙ্গল।

ড্রিসকল। (উত্তেজিত)—না। খবরদার বলছি মরার কথা মুখে আনবে না। তুমি মরবে না—আমি তোমায় মরতে দেব না।

ইয়াঙ্ক। ও সব কথা বলে কোন লাভ নেই, ড্রিস্ক। আমি জানি আমার সময় হয়ে এসেছে। তবে এখন আর তার জন্যে ভয় নেই। একটু জল দাও—গলাটা পুড়ে যাচ্ছে।

[ড্রিসকল জল আনে। এক হাতে ওর মাথাটা তুলে ধরে খেতে সাহায্য করে। ইয়াঙ্ক অনেকটা জল খায়।]

ড্রিসকল। (সান্ত্বনার কথা খুঁজে পায় না। জোর করে বলে)—জলটা খেয়ে এখন আগের থেকে অনেক বেশী ভাল লাগছে না?

ইয়াঙ্ক। হ্যাঁ, খুব ভাল লাগছে। যত মনে হচ্ছে সময় আগিয়ে আসছে তত ভাল লাগছে। অত দুঃখ পেওনা ড্রিস্ক, মুখ ভার করে থেক না। আমার কি মনে হচ্ছে জান—লোকে মরার কথায় দুঃখ পায়, ভয় পায়—আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সে রকম দুঃখের নয়। আমি পাদ্রীদের কথনই পাত্তা দিইনি—ধর্মকর্ম কিছু বুঝিনি, করিনি—কিন্তু আজ একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছি এ জীবনটার থেকে ওপারের জীবন খারাপ হবে না। তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না, ড্রিস্ক—কিন্তু কি করব উপায় নেই।

ড্রিসকল। (দুঃখে গোঙায়)—চুপ কর, চুপ কর। অত কথা বোল না।

ইয়াঙ্ক। এই জাহাজী জীবনটা কি একঘেঁয়ে বল দেখি। খালি এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে চল। কাজ কর—পরিশ্রম কর—মাইনে কম, খাওয়া খারাপ, তবু কাজ কর। তারপরে বন্দরে জাহাজ লাগে, আমরা ভাবি এবার একঘেঁয়েমি কাটবে। কিন্তু তা হয় না। মদ খাই—মাতাল হই, মারামারি করি—জমান পয়সা শেষ হয়ে যায়। আবার জাহাজী জীবনে ফিরে আসি। ভাবতে পার, এত ঘুরেও কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমে না, সারা পৃথিবী ঘুরেও দেশ দেখা হয় না। বন্দরে বন্দরে

জাহাজঘাটির একঘেঁয়েমীতেই আমাদের পয়সা, স্বাস্থ্য, ধৈর্য, মেজাজ সব নষ্ট হয়ে যায়। বাঁচায় মরায় এ জীবনে তফাৎ কি? (দুঃখের হাসি হেসে বলে) এমন কিছু আমরা পাইনি যেটা হারালে আমাদের দুঃখ হবে।

ড্রিসকল। (দুঃখকাতর)—এই জাহাজী জীবনটাই নরক।

ইয়াঙ্ক। (স্বপ্নালু চিন্তামগ্ন)—ডাঙায় বাস করার আনন্দই আলাদা। একটা বাড়ী, খামার, নিজের কয়েকটা গরু, শূয়োর, মুরগী—আঃ কি চমৎকার। চারিদিকে কেবল শক্ত মাটিঘেরা জমি, সমুদ্রের গন্ধও কাছে ঘেঁসতে পারে না, জাহাজের মাস্তুলও দেখা যায় না। একটা বউ আর গোটাকতক ছেলেপিলে থাকলে বেশ হয়, ড্রিস্ক—কাজের শেষে রাত্রিবেলায় খাবার পর তাদের সঙ্গে গল্প-গুজব খেলাধূলো করতে কি মজা। ড্রিস্ক, নিজের একটা বাড়ী থাকলে জীবনটার অনেক দাম হয়।

ড্রিসকল। সবই তো বুঝলাম। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) কিন্তু ওসব কথা ভেবে লাভ কি? আমাদের মতো লোকেদের কাছে ওসব মরীচিকা। সারাজীবনেও সাধ মিটবে না।

ইয়াঙ্ক। যখন কম বয়স থাকে খাটবার শক্তি থাকে, পৃথিবীটার সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার ইচ্ছা হয়—তখন জাহাজী হওয়া সাজে। কিন্তু আমাদের মতো বয়সে জাহাজী থাকার কোন মানে নেই। এ যেন ভাটার টানে নৌকা ছেড়ে দিয়ে জোয়ারের ঢেউ এ ঘরে ফেরার ইচ্ছা। এই শেষ বছরটা বড় খারাপ কেটেছে। কতবার ভেবেছি এই কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাই তোমায় সঙ্গে করে—তারপর জমান পয়সা দিয়ে ক্যানাডা কিংবা আর্জেনটিনাতে একটা খেতখামার করি। ছোট্ট খামার—দুটো খেয়ে বেঁচে থাকার মতো। বেশ হত না? তোমায় এসব কথা কখনো বলিনি কারণ, আমার ভয় হত তুমি শুনে ঠাট্টা করবে।

ড্রিসকল। ঠাট্টা করব? হাসব? মোটেই না। (অত্যন্ত উৎসাহী) আমার মনেও তো ওই একই চিন্তা। আর ভেবোনা আমরা একসঙ্গে একটা খামার বানাবই। তুমি শুধু তোমার অসুস্থতা নিয়ে ওই রকম—ওই রকম পাগলামি করো না।

ইয়াঙ্ক। (বিষাদে) বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এবার আমাদের বেরুনো ঠিক হয়নি। একি এত কুয়াশা এল কোথা থেকে?

ড্রিসকল। কুয়াশা?

ইয়াঙ্ক। হ্যাঁ সব কিছুই অস্পষ্ট লাগছে। আমার দৃষ্টি কমে যাচ্ছে না তো? কি যেন বলছিলাম? ও হ্যাঁ খেতখামারের কথা। কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে। (মনটা চঞ্চল) আর্জেনটাইনের কথা বলছিলাম? মনে আছে বুয়েনস এয়ারসে কি রকম স্ফূর্তি করেছিলাম? বারকাসের চলন্ত ছবিগুলোর কথা মনে পড়ছে? সেই যে কি রকম মজা হয়েছিল।

ড্রিসকল। মনে নেই আবার। (পরম পরিতৃপ্তিতে) সেই যে পিয়ানো বাজাচ্ছিল যে লোকটা, এক ঘুষিতে তার চোখের চারদিকে কালসিটে ফেলে দিয়েছিলাম। সে আমার মুখখানা সহজে ভুলতে পারবে না একথা হলপ করে বলতে পারি।

ইয়াঙ্ক। মনে পড়ে সেই সেবারে সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছিলাম।—জাহাজে চাকরি পাবার জন্যে টমি মুরের দোকানে যেতে হল। সে বেটা আমাদের পচা বর্ষাতি আর ফুটোওয়ালা জাহাজী বুট বেমালুম বিক্রি করল তারপর এক আকাশমুখো জাহাজে তুলে দিল। দক্ষিণ আমেরিকার হর্ণ অন্তরীপ ঘুরে হল আমাদের লম্বা পাড়ি। অথচ মুর বেটা আমাদের দু মাসের মাইনে ঠিকেদারী নিয়েছিল। তারপর সেই কথাটা মনে পড়ে যখন আমরা পাসেও কোলানের বেঞ্চিতে বসে থাকতাম বেকার হয়ে। পুলিশ আমাদের দিকে খুব সন্দিগ্ধভাবে তাকাত। সেই নাবিকদের অপেরার কথা মনে পড়ে—বাজনা বাজল আমরা নাচলাম।

ড্রিসকল। সব কথাই মনে আছে ইয়াঙ্ক।

ইয়াঙ্ক। লা প্লাটাতে কি বিশ্রী চামড়ার গন্ধ। আর্জেনটাইনাকে আমার সব থেকে ভাল লাগে, কেবল ওদের ওই—'কানা' মদ বাদে। বাবাঃ! ওই মাল খেয়ে কি রকম মাতাল হতাম মনে পড়ে?

ড্রিসকল। সে কথা কি জীবনে কখনো ভুলব? ওই শয়তানের তৈরী-চোলাইয়ের কথা মনে পড়লে এখনো আমার মাথা টিপটিপ করে।

ইয়াঙ্ক। সেবারে সিঙ্গাপুরের গরমে আমি কি রকম ক্ষেপে গেলাম।

পোর্টসৈয়দে পুলিশ তোমায় গ্রেপ্তার করল। তারপর সিভনিতে মারামারি করার জন্যে দুজনেরই হাজত বাস হল। মনে পড়ে ?

ড্রিসকল। পড়ে।

ইয়াঙ্ক। তারপর কেপটাউনে ডেকের ওপর মারামারিটা মনে পড়ে ? (কথার মধ্যে দুঃখের প্রকাশ)

ড্রিসকল। (তাড়াতাড়ি)—ও কথা ভেবে আজকে কি হবে। সে সব দিনগুলো কবে চলে গেছে।

ইয়াঙ্ক। তোমার কি মনে হয় তার জন্যে ও আমাকে দায়ী করবে ?

ড্রিসকল। (অবাক হয়)—কে ?

ইয়াঙ্ক। ভগবান। সবাই বলে তিনি সব দেখতে পান। আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ছুরি মেরেছিলাম তিনি নিশ্চয় দেখেছেন।

ড্রিসকল। নিশ্চয়। সে বিষয়ে সন্দেহ আছে! সেই বদমায়েস লোকটা তো তোমার পিঠে ছুরি মারার চেষ্টা করেছিল—তুমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই তো তাকে ছুরি মেরেছিলে—সে কথা তো আমরাও জানি। ওসব কথা এখন ভেবে কি হবে ? ওর থেকে অনেক বেশী অপকর্ম আমি করেছি কিন্তু তার জন্যে স্বয়ং ভগবানের দূতের সঙ্গে মুখোমুখি জবাবদিহি করতে ভয় পাব না।

ইয়াঙ্ক। (ভয়ে কেঁপে ওঠে)—মনে হল একটু আগে আমি তার মুখটা দেখতে পেলাম। কাঁধের পাশ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। উঃ।

ড্রিসকল। ওসব বাজে কথা ভেব না। জ্বরের ঘোরে ওই রকম নানা অদ্ভুত জিনিষ দেখা যায়।

ইয়াঙ্ক। (অনিশ্চিত সন্দেহে দোলে)—উনি আমায় ক্ষমা করবেন তো ? ভগবানের কথা বলছি—বুঝতে পেরেছ!

ড্রিসকল। নিশ্চয়। স্বর্গে কি বিচার নেই নাকি ?

[ইয়াঙ্ক এ কথায় নিশ্চিন্ত হয়]

ইয়াঙ্ক। (একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে)—কার্ডিফের বন্দরে পৌঁছতে এখন এক সপ্তাহ লাগবে। আমাকে সমুদ্রেই কবর দেবে।

ড্রিসকল। (কানে হাত চাপা দেয়)—চুপ! ওই রকম বাজে কথা আমি শুনব না।

ইয়াঙ্ক। (যেন তার কথা শোনেনি)—হলেই বা মন্দ কি। অন্য জায়গার থেকে সমুদ্রটা খারাপ কিসে। আমার অবশ্য মনে ইচ্ছা ছিল শুকনো জমিতে ঘুমিয়ে থাকব। কিন্তু ভেবে কি হবে। মরে যাবার পর এই দেহটাকে নিয়ে আমার ভাবার কিছু থাকবে না। (উত্তেজিত হয়ে ওঠে)—আজকের রাতটার এমন বিশ্রী হবার কি দরকার ছিল। কুয়াশা—জলবৃষ্টি, জাহাজের বাঁশীটা বেজে চলেছে—চারিদিকে লোকগুলো নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। এর থেকে যদি চাঁদনী রাত হত, তারা দেখা যাচ্ছে—ডেকের ওপর শুয়ে শুয়ে দেখতাম—পরপারে যেতেও এত খারাপ লাগত না।

ড্রিসকল। ভগবানের দোহাই—অমন করে কথা তুমি বোল না।

ইয়াঙ্ক। শোন। আমার মাইনে যা পাওনা হবে তুমি নিয়ে সবাইকে ভাগ করে দিও। আমার ঘড়িটা তোমায় দিয়ে গেলাম। ঘড়িটার দাম বেশী নয়—তবে তোমার কাছে থাকবে আমার শেষ চিহ্নের মতো। এ ছাড়া তো আমার আর কিছুই নেই দেবার মতো।

ড্রিসকল। তোমার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?

ইয়াঙ্ক। না। বলার মতো কেউ নেই। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। কার্ডিফের বন্দরের রেডস্টর্ক মদের দোকানের পরিচারিকা সেই ফ্যানীকে মনে আছে?

ড্রিসকল। নিশ্চয়। তার কথা কেউ ভুলতে পারে?

ইয়াঙ্ক। মেয়েটা আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছিল। গতবার যখন আমার কাছে একটা পয়সাও ছিল না তখন টাকা ধার দিতে চেয়েছিল। ওকে খুব বড় এক বাক্স মিষ্টি কিনে দিও ভাই। খুব বড় এক বাক্স—কার্ডিফের বাজারের সব থেকে বড় বাক্স। (ভেঙে পড়ে স্বর বন্ধ হবার মতো হয়)—স্বর্গে যাবার জাহাজে যখন চাপব তখন কোন সঙ্গী থাকবে না একাই যেতে হবে। (ড্রিসকল তার হাত চেপে ধরে। নিস্তব্ধতার মাঝে দুজনাই কান্না চাপতে চেষ্টা করে)—গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে—একটু জল দাও ড্রিস্ক। (হাঁপায়, জোরে নিঃশ্বাস নিতে চেষ্টা করে। ড্রিসকল তাকে জল দেয়)—এটা জল না হয়ে এক

পাইট বিয়ার হলে ভাল হত। উউউ—উঃ

[বিষম খায়। মুখচোখ ব্যথায় কুঁচকে যায়। জামার সামনেটাকে ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করে। ড্রিসকলের ভীত হাত থেকে জলের জায়গাটা পড়ে যায়।]

ড্রিসকল। কি হল, ইয়াঙ্ক? আমায় বল কি হয়েছে। হায় ভগবান!

ইয়াঙ্ক। (অত্যন্ত কষ্টে বলে)—বিদায় ড্রিস্ক! (সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।) ও কে?

ড্রিসকল। কে? কোথায়?

ইয়াঙ্ক। (অস্পষ্ট) কাল পোষাকপরা এক সুন্দরী।

[মুখ কুঁচকে যায়। ব্যথায় সারা দেহ কেঁপে ওঠে। তারপর নাভিশ্বাসের সঙ্গে দেহটা সটান হয়ে যায়।]

ড্রিসকল। (প্রচণ্ডভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যায়)—ইয়াঙ্ক! ইয়াঙ্ক! কথা বল, ইয়াঙ্ক। আমার সঙ্গে কথা বল। ঈশ্বর মঙ্গল করুন।

[ভয় পেয়ে বাঙ্কের কাছ থেকে সরে যায়, ক্রশ চিহ্ন করে। তারপর ফের কাছে আসে, কম্পিত হাত ইয়াঙ্কের বুকে রাখে, তার বুকের ওপর ভেঙে পড়ে।]

ককি। (ভেতরে আসে)—ওহে ড্রিসকল—একবারটি ইয়াঙ্ককে ছেড়ে আসবে। আমায় একটু সাহায্য করতে হবে ভাই।

ড্রিসকল। (প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙে পড়ে)—ইয়াঙ্ক!

[নতজানু হয়ে পাটাতনের পাশে বসে কবেকার ভুলে যাওয়া উপাসনার শ্লোক আবৃত্তি করে দুহাতে মুখ ঢেকে।]

ককি। (তার বর্ষাতি জলের ছাটে ভরে গেছে)—কুয়াশা কেটে গেছে।

[ককি ড্রিসকলকে দেখে। ড্রিসকল আবার ক্রশ চিহ্ন করে। ককি ঠাট্টা করে বলে]

প্রার্থনা করা হচ্ছে!

[কাছে এসে ইয়াঙ্কের নিস্পন্দ দেহটা দেখে সব বুঝতে পারে। বর্ষাতিটা খুলে মাথা চুলকায়। তারপর অতি সন্তর্পণে চুপিচুপি বলে] হায় ভগবান!

॥ যবনিকা ॥

॥ ঘরে ফেরার ডাক ॥

(The Long Voyage Home)

চরিত্র

মোটা জো	...	ভাটিখানার মালিক
নিক	...	দালাল
ম্যাগ	...	পরিচারিকা
ওলসন		
ড্রিসকল		
ককি	...	এস, এস, গ্লেনকেয়ার্ণ জাহাজের নাবিক ও খালাসীগণ
আইভ্যান		
কেট	...	দুটি মেয়ে
ফ্রেড়া		
দুজন গুণ্ডা		

॥ ঘরে ফেরার ডাক ॥

লণ্ডনের ডকের কাছে একটি নিম্নস্তরের ভাটিখানা। ঘরটিতে আলোর যথেষ্ট অভাব, দেওয়ালে লাগান ব্র্যাকেটে কেরোসিনের আলো ঘরটির অস্বাস্থ্যকর নোংরামিকে আরও প্রকট করেছে। বাঁদিকে মদ খাবার বার এবং ঠিক তার সামনের দরজা পাশের ঘরে যাবার পথ। ডানদিকে টেবিলের চার পাশে চেয়ার সাজান রয়েছে। পেছনের দরজা দিয়ে সদর রাস্তায় যাওয়া যায়।

যেখান থেকে মদ বিক্রী করা হয় সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন পরিচারিকা। এই কুৎসিৎ স্ত্রীলোকটী টেবিলের ওপরটা ক্রমাগত মুছে চলেছে। তার যান্ত্রিক কাজ দেখে মনে হয় যে, সেও যেন যন্ত্র হয়ে গিয়েছে। অর্ধনিমীলিত নেত্রে কাজ করতে করতে যেন সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মদে ও মেদে তার আসল রূপ সম্পূর্ণ ঢেকে গিয়েছে। তার মুখে পরিপূর্ণ বোকামির ছাপ। বারের অন্য প্রান্তে মোটা জো দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই ভাটিখানার সে-ই মালিক। যেমন ভারী তেমনি কঠিন তার বিপুল চেহারা। কোটের বাঁধন ভেদ করে তার মস্ত ভুঁড়িটা সামনের দিকে ঠিকরে এসেছে। তার ওপরেই চৌখুপী কাটা ওয়েষ্ট কোটের ওপর তার সোনার ঘড়ির চেনটাকে জাহাজ বাঁধা দড়ির মতন লাগে। তার বিরাট দুটি হাতের মোটা আঙ্গুলগুলি নানা রং-এর সস্তা আংটিতে ভর্তি।

সামনের একটি টেবিলে একটি ছোকরা বসে সিগারেট খাচ্ছে। তার ঝুঁকে-পড়া কাঁধ, দুর্বল মুখ আর বিশ্রী চেহারা দেখলে তার জীবিকা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। তার চঞ্চল আর ক্রূর চোখ আর ঝুলেপড়া লাটখাওয়া জামাকাপড় দেখে বোঝা যায় এককালে সেটা সস্তা ও চটকদার ছিল। তার গলার মাফলার আর মাথার টুপি তার রূপ আমাদের সামনে স্পষ্ট তুলে ধরে।

নাটক যখন সুরু হল তখন সময় প্রায় রাত্রি নটা।

জো। (হাই তোলে)—আজকে শালার ব্যবসা খুব মন্দা দেখছি। কি হয়েছে বুঝতে পারছি না। এই জায়গাটাকে দেখলে এখন সবাই মনে করবে এটা যেন একটা কবরখানা। সব গেল কোথায়, যত শালার নাবিকগুলো? (স্বর তুলে বলে) এই ও নিক,—(নিক অন্যমনস্কভাবে ঘুরে বসে) ঘাটে যে জাহাজটা লেগেছে তার নামটা যেন কি?

নিক। (অলসভাবে)—গ্রেন কিয়ার্ণ, বুনোসেরি থেকে আসছে (বুয়োনস এয়ারস)

জো। শালার জাহাজীগুলো এখনো পয়সা পায় নি নাকি?

নিক। ওরা তো বলল দুপুরেই পয়সা পেয়েছে। আমি তো জাহাজে গিয়ে কয়েক ব্যাটার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে এসেছি। কয়েকজনকে এখানকার ঠিকানাও দিয়ে দিয়েছি। ওরা সবাই আসবে বলেছিল, সত্যি বলছি বিশ্বাস কর। বিশেষ যারা ছুটী পেয়েছে তারা তো আসবেই।

জো। দু' বছর কাজ করছে এমন কোন খালাসী পয়সা পেয়েছে?

নিক। চারজন। তাদের মধ্যে তিনজনই ইংরেজ। আর এক ব্যাটা চৌকো মাথা।

জো। (অত্যন্ত বিরক্ত)—আর তুমি তাদের ফেলে চলে এলে? তোমাকে পয়সা দিচ্ছি কি খালি মুখ দেখবার জন্যে। জাহাজীদের এখানে না আনতে পারলে তোমার কাজটা কিসের?

নিক। (অসন্তুষ্টভাবে)—হ্যাঁ অনেক পয়সা দাও বৈকি। এত পয়সা দাও যাতে এই শালার গোটা সহরটাতে তোমার জন্যে লোক ধরে বেড়াই আর কি?

জো। বাজে কথা বলো না। নিজের বড়াই করছি না, তবে একথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, তোমার ভাগের টাকা তোমাকে ঠিক ঠিক দিয়েছি। তোমার যা পাওনা তা তুমি আমার কাছে সর্বদা পেয়েছ একথা স্বীকার করতে হবে।

নিক। (খোঁচা দেয়) - হ্যাঁ তোমাকে দিতে হয়েছে বলে দিয়েছ, তা না হলে দিতে না।

জো। দিতে হয়েছে মানে, কথা শোন একবার! অনেক লোক তোমার জায়গায় আসতে পারলে বর্তে যাবে। বুঝলে মশাই, তোমার জায়গায় আসবার জন্যে অনেকে ছটফট করছে।

নিক। তাই নাকি? আসুক না। তারপর ঠিকেদারীর জন্যে যদি ঐ পুলিশ ব্যাটারা শালার জেলে পাঠায় তাহলে তো আমাকেই যেতে হবে।

জো। (বিরক্ত হয়ে)—আমরা কোন বেআইনী ঠিকেদারী করি না।

নিক। (ঠাট্টা করে)—তাই নাকি! একটুও কর না?

জো। (একটু অপ্রস্তুত হয়ে)—একটু আধটু বেআইনী কাজ কখন সখন হয়তো করতে হয়, কিন্তু সেটাতো আর শালার আমাদের দৈনিক ব্যবসা নয়। (নিজের অপ্রস্তুতভাব ঢাকবার জন্যে সে রেগে পরিচারিকার দিকে তাকায়। পরিচারিকাটা তখনো অর্ধঘুমন্তভাবে টেবিল মুছে চলেছে, তার মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে)—এই মাগী শোন্, অনেক কাজ করেছিস। এতক্ষণ ধরে তো কেবল টেবিলটাকে মুছছিস আর মুছছিস আর মুছছিস। একটা পুরো ঘণ্টা কেটে গিয়েছে, খেয়াল আছে। কি কথা কানে গেল? তোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে যে কোন লোকের জ্বর এসে যাবে।

ম্যাগ। (কাঁদতে আরম্ভ করে)—আমাকে দেখলেই সর্বদা বকো। ওই রকম হঠাৎ চীৎকার করে উঠলে আমার ভয় লাগে। আমি মোটেই খারাপ মেয়ে নই। কখনো কাজে ফাঁকি দিই না। ভগবান জানে তোমার জন্যে খেটে খেটে হাড়মাস কালি হয়ে গেল। (প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙে পড়ে)

জো। (কঠোরভাবে) আঃ নাকে কান্না বন্ধ করে এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যা।

নিক। (হাসে) খুব মদ খেয়েছে জো, ম্যাগ আমাদের জিনের বোতল ফাঁক করেছে। (ম্যাগ সঙ্গে সঙ্গে কান্না থামিয়ে প্রচণ্ড রেগে তার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়)

ম্যাগ। তবে রে কাঁকড়ার বাচ্চা! তোর মুখটা যদি না ঝামা দিয়ে ঘষে দিই তো কি বলেছি। তোর ওই কুৎসিৎ মুখ নেড়ে আমার মতন ভাল মেয়েকে ঠাট্টা করতে লজ্জা করে না! আমি তোর কি ক্ষতি করেছিরে ড্যাকরা। (আবার কাঁদতে সুরু করে) ও আমার সঙ্গে ঠিক কুত্তার মতন ব্যবহার করে। আমার শরীর যে ভাল নেই তা কানাটা দেখতে পায় না।

জো। বেশ হয়েছে, অনেক হয়েছে। এবারে ওপরে যা দেখি। হ্যাঁ লক্ষ্মী মেয়ে, ওপরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। আমার দরকার হলে ডেকে নেব। ওপরে গিয়ে ছুঁড়ী দুটোকে জাগিয়ে দিস। সাড়ে

নটা বেজে গিয়েছে, এখনই লোকজন আসতে আরম্ভ করবে। ওদের বলতে ভুলিস না। কি কথা কানে গেল?

ম্যাগ। (বাঁদিকের দরজা দিয়ে হোঁচোট খেয়ে যেতে যেতে বলে)—হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি। চীৎকার করোনা। বারবার বলছি আমার শরীর ভাল নেই। আমার যে কি হবে তা ভগবানই একমাত্র জানেন। আমি মরলে তোমার কিছু এসে যাবে না তা জানি। তুমি তো তাই চাও।

[বলতে বলতে প্রস্থান]

জো। (নিকের অক্ষমতার কথা তখনো ভেবে চলেছে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলে)—চার চার ব্যাটা জাহাজী শালা পকেটভর্তি টাকা নিয়ে বেরুল আর তুমি তাদের ধরে আনতে পারলে না।

[গভীর দুঃখে মাথা নাড়ে।]

নিক। (অস্থিরভাবে)—আঃ একটু অপেক্ষা কর না। তারা আমাকে কথা দিয়েছে আসবে। দেখবে এক্ষুণি আসতে আরম্ভ করেছে। এখনো তো গোটা রাত্রিটাই পড়ে আছে। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? (গলা নামিয়ে বলে) সেই জিনিসটা আছে তো, সেটার কিন্তু দরকার হতে পারে।

জো। (বারের পেছনের তাক থেকে একটা ছোট্ট শিশি বের করে দেখায়)—হ্যাঁ এই যে।

নিক। (খুব খুসী হয়)—বহুৎ আচ্ছা। (তার অনুসন্ধিৎসু চোখ সমস্ত ঘরটায় কি যেন খুঁজে বেড়ায়, তারপর জো'কে ডাকে। জো টেবিলের কাছে এসে ওর পাশে বসে)—দুপুরে আমিন্দ্রা জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সেই জন্যেই সেই জিনিসটার কথা জিজ্ঞাসা করছি বুঝতে পেরেছ?

জো। আমিন্দ্রা? সেটা আবার কোন্ জাহাজ।

নিক। আরে সেটা একটা সাদা রং-এর পুরোন জেরা। বেশী বড় নয়, কিন্তু মাল তোলবার যন্ত্রপাতি লাগান রয়েছে। তোমার তো জানা উচিত প্রায় একমাস যাবৎ ডকে পড়ে রয়েছে।

জো। ও হ্যাঁ—এইবার বুঝতে পেরেছি।

নিক। ক্যাপ্টেন বলছিল যে, সত্যিকারের একটা জবরদস্ত খালাসী তাকে দিতে হবে। কালকে ভোরেই জাহাজটা ছাড়বে।

জো। লোকের অভাব হবে না ; বহু বেকার খালাসী জাহাজে চাকরির অভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নিক। আরে না, এই জাহাজের জন্যে নয়। ক্যাপ্টেন আর তার মেট দু'ব্যাটাই খালাসীদের ভীষণ খাটায়। গতবার যখন কেপহর্ণে পৌঁছেছিল তখন আধপেটা খেয়ে খেয়ে খালাসীদের অবস্থা কাহিল। আর তাই কেউ ওদিকে যেতে রাজী নয়, অথচ ক্যাপ্টেনকে আবার কেপহর্ণ যেতে হবে। (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে)—আজকের রাতের মধ্যেই একজন বিশ্বাসী খালাসী যোগাড় করে দেব বলে আমি ক্যাপ্টেনকে কথা দিয়েছি।

জো। (কণ্ঠে সন্দেহ)—এই রকম একটা খালাসী তুমি কি করে যোগাড় করে দেবে ?

নিক। (চোখ টিপে বলে)—আরে আমি ওই গ্লেনকেয়ার্ণ জাহাজের দুএকটা লোকের কথা ভাবছি। আজকে যাদের টাকা মিটিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে কাউকে ধরতে হবে। ওরা সব এখানেই আসছে।

জো। (হেসে বলে)—ওরা সবাই এখানে এলে তো ভালই হয়। (ভুরু কুঁচকায়) অবশ্য যদি সবাই এখানে আসে।

নিক। সবাই আসবে তুমি দেখে নিও, সব কটা মদ খেয়ে বেহুস হয়ে আসবে। (রাস্তা থেকে অনেকগুলো উন্মত্ত কণ্ঠের বেসুরো গান শোনা যায়) ওরাই আসছে মনে হচ্ছে। (রাস্তার দিকে দরজা খুলে দেখে) যা ভেবেছি তাই। ওদেরই চার ব্যাটা আসছে। (জোর দিকে ঘুরে বিজয়ীর মতো বলে) কি বলেছিলাম না ওরা এই জায়গাটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি গিয়ে ওদের নিয়ে আসছি। (বাইরে চলে যায়)

[জো তাড়াতাড়ি বারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। খরিদ্দার খুসীকরা মিষ্টি হাসি তার ঠোঁটে। একটু পরেই রাস্তার দরজা খুলে ড্রিসকল, ককি, আইভ্যান আর ওলসন এসে ঢোকে। ড্রিসকল লম্বা ও শক্তিশালী, আয়ারল্যাণ্ডের

অধিবাসী। ককি অতি বুদ্ধিমান, সাদা গোঁফওয়ালা বেঁটে লোক আইভ্যান খুব লম্বা চওড়া চাষা। ওলসন সুইডেনের অধিবাসী, মধ্যবয়সী। তার চোখ দুটো ছোট্ট ছেলের মতো নীল এবং শরীর খুব মজবুত। ওলসনের মদ খাওয়ার কোন চিহ্ন নেই, অন্য তিনজন মাতাল হয়েছে। আইভ্যানের হাঁটতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে সে সব থেকে বেশী মাতাল হয়েছে। এদের সকলের পরনেই বেঢপ জামাকাপড়। সেগুলি সাধারণত পরবার অভ্যাস না থাকায় সকলেই খুব অস্বস্তি বোধ করছে। ড্রিসকলের টাইটা হারিয়ে গিয়েছে, গলার বোতাম খুলে দেওয়ায় শক্ত কলারের কোণ দুটী দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। নিক এদের পেছনে পেছনে এসে নিঃশব্দে ঢুকে ঘরের ভেতর দিকের একটা টেবিলে বসে। জাহাজীরা সামনের টেবিলে বসে।]

জো। (জোর করে বন্ধুত্বের সুর তোলে)—জাহাজীদের জয় হোক। তোমাদের দেখে খুব খুসী হয়েছি জাহাজী বন্ধুরা। তোমরা যে নির্বিঘ্নে বাড়ী ফিরে এসেছ তার জন্যে আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর।

ড্রিসকল। (ঘুরে বসে জো'র দিকে তাকায়, একটু টলে)—আরে কে তুমি? তুমিই তো। (ঘরটার চারিদিকে তাকিয়ে এবার যেন জায়গাটাকে চিনতে পারে)—আর সেই শালার দুর্গন্ধ ইঁদুরের গর্ত হল এইটা। হ্যাঁ আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে পাঁচ ছ'বছর আগে এখানে এসেছিলাম। তখন তোমরা ঘুমের মধ্যে আমার শেষ কাণাকড়িটাও চুরি করেছিলে। (হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে যায়)—তুমি এখনো কবরে যাওনি। এবারে কোন রকম বাঁদরামি করতে এলেই এক ঘুঁষিতে—(জো'কে ঘুষি দেখায়—জো তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে)

জো। না, না, তুমি নিশ্চয়ই ভুল করেছ। এটা সে জায়গা নয়। এখানে ওসব নোংরামি জোচ্চুরি হয় না।

ককি। (শ্লেষ করে বলে) হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। আর তুমি হলে একটা সাক্ষাৎ ভগবানের দূত।

আইভ্যান। (অন্যমনস্কভাবে মাথার ভাবি টুপিটা খুলে ফেলে তারপরে আবার পরে। সহজভাবে বলে) আমার বাপু এ জায়গাটা ভাল লাগছে না।

ড্রিসকল। (যেমন দপ করে রেগে গিয়েছিল তেমনি চট করে শান্ত হয়ে যায়—বারের কাছে গিয়ে বলে)—যাই হোক সে সব পুরোন কথা না হয় ভুলে গেলাম। আমি পুরোন ঝগড়া কখনো জিইয়ে রাখি না, বিশেষ আজকে অনেকদিন পর ছুটী পেয়েছি। মদ খেয়ে মেজাজটাও খুব ভাল হয়েছে। এখন আর ঝগড়া করবার ইচ্ছা নেই—(হাত বাড়িয়ে দেয়—জো' অত্যন্ত সাবধানে করমর্দন করে)—এবার সবাই মিলে একটু পানটান করা যাক। আমরা তিনজন হুইস্কি খাব—আইরীশ হুইস্কি।

ককি। (ঠাট্টা করে বলে) আমাদের হতভাগা খোকাবাবুর জন্যে এক গেলাস জিঞ্জার বিয়ার (বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ওলসনকে দেখায়)

ওলসন। (সন্তুষ্ট মনে হাসে)—এবার অন্ততঃ একটা রাতের জন্যে আমি খুব ভাল ছেলে হয়েছি।

ড্রিসকল। (জো টেবিলে পানীয় ভর্তি গেলাসগুলো নিয়ে আসে। ইত্যবসরে নিককে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে ড্রিসকল চীৎকার করে ওঠে)—দেখ—দেখ—ওই শালা ইঁদুরের বাচ্ছা ইঁদুরের কি খেতে ইচ্ছা হয়েছে। আমি পয়সা দেব। (পকেট থেকে একটা টাকা বার করে বারের ওপর ছুঁড়ে ফেলে)

নিক। আমাকে এক পাঁইট বিয়ার দাও, জো।

[জো বিয়ার ভর্তি গেলাসটা বারের শেষপ্রান্তে নিয়ে যায়। নিক সেটি নেবার জন্যে তার কাছে উঠে আসে। ভেতর দিকের দরজা দেখিয়ে জো মাথা নেড়ে চোখ টেপে। নিক বুঝিয়ে দেয় যে, জো'র বক্তব্য সে বুঝেছে।]

ককি। (হাতে গেলাস, অধৈর্য)—আমার ভেতরটা একবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। (ড্রিসকলের দিকে গেলাস তুলে ধরে) জিতা রহো দোস্ত—জিতা রহো।

ড্রিসকল। (ভাঙ্গানির পয়সা না দেখেই পকেটে তুলে রাখে)—সাবাস ভাই। সারেং শালা যেন নরকে পোড়ে। [পান করে]

কিকি।   ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। ভগবান তাকে অন্ধ করুক।

[গেলাস শূন্য করে]

আইভ্যান। (অর্ধ ঘুমন্ত)—হ্যাঁ হ্যাঁ ভাল—ভাল

[এক চুমুকে সবটা খেয়ে ফেলে। ওলসন অল্প অল্প করে চুমুক দেয়। নিক এক ঢোকে খেয়ে ভেতরের দরজা দিয়ে চলে যায়।]

ককি। (অর্থ বার করে চীৎকার করে)—এই মোটকা, সবাইকে আর একটা করে দিয়ে যাও।

জো। একই জিনিষ ?

ককি। হ্যাঁ—হ্যাঁ একই।

ড্রিসকল। না না বাবা—আমি এবার এক পাঁইট বিয়ার খাব। আমার ভেতরটা চূণ পোড়ান ভাঁটির মতন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

আইভ্যান। (হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। তার পরিপূর্ণ মত্ততার ভারে টেবিলটা প্রায় উলটে যেতে বসেছিল)—আমার এ জায়গাটা ভাল লাগছে না। আমি ছুঁড়ি দেখতে চাই, ছুঁড়ি—অনেক মেয়েছেলে। এ জায়গাটা ভাল নয়। (করুণভাবে বলে)—আমি মেয়েছেলের সঙ্গে নাচতে চাই।

ড্রিসকল। (এক ধাক্কায় তাকে চেয়ারে বসিয়ে দেয়)—চুপ কর ব্যাটা, রুশ বেলুন। তোর এখন যা অবস্থা হয়েছে তাতে কোন ছুঁড়িই তোকে দেখলে প্রেমে মূর্চ্ছা যাবে না।

[আইভ্যান প্রতিবাদ করে কিন্তু তার অস্পষ্ট আওয়াজে কিছুই বোঝা যায় না। তারপর হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে।]

জো। (টেবিলে পানীয়গুলো নিয়ে আসে। ওলসনকে বলে)—এবার তোমায় কি দেব, জাহাজী ভাই ?

ওলসন। (মাথা নাড়ে)—এবার আর কিছুই না। ধন্যবাদ।

ককি। (ঠাট্টা করে বলে)—ও ব্যাটা পয়সা বাঁচাচ্ছে। বাড়ী ফিরছে আর মায়ের কাছে যাবে বলে। বাড়ী ফিরে ব্যাটা একটা খামার কিনবে, তারপর খামারের ধূলো খুঁড়ে খুঁড়ে পয়সা বানাবে। (বিরক্ত হয়ে থুথু ফেলে) একটা মজার জাহাজী। দুচোখে ওকে আমি দেখতে পারি না।

ওলসন। (আবার শান্তভাবে হাসে)—ওটাই আমার পছন্দ ককি। আমার সমস্ত ছোট বেলাটাই থামারে কাজ করে কেটেছে।

ড্রিসকল। আবার ওর পেছনে লাগছ কেন বোকা পোকা কেথাকার? ওর মাথায় তো তবু কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে—আমাদের মতন বোকা-গাধা নয়। ওকে দেখেও আনন্দ হয়। আমারও যদি ওর মতো বাড়ীতে মা থাকত, তাহলে এই শয়তানের গর্তে এসে মদ খেয়ে মাতাল হতাম না।

ককি। (হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে)—ড্রিস্ক দোহাই তোমার—আমার সঙ্গে ওই রকম করে কথা বলো না। তুমি অমনি করে কথা বললে আমি সহ্য করতে পারি না। আমার কখনো মা ছিল না, আমি কখনো—

ড্রিসকল। মুখ বন্ধ কর বাঁদর কেথাকার। অমন শুয়োরের মতন চীৎকার করছিস কেন? তুই যদি তোর কদাকার মুখ আর ওই বিরাট লাল কুচকোন গিঠে নাকটা দেখতে পেতিস তাহলে প্রাণ গেলেও কারু সামনে এক ফোঁটা কাঁদতে সাহস পেতিস না। (হঠাৎ চিৎকার করে গান ধরে) আমরা হলাম অক্সফোর্ডের সেনাদল—যুদ্ধ করি হাতে নিয়ে মৃত্যু। (গান থামিয়ে বলে) উলস্টার সহর জাহান্নামে যাক। (গেলাস তুলে পান করে। তার দেখাদেখি অন্যেরাও পান করে) লণ্ডন সহরের কোন শালা যদি আমার কথার প্রতিবাদ করে, তাহলে তার সঙ্গে আমি এখনই জামা খুলে কুস্তি করতে রাজী আছি। (জো-এর দিকে রক্তাক্ত নয়নে চায়। সে তাড়াতাড়ি বিয়ার খাওয়ার ছলে মুখ আড়াল করে। বাঁদিককার ভেতরের দরজা খুলে নিক এসে ঢুকে জো'র কাণে কাণে কথা বলে। জো সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়ে। ড্রিসকল ওদের দেখে আরো ক্ষেপে ওঠে) দুজনে মিলে কি শয়তানী মতলব আঁটা হচ্ছে শুনি। (বিরাট ঘুষি তুলে দেখায়) জোচ্চুরি করতে এলেই আমার কাছে মার খেয়ে মরবে বলে দিলাম।

জো। (তাড়াতাড়ি বলে)—আরে দোস্ত ভাবছ কেন—তোমার সঙ্গে কি আমি জোচ্চুরি করতে পারি? তোমার সঙ্গে শয়তানী করলে ভগবান যেন আমায় তক্ষুণি মেরে ফেলেন।

নিক। (নাসিকাধ্বনিরত আইভ্যানকে দেখে বলে)—আমাদের একজন বন্ধু মেয়েছেলের খোঁজ করছিলেন—তাই আমি ভাবলাম যে, ওপর থেকে ছুঁড়িগুলোকে ডেকে আনলে বেশ হয়। আর কিছু না হোক তোমাদের দুপাত্র খেতে—হয় তো ভালই লাগবে।

জো। (চোখ টিপে হেসে বলে)—নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। মেয়েগুলো দেখতেও ভাল—আর বেশ ডাগর ডোগর আছে। তাই না নিক?

নিক। হ্যাঁ।

ককি। আঃ। তোমাদের ছুঁড়িগুলোকে আমাদের বেশ চেনা আছে। তারা এমন সুন্দরী যে, তাদের দিকে তাকালে চোখে আঁধার দেখতে হবে। তোমার কোন মেয়েছেলেতে আমার দরকার নেই মোটকা কোথাকার! আমি আর ড্রিস্ক একটা ভাল জায়গার খবর জানি। তাই না ড্রিস্ক?

ড্রিসকল। নিশ্চয়—কোন্ শালা মিথ্যে কথা বলে। একটু পরেই আমরা সেখানে যাব। সেখানে বাজনা বাজে (একটু হেসে) মনটাকে খোলসা করা যায়।

জো। সে আর কঠিন কি? এই যে নিক—ও বেশ ভাল বাজায়। ও না হয় তোমাদের জন্যে কোন সুরটুর বাজাবে। কি বল নিক?

নিক। নিশ্চয়ই।

জো। আর তোমরা এই পাশের ঘরটায় প্রাণ খুলে নাচতে পারবে।

ড্রিসকল। বা বা—চমৎকার! এতক্ষণে একটা কাজের কথা বলেছ।

[বাঁদিকের ভেতরকার দরজা ঠেলে ফ্রেডা আর কেট আসে। ফ্রেডা দেখতে ছোট—মুখটা সরু, ফ্যাকাসে চুল। কেট মোটাসোটা আর তার চুলের রং কাল।]

ককি। (চুপি চুপি ড্রিসকলকে বলে যেন)—ওরে বাবা ওদের দেখ! অত্যন্ত জঘন্য দেখতে। না?

[মেয়ে দুটি তাদের ব্যবসায়ী হাসি হেসে টেবিলের দিকে আগিয়ে আসে।]

ফ্রেডা। (মোটা গলায়)—কি গো বন্ধুরা, কি খবর?

কেট। জাহাজের এবারকার পাড়িটা কেমন কাটল?

ড্রিসকল। জঘন্য! কিন্তু এখন সে কথায় কাজ কি? এখন ও সব বাজে কথায় কাজ কি? এখন ও সব বাজে কথা ভুলে গিয়ে তোমাদের স্বাগত জানাই। এস—এইখানে আমাদের কাছে বস। তেষ্টা মেটাবার জন্যে কি খাবে? (কেটকে) তুমি একটু আমার কাছে সরে বস সুন্দরী। তোমার নাম কি?

কেট। (বোকার মতো হাসে)—কেট। (ওর চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়ায়।)

ড্রিসকল। (একটা হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে)—চমৎকার আইরীশ নামটা তোমার! তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে, তুমি ইংরেজ—আর সেইজন্যেই তোমাকে গালাগালি দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যাকগে ওসব বাজে কথা। তুমি বেশ মোটাসোটা কেটি। আমি আবার রোগা মেয়েছেলে দেখতে পারি না। (ফ্রেডা তার দিকে বিষ-দৃষ্টি হানে, তারপর ওলসনের পাশে গিয়ে বসে) কি খাবে?

ওলসন। না ড্রিস্ক, এবার আমার পালা।

[ভেতর পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে তার মধ্যে একটি খুলে টেবিলের ওপর রাখে। জো, নিক আর মেয়েরা তার নোটের তাড়ার দিকে লোভী দৃষ্টিতে তাকায়। আইভ্যানের নাক বিকট তেজে আওয়াজ করে ওঠে]

ফ্রেডা। শুনছ, তোমার বন্ধুকে জাগিয়ে দাও। আমার নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে বিশ্রী লাগে।

[ড্রিসকল হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আইভ্যানের টুপিটায় থাপ্পড় মেরে সেটাকে তার কাণ পর্যন্ত নামিয়ে দেয়।]

ড্রিসকল। ওহে—রুশ ভল্লুক শুনতে পাচ্ছ একজন ভদ্রমহিলা তোমার সঙ্গে কথা বলছেন? (আইভ্যানের কোন কথাই কানে যায় না। ড্রিসকলের কথার উত্তরে বিকট স্বরে তার নাক ডেকে ওঠে। ড্রিসকল রাগে অন্ধ হয়ে আইভ্যানের টুপিটা এক হেচকায় খুলে নিয়ে সেটাকে সজোরে আবার তার মাথার মধ্যে পরিয়ে দেয়।

টুপিটা ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়) ওঠ—জাগ—মোদো শূয়োর কোথাকার।

[আবার নাক ডাকে। মেয়েরা হাসাহাসি করে। ড্রিসকল তার গেলাসের অবশিষ্ট বিয়ার আইভ্যানের মুখে ছুঁড়ে দেয়। এক ঝটকায় রুশ আইভ্যান জেগে ওঠে—সবাই একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে]

আইভ্যান। (অত্যন্ত বিরক্ত)—এই সব আমি একেবারেই পছন্দ করি না তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।

ককি। ভাল বিয়ারটা নষ্ট করলে ড্রিস্ক।

আইভ্যান। (ক্ষুব্ধ স্বর)—কাজটা ঠিক করনি—একথা বলে দিচ্ছি।

ড্রিসকল। তার জন্যে তুমিই দায়ী আইভ্যান। একটু আগেই মেয়েছেলে পাবার জন্যে হাহুতাস করছিলে। তারা যেই এল অমনি হারামীর বাচ্চার মতন নাক ডাকাতে সুরু করলে। তুমি কি কোনদিন সহবৎ শিক্ষা পাওনি ?

[আইভ্যান চারিদিকে তাকাল। মেয়েদেরকে প্রথম দেখল—তারপর তার সারা মুখ বোকার হাসিতে ভরে গেল।]

কেট। (তার দিকে তাকিয়ে হেসে)—সুপ্রভাত বন্ধু। রাশিয়ার কি খবর ?

আইভ্যান। (খুব খুসী—পকেটে হাত দিয়ে বলে)—এস আমার সঙ্গে একটু মদ খাও।

ওলসন। না—এবার খাওয়াবার দায়িত্ব আমার (জো'কে ডাকে) কই হে, কোথায় গেলে ?

জো। কি খাবে কেট ?

কেট। জিন।

ফ্রেডা। ব্র্যাণ্ডি।

ড্রিসকল। আর বাদ বাকী সকলের জন্যে আইরীশ হুইস্কি। কেবল আমাদের ওই ধার্মিক বন্ধু কিছু খাবে না। ভগবান ওকে ক্ষমা করুন।

ফ্রেডা। (ওলসনকে)—তুমি মদ খাও না ?

ওলসন। (উত্তর দিতে লজ্জা পায়)—না।

ফ্রেডা। (মোহিনী হাসি হেসে বলে)—তোমায় দোষ দিতে পারি না। তোমার মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। আমিও বেশী মদ খাওয়া পছন্দ করি না। মাঝে মাঝে একটু আধটু ব্র্যাণ্ডি খাই বটে তবে সেটা স্বাস্থ্য ভাল রাখবার জন্যে।

[জো সকলের মদ এবং ওলসনের ভাণ্ডানী নিয়ে আসে। ককি টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়—তার গেলাসটা শূন্যে তুলে]

ককি। আমি এবার সকলের স্বাস্থ্য পান করব। বন্ধুগণ, আসুন আমরা আজকে এই মহিলাদের স্বাস্থ্যপান করি। ভগবান—(তার মনের দ্বিধা স্পষ্ট বোঝা যায়—কথা বলা উচিত হবে কিনা ভেবে পায় না। শেষকালে প্রায় জোর করেই বলে ফেলে) ভগবান ওদের দীর্ঘজীবী করুন।

কেট। (উচ্ছ্বসিত বোকা হাসি হেসে বলে)—ওরে বাবা! তুমি কিন্তু অন্য কি একটা বলতে যাচ্ছিলে শেষকালে সেইটা পালটে ওইটা বললে। তুমি ভারী দুষ্টু ককি।

[সকলে পান করে]

ড্রিসকল। (নিককে)—কই হে, তোমাদের বাজনা টাজনা কোথায় গেল? একটু আগেও তো বড় গলায় বাজনা দেবে বলছিলে।

নিক। এস না এই পাশের ঘরে এস—তাহলেই শুনতে পাবে।

ড্রিসকল। (উঠে দাঁড়ায়)—সবাই এস। ওরা বাজনা দেবে বলছে—আমরা নাচব। নাচতে না পারার মতন মাতাল হই নি আমি। ভগবান আমায় রক্ষা করুন।

[ককি এবং আইভ্যান টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। আইভ্যানের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন হয়। সে কেটের দিকে তাকিয়ে হাসে এবং এমন নিশ্চিন্ত হাবভাব করে যেন সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে। তারপর তিনজন নিকের পেছন পেছন পেছনের ঘরে চলে যায়। কেট ওদের সঙ্গে যায়। ওলসন এবং ফ্রেডা বসে থাকে।]

ককি। (যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে ডাক দেয়)—কই হে ওলি—এস নাচবে এস।

ওলসন। হ্যাঁ আসছি।

[ওলসন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। পাশের ঘর থেকে একর্ডিয়ানে যন্ত্র-সঙ্গীত ভেসে আসে। সেই সঙ্গে ড্রিসকলের অতি স্ফূর্তির বিকট চীৎকার আর ধুপধাপ পা ফেলার আওয়াজ]

ফ্রেডা। ওখানে গিয়ে কি হবে? যেও না। এইখানে বসে এস আমরা কথা বলি। ওরা সবাই একেবারে মাতাল হয়ে গিয়েছে—তুমি তো আর ওদের মতো নও। (তার মুখের দিকে মুখ তুলে হাসে) তুমি ও ঘরে চলে গেলে আমি ভাবব যে তুমি আমাকে পছন্দ কর না।

ওলসন। (একটু বিপদে পড়ে)—না, না, শ্রীমতী ফ্রেডা ওকথা বলা তোমার উচিত হয় নি। তোমাকে অপছন্দ—মানে তোমাকে আমার বেশ ভাল লাগছে।

ফ্রেডা। (খুসী হয়ে হেসে টেবিলে হাতের ওপর হাত রাখে)—আমারও তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে। তুমি হচ্ছ একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক। তুমি মাতাল হয়ে আমাদের মতো দুঃখী মেয়েদের অহেতুক অপমান কর না। কি কষ্টে যে আমরা বেঁচে থাকি।

ওলসন। (খুসী হয় বটে কিন্তু কি করবে ভেবে পায় না। পা নাচাতে থাকে)—আগে অবশ্য আমিও মাতাল হতাম।

ফ্রেডা। তাহলে আজকে খাচ্ছ না কেন? (সে চট করে জো'র দিকে তাকায়। জো মাথা নাড়ে, তখন সে ওলসনের কাছ ঘেঁসে বসে) তোমার কথা কিছু বল।

ওলসন। (হাসে)—বলার কথা কিছুই নেই শ্রীমতী ফ্রেডা—আর সবার মতন আমিও একজন সাধারণ নাবিক—ব্যস।

ফ্রেডা। তুমি কোথায় জন্মেছ—নরওয়ে? (ওলসন মাথা নাড়ে) তাহলে ডেনমার্ক?

ওলসন। না হয় নি—আরেকবার চেষ্টা কর।

ফ্রেডা। তাহলে নিশ্চয়ই সুইডেন।

ওলসন। ঠিক বলেছ। আমি স্টকহলম সহরে জন্মেছি।

ফ্রেডা। (খুব অবাক হয়ে যাবার অভিনয় করে)—উঃ কি আশ্চর্য, কি

মজা! কি অদ্ভুত ব্যাপার বল দেখি—আমিও যে স্টকহল্‌মে জন্মেছি।

ওলসন। (ওলসন আশ্চর্য হয়ে যায়)—তুমি সুইডেনে জন্মেছ ?

ফ্রেডা। হ্যাঁ—তোমার নিশ্চয়ই বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি তাই ঘটেছে।

[মহা আনন্দে হাততালি দেয়]

ওলসন। (তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে)—তুমি সুইডিস ভাষা বলতে পার ?

ফ্রেডা। (দুঃখের হাসি হেসে বলে)—না। সুইডেনে আমার জন্ম হলেও আমার ছোটবেলাতেই বাবা মা এখানে চলে এসেছিলেন, তাই আমার আর ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন ভাষা শেখা হয় নি। সুইডিস ভাষাটাও তাই জানা হল না। (দুঃখিত) সুইডিস বলতে আমার খুব ইচ্ছা হয়। (হেসে বলে) আমি সুইডিস জানলে দুজনায় খুব জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যেত কি বল ?

ওলসন। তা হত। বিদেশে মাঝে মাঝে দেশের ভাষা শুনতে ভাল লাগে।

ফ্রেডা। যা বলেছ—নিজের বাড়ীর থেকে ভাল আর কিছু নয়। জাহাজ ছাড়বার আগেই তুমি কি স্টকহল্‌মে ফিরে যাবে ?

ওলসন। হ্যাঁ আমি এখান থেকে সোজা স্টকহল্‌ম চলে যাব। (গর্বিত) এবার আর নাবিক নয়—আমি হব যাত্রী।

ফ্রেডা। তারপরে ছুটি ফুরিয়ে গেলে আবার একটা জাহাজে পাড়ি দেবে ?

ওলসন। না। আর আমি কখনো জাহাজেও চাপব না, সমুদ্রেও যাব না। সারাজীবন অনেক সমুদ্র দেখেছি। ও কাজে আরাম নেই—খাটনি বেশী—পয়সা কম। জাহাজী হলে এক মুহূর্ত বিশ্রাম পাওয়া যায় না। খালি কাজ—কাজ আর কাজ। আমি আর জীবনে কখনো খালাসী হব না।

ফ্রেডা। ও এবার বুঝতে পেরেছি। তাই বুঝি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ ?

ওলসন। হ্যাঁ। (হেসে বলে)—মদ খেলেই মাতাল হই—তারপর সব পয়সা খরচ করে ফেলি।

ফ্রেডা। কিন্তু তুমি যদি খালাসীগিরি ছেড়ে দাও তাহলে কি করে তোমার চলবে? তুমি তো সারা জীবন ওই কাজই করেছ।

ওলসন। না। আঠার বছর বয়স পর্যন্ত আমি খামারে কাজ করেছি আর ওই কাজটাই আমার ভাল লাগে। খামারে কাজ করে খুব আরাম।

ফ্রেডা। কিন্তু স্টকহল্‌ম তো লণ্ডনের মতোই এক বিরাট সহর। সেখানে খামার পাবে কোথায়?

ওলসন। স্টকহল্‌ম থেকে কিছু দূরে আমাদের নিজেদের খামার আছে। আমরা সেখানেই থাকি—মানে আমার ভাই আর মা সেখানে থাকে। আমার বাবা মারা গেছে। এবার আমি অনেক পয়সা জমিয়েছি। দু বছরের খালাসীগিরির টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরছি। এই টাকা দিয়ে আরও জমি কিনব—তারপর সবাই মিলে খামারে কাজ করব (হাসে)। আর সমুদ্র নয়—জঘন্য খাবার নয়—ঝড়ের মুখে প্রাণ হাতে করে বসে থাকা নয়—এখন থেকে শুধু খামারের চমৎকার কাজ ছাড়া আর কিছু করব না।

ফ্রেডা। বাঃ কি সুন্দর! তারপরে নিশ্চয়ই তুমি বিয়েথা করে সংসারী হবে।

ওলসন। (লজ্জিত হয়)—জানি না। তবে যদি কোন ভাল মেয়ে পাই বিয়ে করব বই কি।

ফ্রেডা। স্টকহল্‌মে তোমার কোন বান্ধবী অপেক্ষা করে বসে নেই? নিশ্চয়ই আছে।

ওলসন। না। অনেকদিন আগে আমার একজন বান্ধবী ছিল। তারপর আমি সমুদ্রে চলে গিয়ে অনেকদিন ফিরলাম না—তখন সে অন্য একটি ছেলেকে বিয়ে করে ফেলল।

[আবার লজ্জিত হয়ে হাসে]

ফ্রেডা। বাড়ী যেতে নিশ্চয়ই তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে?

ওলসন। হ্যাঁ তা হচ্ছে।

[পাশের ঘরে একটা বিরাট কিছু পড়ে যাওয়ার জোর আওয়াজ হল—বাজনাও সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। একটু পরে ককি আর ড্রিসকল আইভ্যানের নিশ্চল দেহকে বয়ে

নিয়ে এল। আইভ্যান মত্ততার এমন পর্যায়ে এসেছে যখন আর কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়ান যায় না। নিক তাদের পেছনে এসে পেছনের একটা টেবিলে বসে।]

ড্রিসকল। (এঁকেবেঁকে বারের কাছে যায়)—এ বেটা যে রকম অসাড় হয়ে গেছে তাতে মনে হচ্ছে এবার বেটা মরেছে।

ককি। (হাঁপায়)—ভারী কম নয়।

ড্রিসকল। (খালি হাত দিয়ে আইভ্যানের গালে থাপ্পড় মারে)—জেগে ওঠ শয়তান কোথাকার। নাঃ কিছু হচ্ছে না। দেবদূতের বাঁশীও ওকে আর জাগাতে পারবে না। (জোকে) কিছু একটা দাও বাপু, তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল। এটা তো আর সহজ কাজ নয়।

জো। হুইস্কি?

ড্রিসকল। আইরীশ হুইস্কি, বোকা কোথাকার।

[বারের ওপর টাকা রাখে। জো, ককি আর ড্রিসকলকে পানীয় দেয়। এক চুমুকে গেলাস খালি করে তারা টলতে টলতে ওলসনের টেবিলের কাছে যায়]

ওলসন। বসে একটু বিশ্রাম কর, ড্রিস্ক।

ড্রিসকল। না ওলি এই ছোঁড়াটাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে। অল্পবয়সী ছেলেদের বেশী রাত পর্যন্ত বাইরে থাকা উচিত নয়। তার ওপরে ও যে রকম মদ খেয়ে বেহুস হয়েছে তাতে এই গর্তে ফেলে রেখে যেতে আমার ভরসা নেই। আজকেই আবার মাইনে পেয়েছে—তার সবটাই পকেটে রয়েছে। (জো'কে ঘুষি দেখায়) তাকাচ্ছ কি—তোমাদের মতলব আমি ভালই জানি বদমাস কোথাকার।

জো। (অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবার ভান করে বলে)—ওইতো দোষ তোমাদের—সৎ লোককে সব সময় অপমান করবে।

ককি। শোন, বেটার কথা শোন। এক ঘুষিতে ওর মুখটা ভেঙ্গে দাও দেখি, ড্রিস্ক।

ওলসন। (মারামারি যাতে সুরু না হয় তার জন্যে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে)—চল আইভ্যানকে জেরাতে পৌঁছে দিয়ে আসা যাক।

ফ্রেডা। (তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে ওঠে)—ওকি তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ নাকি? আমরা কি সুন্দর বসে বসে গল্প করছিলাম।

ড্রিসকল। শুনছ ওলি, মেয়েটা কি বলছে? তুমি বরঞ্চ এইখানেই থাক। তোমার মদ না খাওয়া দেখেই মেয়েটা মজে গেছে। তাছাড়া আইভ্যানের ডেরা বেশী দূর নয়—আমরা ওকে ঠিক নিয়ে যাব। মাতাল হলেও আমাদের দুজনার গায়েই বেশ জোর আছে। তোমার সাহায্যের দরকার নেই। তুমি বরঞ্চ এক কাজ কর—দরজাটা খুলে দাও। এ বেটার যেটুকু অবশিষ্ট আছে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি। (ওলসন গিয়ে দরজা খুলে ধরে)—এস হে ককি, তুমি নিজেই আবার ঘুমিয়ে পড়ো না। (আইভ্যানকে নিয়ে দুজনে দরজার দিকে যায়। ড্রিসকল চীৎকার করে বলে)—চিন্তা করোনা ওলি—আমরা একটু পরেই ফিরে আসব। আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর। [প্রস্থান]

ওলসন। বেশ আমি এখানেই অপেক্ষা করছি, ড্রিস্ক।

[দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবে তার ওদের সঙ্গে না যাওয়া উচিত হল কিনা। জো ফ্রেডার দিকে বিকট অঙ্গভঙ্গী করে। ফ্রেডা গিয়ে ওলসনের গলা জড়িয়ে ধরে। জো নিককে ইঙ্গিতে ডাকে—বারের পেছনে উভয়ের উত্তেজিত চাপাস্বরে কথাবার্তা বলে।

ফ্রেডা। (আদর করার ছলে)—তুমি ভাই নিশ্চয়ই আমাকে ফেলে পালিয়ে যাবে না। (বিরক্ত স্বরে) আঃ দরজাটা বন্ধ কর না। বাইরের কুয়াশার ঠাণ্ডা লাগিয়ে মেরে ফেলবে নাকি।

[ওলসন চমকিয়ে উঠে সচেতন হয়। দরজা বন্ধ করে দেয়।

ওলসন। (বিনীতভাবে)—আমাকে ক্ষমা করো, শ্রীমতী ফ্রেডা।

ফ্রেডা। (হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে টেবিলে বসায়—কাশে)—আমাকে একটা ব্র্যাণ্ডি খাওয়াও ভাই, শীতে মরে গেলাম।

ওলসন। নিশ্চয়, নিশ্চয়। যা ইচ্ছা করে খাও না। শুনছ—কই হে? শ্রীমতী ফ্রেডাকে একটা ব্র্যাণ্ডি দিয়ে যাও।

[টেবিলের ওপর টাকা রাখে]

জো। নিশ্চয়ই—এখনই আনছি। (ব্র্যাণ্ডি ঢেলে টেবিলে নিয়ে আসে) তুমি কিছু খাবে না, জাহাজী ভাই ?

ওলসন। না, আমার কিছু খেতে ইচ্ছা নেই। (নিজের গেলাসটা দেখিয়ে হেসে বলে)—এইটাতেই বেশ পেট ধোয়ার কাজ হবে, তাই না ?

[হাসে]

জো। (আশান্বিত)—পুরুষ মানুষের মতো কিছু খাও।

ওলসন। খেতে ইচ্ছা হচ্ছে—কিন্তু থাক। একবার খেলেই হাজারবার খাবার ইচ্ছা হবে। [আবার হাসে]

ফ্রেডা। (জোর কনুইএর এক ভীষণ গুতো খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে)—খাওনা ভাই কিছু। আমার একলা একলা খেতে খুব খারাপ লাগে।

ওলসন। আচ্ছা, তাহলে আমাকে একটু অল্প করে জিঞ্জার বিয়ার দাও।

[জো বারে ফিরে যায়। নিককে ডাক দেয়। নিক ওলসনের সামনে এমনভাবে দাঁড়ায় যাতে জো কি করছে সে দেখতে না পায়)

নিক। (কথা চালিয়ে যায়)—তোমার বন্ধুরা কোথায় গেল ?

[জো ইতিমধ্যে একটা ছোট্ট শিশি থেকে কি যেন ওলসনের জিঞ্জার বিয়ারের মধ্যে মিশিয়ে দিল।]

ওলসন। ওরা আইভ্যানকে শুইয়ে দিয়ে আসবে। আইভ্যান হল ওই মাতালটা।

[জো ওলসনের গেলাস নিয়ে এসে তার সামনে রেখে দিল]

জো। (নিককে রাগতভাবে)—আবার তুমি আড্ডা মারছ ? যাও সরে পড়—দেখ—কাজ কর তাড়াতাড়ি।

নিক। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি এখনই যাচ্ছি।

[তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে বাইরে চলে যায়। জো বারের পেছনে ফিরে যায়]

ওলসন। (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চিন্তিত স্বরে বলে)—আমার ওদের সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল। ককিটাও বেজায় মাতাল হয়েছে। ড্রিস্কের অবস্থাও ভাল নয়।

ফ্রেডা। না। ওই বিরাট আইরীশটার কথা বলছ তো—ও ঠিক আছে।

শুনলে না তোমাকে অপেক্ষা করতে বলল। ওরা এখানেই আবার ফিরে আসবে।

ওলসন। হুঁ। আর কিছুক্ষণের মধ্যে যদি ফিরে না আসে তাহলে আমাকে গিয়ে দেখতে হবে যে, ওরা ওদের ডেরায় পৌঁছেছে কিনা।

ফ্রেডা। তোমাদের থাকার জায়গাটা কোথায়?

ওলসন। কাছেই। এই রাস্তা দিয়ে গিয়ে একটু ভেতরের দিকে যেতে হবে।

ফ্রেডা। তুমিও ওদের সঙ্গে আছ?

ওলসন। হ্যাঁ। স্টকহল্‌ম যাওয়া পর্যন্ত আছি।

ফ্রেডা। (সে একবার জোর দিকে তাকায়। তারপর ওলসনের সঙ্গে কথা চালু রাখতে চেষ্টা করে। ওলসন যাতে তার সঙ্গীদের সঙ্গে চলে না যায় তার জন্যে তার প্রাণপণ চেষ্টা)—তোমার মা নিশ্চয় তোমাকে দেখে খুব খুশী হবেন (ওলসন হাসে) তিনি জানেন তুমি বাড়ী ফিরছ?

ওলসন। না। আমি ভেবেছি হঠাৎ গিয়ে মাকে একেবারে অবাক করে দেব। বুয়েনস এয়ার্স থেকে তাঁকে চিঠি দিয়েছি বটে কিন্তু বাড়ী ফিরছি একথা লিখিনি।

ফ্রেডা। তোমার মায়ের নিশ্চয়ই বেশ বয়স হয়েছে?

ওলসন। হ্যাঁ। বিরাশী বছর (মায়ের কথা মনে পড়ায় হাসে) জানলে ফ্রেডা, আমি আমার মাকে বা ভাইকে অনেকদিন দেখিনি। কতদিন জান? (আঙুলে গোণে—স্পষ্ট বোঝা যায় গণিতে সে পাকা নয়) তা দশ বছরের ওপর। আমি অবশ্য দুএকবার চিঠি দিয়েছি। মা কিন্তু প্রায়ই লেখেন। ভাইও লেখে। সব চিঠিতেই মা বাড়ী ফেরার জন্যে তাগাদা দেন। আমার ভাইও তাই লেখে। খামারে সাহায্য করবার কথা লেখে। আমি প্রত্যেকবারই জানাই যে, শীগগীর ফিরব। প্রতিবার জাহাজ থেকে ফিরলে বাড়ী যেতেও খুব ইচ্ছা হয়। কিন্তু বন্দরে নামি, একবার মদ খাই—তারপর অনেকবার মদ খাই—আমি মাতাল হই, সব পয়সা শেষ হয়ে যায়। আবার তখন একটা জাহাজে কাজ নিতে হয়। সেইজন্যেই তো এবার আমি নিজেকে বলেছি

যে, এক গেলাস মদ খেয়েছ কি আর বাড়ী যাওয়া হবে না। এবার বাড়ী ফেরার জন্তে আমার খুব ইচ্ছা হয়েছে। বাড়ী যাব, খামারে কাজ করব, নিজের লোকজনদের দেখব। (হাসে) আমার অবস্থা এখন বাড়ীর জন্তে মন—কেমন—করা ছোট্ট ছেলের মতন। সেইজন্তেই তো এই ফ্যাকাসে জলগুলো ছাড়া আজকে রাত্রে আর কিছু খাবনা ঠিক করেছি। (হঠাৎ ছোট্ট ছেলের মতন খুব জোরে হেসে ওঠে তারপরই সাবধান হয়ে যায়)—জানলে শ্রীমতী ফ্রেডা, মাকে দেখবার জন্তে খুবই মন কেমন করছে। মায়েরও অনেক বয়স হয়েছে যদি মারা যান তাহলে জীবনে আর কখনো—

ফ্রেডা। (অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওর কথায় অভিভূত হয়েছে)—না না অমন করে তুমি বলোনা। কেউ মরার কথা বলতে সুরু করলে আমার ভয়ানক খারাপ লাগে।

[রাস্তার দিকের দরজা খুলে নিক আসে—সঙ্গে তার দুজন গুণ্ডাগোছের লোক। তাদের জামাকাপড় অবিন্যস্ত—নোংরা—গলায় মাফলার—টুপিগুলো চোখ পর্যন্ত টেনে দেওয়া। তারা দরজার কাছের টেবিলটায় বসে। জো তাদের সামনে তিনটে বিয়ার এগিয়ে দেয়। তারা বারবার ওলসনের দিকে তাকায় এবং নিজেদের মধ্যে গোপনে আলোচনা করে।]

ওলসন। (চিন্তিত মুখে উঠে দাঁড়ায়)—আমার মনে হচ্ছে ডেরায় গিয়ে একবার ওদের খোঁজ নেওয়া উচিত। ড্রিস্ক আর ককির নিশ্চয় কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।

ফ্রেডা। না এখন যেওনা। ওরা তো আর ছেলেমানুষ নয়। নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিতে পারবে। একটু বস—তোমার গেলাসটাও যে এখনো ভর্তি।

জো। (ওদের টেবিলে তাড়াতাড়ি এসে পেছনের টেবিলের দিকে বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে বলে)—ফ্রেডা, ওদের একজন তোমার সঙ্গে একটু মদ খেতে চায়।

ফ্রেডা। বেশ। (ওলসনকে) এস ভাই, আমাদেরটা আমরা খেয়ে নিই।

(গেলাস তোলে—ওলসনও গেলাস তোলে)—তোমার গেঁয়ো খামারের প্রতিপত্তি হোক আর তুমি সেখানে মহানন্দে অনেকদিন বেঁচে থাক। ভাঁটি।

[ব্র্যাণ্ডিটা গলায় ঢেলে দেয়। ওলসনও তার গেলাসের বস্তুটি খেয়ে মুখ কোঁচকায়]

ওলসন। সেকাল!

[গেলাস নামিয়ে রাখে]

ফ্রেডা। (রাগের অভিনয় করে)—আমার শুভেচ্ছা জানানটা নিশ্চয়ই তোমার পছন্দ হয়নি?

ওলসন। (হাসে)—না না খুবই পছন্দ হয়েছে। তোমার মনটা খুব উদার।

ফ্রেডা। তাহলে গেলাসের আধেকটা রেখে দিয়েছ কেন?

ওলসন। ও—আচ্ছা। (বাকীটা খেয়ে ফেলল) হল তো? [হাসে]

ফ্রেডা। এই তো ভাল ছেলের মতন কাজ।

একজন গুণ্ডা। (হেসে চীৎকার করে)—আমিন্দ্রা বন্দর ছাড়বে।

নিক। সাবধান আস্তে আস্তে।

ওলসন। (চেয়ারে ঘুরে বসে)—আমিন্দ্রা? ওই জাহাজটা বন্দরে এসেছে নাকি? ওটাতে আমি একবার পাড়ি দিয়েছি। তিনটে মাস্তুল আর মাল তোলবার সরঞ্জামে ভর্তি ওই জাহাজটার কথাই বলছ তো?

গুণ্ডা। হ্যাঁ দোস্ত—ঠিক ধরেছ।

ওলসন। (রাগত স্বরে)—ওটা একটা জঘন্য জাহাজ। অত খারাপ জাহাজে আমি কখনো সমুদ্রে পাড়ি দিই নি। তার ওপর ক্যাপ্টেন আর মেটটা একেবারে মূর্তিমান শয়তান। কোন পুরোন খালাসী সেইজন্যে ওই জাহাজটার ধারে কাছেও যায় না। এখান থেকে কোথায় চলেছে জাহাজটা?

গুণ্ডা। ভোরেই কেপহর্ণের দিকে পাড়ি দেবে।

ওলসন। ওরে বাবা! যে খালাসীগুলো এই সময় ওই জাহাজে কেপের দিকে চলেছে তারা সত্যিই দুর্ভাগা। ও বেচারাদের কথা ভেবে আমার সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। ওদের মধ্যে অনেককেই যে জীবনে

আর কখনো কোন বন্দরের মুখ দেখতে হবে না একথা আমি বাজী রেখে বলতে পারি। (কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। মাথা-ঘোরা লোকের মতন চোখের সামনে হাতটা রাখে)—সেরেছে—আমার শরীরটা বেশ খারাপ লাগছে। সমস্ত ঘরটা মনে হচ্ছে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। মাতাল হলেই তো কেবল এই রকম হয় জানতাম। (দুর্বল পায়ে উঠে দাঁড়ায়)—শুভরাত্রি শ্রীমতী ফ্রেডা। শরীরটা বেশ খারাপ লাগছে। ড্রিস্ক এলে বলো যেন বাড়ী চলে যায়।

[এক পা বাড়াতেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে একটা চেয়ারের ওপর পড়ে যায়। তারপর সেখান থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে]

জো। (বারের পেছন থেকে)—এইবার তাড়াতাড়ি কর।

[নিকের পেছন পেছন জো ওলসনের দিকে দৌড়ে আসে। ফ্রেডা ইতিমধ্যেই অজ্ঞান লোকটার পকেট থেকে নোটের তাড়াটা বার করে ফেলেছে। একটা বড় নোট খুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে চুপি চুপি লুকিয়ে রাখতে যায়, কিন্তু জো দেখে ফেলে। জোকে টাকার বাণ্ডিলটা দিলে সে সেটাকে পকেটে রাখে। নিক ইতিমধ্যে অন্য পকেটগুলো হাতড়িয়ে-হাতড়িয়ে কিছু খুচরো পয়সা বার করে।]

জো। (অত্যন্ত অধৈর্য)—তাড়াতাড়ি-তাড়াতাড়ি—শুনতে পাচ্ছ না—এক্ষুণি অন্য খালাসী বেটারা এসে যাবে। (গুণ্ডা দুজন এগিয়ে আসে) তোমরা ওকে দুই বগলের তলায় হাত দিয়ে নিয়ে যাবে—সবাই যেন দেখে ভাবে ও অত্যন্ত মাতাল হয়েছে। (তাড়াতাড়ি করে)—আমিন্দ্রা জাহাজে নিয়ে যেতে হবে এ কথা তোমাদের জানাই আছে। একেবারে বন্দরের দুটো ডক ছাড়িয়ে যাবে। নিক তোমাদের পথ দেখাবে। আর নিক পুরো পয়সা না পাওয়া পর্যন্ত ওই হতভাগা জাহাজ ছেড়ে আসবে না। এই খালাসী বেটার পুরো এক মাসের মাইনে নিয়ে আসবে। পাঁচ পাউণ্ড বুঝেছ? কাণে কথা ঢুকল?

মিক। আমায় কি করতে হবে আমি ভালই জানি, বুড়ো কর্তা।

[ওলসনকে ধরে দরজা পর্যন্ত যায়]

একজন গুণ্ডা। (বাইরে যেতে যেতে বলে)—এই শালার যখন ঘুম ভাঙ্গবে তখন ও যা অবাক হবে জীবনে অত অবাক ও আর কখনো হয়নি—হবেও না।

[সবাই হাসে। ওলসনকে নিয়ে দলটা দরজা বন্ধ করে চলে যায়। ফ্রেডা বাঁ দিকের দরজা দিয়ে ভেতরে যাবার চেষ্টা করতেই জো গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দেয়]

জো। (মারমুখী)—যা চুরি করেছ দাও।

ফ্রেডা। কি দেব ? সবই তো দিয়েছি।

জো। মিথ্যেবাদী। আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। তোমার সব কীর্তিকলাপ আমার ভালই জানা আছে। তোমায় দেখতে দেখতে বুড়ো হয়ে গেলাম। (ভয়ঙ্করভাবে) শীগগীর দিয়ে দাও বদমাস গরু কোথাকার।

[হাত চেপে ধরে]

ফ্রেডা। আমায় ছেড়ে দাও—আমার কাছে কিচ্ছু নেই।

জো। (গালে প্রচণ্ড এক চড় মারে—মেয়েটা মাটিতে পড়ে যায়)—এইবার শিক্ষা হবে।

[মেয়েটার ওপর ঝুঁকে পড়ে তার বুকের ভেতর থেকে নোটটী বার করে নিজের পকেটে রাখে। মুখ দিয়ে খুসীর আওয়াজ বার হয়]

[কেট দরজা খুলে ফ্রেডাকে পড়ে থাকতে দেখে দৌড়ে তার কাছে আসে—মাথাটা হাতের ওপর তুলে নেয়।]

কেট। (আদর করে)—আহা বেচারা (জোর দিকে রেগে তাকায়) আবার তুমি ওকে মেরেছ। কাপুরুষ শূয়োর কোথাকার।

জো। হ্যাঁ মেরেছি। আর তুমি যদি মুখ বন্ধ না কর তোমাকেও মারব। ওটাকে এখানে থেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও।

[কেট ফ্রেডাকে ধরে ভেতরের ঘরে চলে যায়। জো গিয়ে বারের পেছনে দাঁড়ায়। একটু পরেই দরজা খুলে ড্রিসকল আর ককি এসে ঢোকে।]

ড্রিসকল। এস হে ওলি—(ওলসনকে না দেখে আশ্চর্য হয়—জোকে জিজ্ঞাসা করে)—ওলি কোথায় গেল ?

জো। (তার দিকে অর্থপূর্ণভাবে চোখ টেপে)—তোমাদের বন্ধু আর ফ্রেডা প্রায় পাঁচ মিনিট হল বাইরে চলে গেছে। ওর মেয়েটাকে সত্যিই বেজায় পছন্দ হয়েছে।

ড্রিসকল। (হাসে খুব)—ওহো তাই বল। ব্যাপারটা বোঝা গেছে। কে জানতো যে ওলিকে দেখে মেয়েটা ওই রকম মজে যাবে। তবু ভাল ছেলেটা মাতাল হয় নি। তাহলে মাদী শয়তানটা ওর সব পয়সা শুষে নেবে। (ককির দিকে ঘোরে। ঘুমে ককির চোখ ঢুলে আসছে) কি রে বেটা কি খাবি বল না? (জোকে) আমাকে হুইস্কি দাও—আইরীশ হুইস্কি।

যবনিকা

॥ গুপ্তচর ॥

(In the Zone)

চরিত্র

এস, এস, গ্লেনকেয়ার্ণ জাহাজের নাবিক
ও খালাসীগণ ... স্মিটি
ডেভিস
সোয়ানসন
স্কটি
আইভ্যান
পল
জ্যাক
ড্রিসকল
ককি

॥ গুপ্তচর ॥

খালাসীদের থাকবার ফোকশালের অভ্যন্তর। ডানদিকে খালাসীদের ঘুমোবার বাঙ্কের ওপরে তিন চারটি ঘুলঘুলি দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেক ঘুলঘুলিটি কাল পর্দাঢাকা। দরজার কাছে মাটিতে একটি বালতির ভেতর একটি টিনের পিচকারি দেখা যাচ্ছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে এক লণ্ঠন, আলো অত্যন্ত স্তিমিত করে রাখা হয়েছে। তার ফলে চারপাশে আলোছায়ার এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পাঁচজন জাহাজী তাদের বাঙ্কে নিদ্রায় মগ্ন। এরা হল স্কটি, আইভ্যান, সোয়ানসন, স্মিটি আর পল। রাত্রি বারটা বাজতে দশ মিনিট বাকী আছে। ১৯১৫ সালের শরৎ কাল।

স্মিটি আস্তে আস্তে তার বাঙ্কে পাশ ফেরে, তারপর ঝুঁকে পড়ে অন্য সকলকে লক্ষ্য করে। অন্য সবাই যে ঘুমিয়ে আছে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় যেন। তারপর অতি সাবধানে নীচে নেমে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ায়। পুরো জামাকাপড় পরনে, কিন্তু পায়ে মোজা। চারিদিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকায়। তারপর কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না বুঝতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়ে নীচের বাঙ্কের তলা থেকে একটি স্যুটকেশ টেনে বার করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে হাতে এক মস্ত ধূমায়িত কফিপাত্র নিয়ে ডেভিস দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। স্মিটিকে দেখতে পেয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। প্রথমে কি করবে ভেবে পায় না। তারপরেই তার মনে সন্দেহ জাগে। সে গলি পথের মধ্যে একটু পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর সেখান থেকে স্মিটি কি করছে দেখে। স্মিটি বুঝতে পারে না যে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে।

স্মিটির চালচলনে ভয়ের ভাব স্পষ্ট বোঝা যায়। চাবির একটি ছোট থোকা বার করে সে স্যুটকেশটি খোলে—তাতে সামান্য আওয়াজ হয়। স্কটি জেগে উঠে তাকে লক্ষ্য করে। স্যুটকেশের ভেতর থেকে স্মিটি একটি ছোট কাল রংএর টিনের বাক্স বার করে। তারপর সেটিকে তার বিছানার তলায় লুকিয়ে রেখে স্যুটকেশটাকে আবার বাঙ্কের তলায় ঠেলে দেয়। তাড়াতাড়ি তার বিছানায় উঠে গিয়ে চোখ বন্ধ করে নাক ডাকাতে সুরু করে।

ডেভিস এবার ঘরের ভেতরে আসে। কফি পাত্রটিকে লণ্ঠনের পাশে রেখে ঘুমন্ত জাহাজীদের কাছে গিয়ে তাদের একে একে ধাক্কা দেয়—নীচু গলায় বলে "আটটা ঘণ্টা পড়েছে, স্কটি—সোয়ানসন, ওঠ, ওঠ, সময় হল—ঘণ্টা পড়েছে, আইভ্যান"। স্মিটি উঠে সশব্দে হাই তোলে। এমন ভাব করে যেন মনে হয় যে, সে গভীর ঘুম থেকে এইমাত্র উঠল। অন্য সকলে একে একে তাদের শোবার জায়গা থেকে নেমে আসে, কেউ হাই তোলে, কেউ আড়মোড়া ভাজে। তারপর সকলে একে একে জুতো পরতে আরম্ভ করে। একে একে দেওয়াল আলমারীর ভেতর থেকে তাদের নিজেদের পেয়ালা ও চামচ বার করে নিয়ে এসে পাটাতনের ওপর পাশাপাশি বসে। কফিপাত্রটি তাদের হাতে হাতে ঘোরে। তারা কফিতে চুমুক দেয়—কেউ বিস্কুট চিবায়। চারিদিকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা।

ডেভিস। (হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ভীত স্বরে বলে)—বাতাস আসছে কোথা থেকে ?

[সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়]

সোয়ানসন। (মোটা বেজারমুখো সুইডেনের অধিবাসী। অসন্তুষ্ট হয়ে বলে)—বাতাস আবার কোথায় ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

ডেভিস। (উত্তেজিত)—আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। (সে বেঞ্চির ওপর লাফিয়ে উঠে চারিদিকে তাকায়—তারপর চীৎকার করে বলে) —বোকা উজবুক কোথাকার। (সে ওপরের একটি বাঙ্কে ঝুঁকে পড়ে যেখানে পল ঘুমুচ্ছে তার ওপরকার ঘুলঘুলির কাঁচটি সশব্দে বন্ধ করে দেয়)—এ বেটার নামে ক্যাপ্টেনের কাছে আমাকে নালিশ করতেই হবে। কাল পর্দা লাগাবার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায় যদি ওই বোকাটা ঘুলঘুলির কাঁচটাকে খুলে রাখে। বন্দর থেকে যদি আমাদের আলো দেখতে পাওয়া যায় তাহলে কাল পর্দাটার দরকার কি ?

সোয়ানসন। (হাই তোলে। ঘুম থেকে জেগে উঠতে সে সম্পূর্ণ নারাজ। কোন কিছুতেই ঘুম নষ্ট করতে চায় না—তাই হালকাভাবে বলে)—ওইটুকু আলো বন্দর থেকে দেখতে পাবে না।

স্কটি। (প্রতিবাদ করে)—পাগলের মতো কথা বলো না সোয়ানসন। আমাদের চারপাশে একগাদা জঙ্গী ডুবোজাহাজ—একটু আলো দেখতে পাবার মানে কি বোঝ ?

আইভ্যান। (তার বিরাট লোমশ ষাঁড়ের মতো মাথাটা নেড়ে বলে)—স্কটি ঠিক কথা বলেছে। গোলার মুখে উড়ে যাবার আমার একটুও ইচ্ছা নেই।

স্মিটি। (একটু তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে)—আমার ধারণা ওদের ডুবো জাহাজের সঙ্গে দেখা হওয়ার বিপদ খুব নেই, অন্ততঃ যতক্ষণ না আমরা লড়াইয়ের এলাকায় ঢুকছি।

[ডেভিস আর স্কটি স্মিটির দিকে অত্যন্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়]

ডেভিস। (তীক্ষ্ণস্বরে)—তোমার তাই ধারণা হতে পারে। (নীচু স্বরে আস্তে বলে)—কিন্তু তোমাদের জানা উচিত যে, আমরা এখন লড়াইএর এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছি :

[তার কথা শুনে সবাই চকিত হয়। নিজেদের জায়গায় উৎকণ্ঠিত ভাবে সোজা হয়ে বসে তার দিকে তাকায়]

স্মিটি। তুমি কি করে জানলে, ডেভিস?

ডেভিস। (রেগে যায়)—আমি জানলাম কেননা প্রথম মেট ক্যাপ্টেনকে জাগিয়ে দেবার জন্তে তেসরা মেটকে বলছিল আর ড্রিস্ক সেইটা শুনেছে। অনেকক্ষণ আমরা লড়াইএর এলাকায় ঢুকেছি। তখন সবে পাঁচ ঘণ্টার আওয়াজ হয়েছে। এবার বিশ্বাস হল তো?

স্মিটি। (ঝগড়ার ইচ্ছা নেই)—তোমার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না, ডেভিস। জানতো এরা আমাদের কোন খবরই দিতে চায় না। আমরা কি করে জানব কখন যুদ্ধের এলাকায় ঢুকেছি। এই জাহাজে গোলাগুলি প্রভৃতি নানারকম যুদ্ধের সরঞ্জাম আছে বলেই ওরা এত সাবধান হয়েছে তাও বুঝতে পারি।

আইভ্যান। (যেন মন স্থির করে ফেলেছে)—আমার এই রকম পাড়ি পছন্দ হয় না। এর পরের বারে বসটন থেকে প্লেট নদীতে যে জাহাজগুলো কাঠ নিয়ে যায় তাতেই খালাসী হব। জাহাজডুবি হলেও কাঠগুলো ভাসবে—কি মজা হবে বল দেখি।

সোয়ানসন। (অস্বস্তি অনুভব করে)—তা ইংরেজদের যুদ্ধ জাহাজগুলো কি করছে? সাবমেরিণগুলোকে উড়িয়ে দিলেই তো লেঠা চুকে যায়।

স্কটি। (স্মিটির দিকে তাকায়। স্মিটি তখন গালে হাত দিয়ে স্বপ্নালু দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে)—আমার ভয় তো সাবমেরিণগুলোকে নয়—আমি ভাবছি অন্য কিছুর কথা।

ডেভিস। (একমত)—ঠিক বলেছ, স্কটি।

সোয়ানসন। সমুদ্রে মাইন পাতা রয়েছে বলে ভয় পাচ্ছ কি ?

স্কটি। না আমি মাইনের কথাও ভাবছি না।

ডেভিস। অনেক ভাল জাহাজ চুরচুর হয়ে ভেঙে গিয়ে সমুদ্রের তলায় গিয়েছে। তাদের অনেকগুলোই কোন মাইনকে কখনো ছোঁয়নি।

স্কটি। কেন তোমরা কি কখনো জার্মাণ গুপ্তচর আর তাদের জঘন্য কীর্তিকলাপের খবর শোননি ? এই যুদ্ধে তারা সব থেকে সাংঘাতিক অস্ত্র।

[সে এবং ডেভিস উভয়েই স্মিটির দিকে তাকায়। সে তখনো তার নিজের চিন্তায় মসগুল—কোন কিছুই তার কানে ঢুকছে না]

ডেভিস। তারা সবাইকে বোকা বানিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করে।

সোয়ানসন। ঠিক বলেছ। আমি ওদের কথা কাগজে পড়েছি।

ডেভিস। শোন তাহলে—(সে কথাটা বলতে যায় কিন্তু দ্বিধা করে। তার পর সাধারণভাবে বলে) আমাদের সব সময় খুব সতর্ক থাকতে হবে।

আইভ্যান। (কফি কাপ নিঃশেষ করে বেঞ্চির ওপর ভীষণ জোরে এক ঘুষি মেরে বলে)—এ জঘন্য কফি খেলেই আমার পেটব্যথা করে।

[অন্য সকলে তার এই কথায় আমোদ অনুভব করলেও তার পক্ষ সমর্থন করে না]

স্কটি। (পণ্ডিতি চালে)—ওর জন্যে দুঃখ পেয়োনা, আইভ্যান। গোলার মুখে যদি উড়েই যাও তাহলে পেটে ব্যথার কথা মনে থাকবে না একথা নিশ্চয় করে বলতে পারি।

[জ্যাক আসে। তার ভাল মানুষের মতো মুখ এবং শক্ত শরীর। তার পরনে কাজ করা পোষাক আর মোটা গরম জামা]

জ্যাক। আটবার ঘণ্টা বেজে গিয়েছে শুনেছ ?

আইভ্যান। (বোকার মতো)—আমি তো কোন ঘণ্টা বাজতে শুনিনি।

জ্যাক। না—তা শুনবে কেন ? বোকারা কিছুই শুনতে পায় না। শুনেছ কি ? (তার গলার স্বর আপনা হতেই নীচু খাতে চলে যায়) আমরা এখন লড়াই-এর এলাকার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি।

সোয়ানসন। (উৎকণ্ঠিত)—পালাবার নৌকাগুলো ঠিক আছে তো ?

জ্যাক। নিশ্চয়ই। এক সেকেণ্ডের মধ্যে আমরা সবগুলোকে জলে নামাতে পারি।

ডেভিস। আমি তো বোট পর্যন্ত পৌঁছনোর কোন সম্ভাবনা দেখছি না। এই জাহাজ ডিনামাইট প্রভৃতি নানা বিস্ফোরকে আর হরেক রকম গোলাবারুদে যে রকম ভর্তি হয়ে আছে তাতে টরপেডো লাগলে বিরাট আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনবার আমাদের সৌভাগ্য হবে না। চোখের পাতা ফেলবার আগেই বেহেস্তে চলে যাব।

জ্যাক। আমি কি ভাবছি জান ? ওরা আমাদের দিকে টরপেডো ছুঁড়বে না। এবার চালাবার চাকায় যাচ্ছে কে ?

আইভ্যান। (গম্ভীরভাবে)—আমি।

[সে ধীরে ধীরে চলে যায়]

জ্যাক। আর সামনের দিকে লক্ষ্য রাখার ভার কার ওপর ?

সোয়ানসন। আমারই মনে হচ্ছে।

[সে আইভ্যানের পেছনে পেছনে চলে যায়]

জ্যাক। (রাগতস্বরে)—সামনের দিকে লক্ষ্য রেখে তো সব হবে। এমন একটা জাহাজে আছি যেটা না পারবে যুদ্ধ করতে না পারবে পালিয়ে যেতে (স্কটি আর স্মিটিকে) তোমরা যে জেগে আছ এটাও জানান' দরকার। (স্কটি দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে স্মিটির জন্যে অপেক্ষা করে। স্মিটি তখনো গালে হাত দিয়ে ভাবছে। জ্যাক তার কাঁধে বেশ জোরে থাপ্পড় মারায় সে চমকে ওঠে) কইহে নবাব, যাও সারেং-এর কাছে মুখখানা দেখিয়ে এসো। তোমার কি হয়েছে বল তো ? আজকাল নেশা ভাং করছ নাকি ? (স্মিটি স্কটির পেছনে পেছনে বেরিয়ে যায়। জ্যাকের

কথার উত্তর দেয় না। জ্যাক ভুরু কুঁচকে তার চলে যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে) ওই ছোঁড়াটা বড় অদ্ভুত। আমি ওর চালচলন বুঝতে পারি না।

ডেভিস। শুধু তুমি কেন? কেউই পারে না। (নীচু গলায় অর্থপূর্ণভাবে বলে) আমার তো মনে হয় যে, আমরা যদি সাবধানে না থাকি, তাহলে ওকে যত অদ্ভুত ভাবছি, তার থেকেও বিকট অদ্ভুত রূপ বেরিয়ে পড়বে।

জ্যাক। (সন্দিগ্ধ)—সে আবার কি? ওটা কি রকম কথা হল? পরিষ্কার করে বল দেখি।

[কিন্তু ড্রিসকল আর ককি এসে পড়ায় এ আলোচনাটা বাধা পেল]

ককি। (প্রতিবাদের স্বরে) —সত্যি বলছি ভাই, আমার ডেকের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে একটুও ভরসা হয় না। (সে আর ড্রিসকল তাদের কাপ নিয়ে আসে) ওরা যদি আমাদের দিকে গুলি ছোঁড়ে তাহলে এই যুদ্ধে জাহাজে থাকার ফল হাতে হাতে পাওয়া যাবে।

[কফি ঢালে]

ড্রিসকল। (কফি ঢালে)—যা বলেছ। এই জাহাজের যেখানেই থাক—গোলা লাগলে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। নিজের নামটা উচ্চারণ করবার সময় থাকবে না। (ড্রিসকল বসতে গিয়ে স্মিটির ভুলে গিয়ে না খাওয়া কফি কাপটাকে স্থানচ্যুত করে। কাপটি সশব্দে মাটিতে পড়ে যায়। সকলে চমকে ওটে—ড্রিসকল নিজেব কীর্তি বুঝতে পেরে ভীষণ চটে যায়) কোন্ বেটা নোংরা উজবুক মানুষের বসবার জায়গায় কফি কাপটা ফেলে রেখে গেছে?

ডেভিস। ওটা স্মিটির কাপ।

ড্রিসকল। (লাথি মেরে কফি কাপটাকে ঘরের অন্য প্রান্তে পাঠায়)—সে বেটা কি মনে করেছে সে খুব ভদ্রলোক হয়ে গিয়েছে। আর সবার মতো তার কাপটাকে খাওয়ার পর তুলে রাখতে পারে না। তার মাথা ভেঙে না দিলে এ সব কথা তার মাথায় ঢুকবে বলে মনে হয় না।

কফি। ও শালা যে রকম ভাব করে ঘুরে বেড়ায় তাতে মনে হয় ও যেন প্রিন্স অব ওয়েলস ! তাই যদি হবে তাহলে জাহাজে এসেছ কেন ? খালাসীর কাজও ভাল করে শেখেনি যে, বলবে ওর খালাসী হবার সখ হয়েছে। ডেকের ওপর যখন ঘুরে বেড়ায় তখন তাকে দেখে মনে হয় মাথাকাটা মুরগীর বাচ্চা।

জ্যাক। (শান্তস্বরে)—না, নবাব ছেলেটা ভাল। কাপের কথাটা বোধহয় ভুলেই গিয়েছে, এ রকম ভুলতো সবারই হয়। (একটু হেসে কাপটা তুলে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দেয়) বুঝলে ড্রিস্ক, আমরা যে লড়াই-এর এলাকায় ঢুকেছি—এই খবরটাই তোমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। কফিও স্বাভাবিক নেই। অবশ্য আমি নিজেও যে ভয় পাইনি এ কথা বলছি না।

কফি। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে)—প্রথম বার জাহাজে চেপে কেউ যদি শোনে যে, জাহাজটা একটা বারুদের কারখানা হয়ে আছে আগুন ছোঁয়ালেই ফেটেফুটে একাকার হয়ে যাবে তাহলে সেটাকে রসিকতা মনে করা খুব কঠিন। দেখনা এই জাহাজটায় যে কোন মুহূর্তে একটা টরপেডো বা মাইন লাগলেই আমাদের পায়ের তলাতেই ফেটেফুটে যাতা হয়ে যাবে। (হঠাৎ অত্যন্ত বর্ব্বর স্বরে চীৎকার করে ওঠে) আবার ওই বেটারা নিজেদের সুসভ্য বলে—হতভাগা হুণের দল।

ড্রিসকল। (বিমর্ষভাবে)—ভগবানের দয়ায় যদি বেঁচে ফিরতে পারি, তাহলে এই লড়াই এলাকায় এইটাই আমার শেষ পাড়ি। আর কখনো এখানে আসছি না। বেটারা আবার বলে কিনা শতকরা পঁচিশ টাকা বেশী দেবে। তারপর কলেপড়া ইঁদুরের মতন জলে ডুবে মরতে হবে।

ডেভিস। এতে গোলাবারুদ না থাকলে ব্যাপারটা এত খারাপ দাঁড়াত না। সাবমেরিণগুলোতো এই রকম জাহাজের জন্যেই অপেক্ষা করে আছে।

ড্রিসকল। (উত্তেজিত)—দোহাই তোমার, আর আমাদের বোঝাতে হবে না। ভাবতে ভাবতে ক্ষেপে গিয়েছি। সামান্যতম আওয়াজ হলেও চমকে উঠছি।

[চারিদিকে নিস্তব্ধতা। সবাই মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে]

জ্যাক। ওহে ডেভিস, তুমি স্মিটির কথা কি বলছিলে যখন এরা এল ?

ডেভিস। (অত্যন্ত রহস্যময় স্বরে বলে)—বলব—বলব এক মিনিট অপেক্ষা কর। ও ফিরে আসে কিনা দেখবার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি। (গভীর ভাবে) আমি যা নিজের চোখে দেখেছি তা যখন বলব তখন তোমরা স্মিটিকে আর ভাল মানুষ বলবে না। (নিজের কথায় নিজেই সন্তুষ্ট হয়) অবশ্য তার পরে নিজেদেরকে বিপদের আরো কাছাকাছি বলে মনে হবে।

[সবাই তার দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে]

ড্রিসকল। দুত্তোর যত বাজে কথা !

[পাইপ বার করে আগুন ধারায়। অন্যদেরও হঠাৎ মনে পড়ে—তারাও তামাক খাওয়া সুরু করে। স্কটি আসে।]

স্কটি। (ভীতস্বরে)—চাঁদ উঠেছে। রাতটাকে দিনের মতো পরিষ্কার দেখাচ্ছে।

ডেভিস। (নীচু গলায়)—স্কটি স্মিটিকে কোথায় রেখে এলে ?

স্কটি। ও সে একটা আধ পাগলা লোকের মতন হ্যাচের ওপর দাঁড়িয়ে চাঁদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ডেভিস। দরজা থেকে দেখা যায় ?

স্কটি। (দরজার কাছে গিয়ে ওপরে তাকিয়ে দেখে) হ্যাঁ এখনো সেখানেই আছে।

ডেভিস। ওর দিকে একটু নজর রাখ। আমি ততক্ষণ সবাইকে দুটো কথা বলে নিই। ওকে আসতে দেখলেই চীৎকার করবে। আমার কথার মাঝে ওর আসাটা আমি পছন্দ করব না।

স্কটি। (চাপা উত্তেজনায়)—ঠিক আছে। আমি ওকে লক্ষ্য করছি। নবাব বাহাদুর সম্বন্ধে আমারো দু-একটা কথা বলবার আছে।

ড্রিসকল। (অত্যন্ত অধৈর্য) যা বলবার আছে বলে ফেল। তোমাদের অবস্থা হয়েছে একজোড়া বুড়ো মাগীর মতন—রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে খালি অপরেরর কেচ্ছা করবে।

ডেভিস। শোন। জ্যাক তোমার মনে আছে একটু আগে আমি কফিটা

নিয়ে এলাম।

জ্যাক। নিশ্চয়ই।

ডেভিস। আমি কফি নিয়ে দরজা পর্যন্ত এসে ওকে দেখলাম।

জ্যাক। স্মিটিকে?

ডেভিস। হ্যাঁ স্মিটিকে। সে তখন ঘরের ঠিক মধ্যেখানে ওইখানে দাঁড়িয়ে ছিল। (আঙুল দিয়ে দেখায়)—চোরের মতন চুপি চুপি তার চালচলন। আইভ্যান আর সোয়ানসন ঘুমিয়ে আছে নাকি বারবার পরীক্ষা করছিল।

[চুপ করে সবারই মুখের দিকে তাকায়। সবাই একাগ্রভাবে ওর কথা শুনছে। স্কটি সন্ত্রস্তভাবে ডেভিসের গল্প শোনা আর স্মিটির দিকে নজর রাখার কাজ একসঙ্গে করতে চেষ্টা করছে। তার নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে তার যেন তর সইছে না।]

জ্যাক। (অধৈর্য)—তাতে কি হল?

ডেভিস। শোন। সে ওইখানে দাঁড়িয়ে ছিল। (আবার আঙুল দিয়ে দেখায়)—পাছে কোন আওয়াজ হয় তাই জুতো পরেনি—মোজাপরা পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

জ্যাক। (অসহিষ্ণু হয়ে থুথু ফেলে)—জ্বালালে!

ডেভিস। (তার মন্তব্য কাণে নেয় না)—আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে অদ্ভুত কিছু একটা ঘটতে চলেছে। আমি তাই গলির মধ্যে পেছিয়ে গিয়ে ওকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। ও আমাকে দেখতে পায়নি। যখন সে বুঝতে পারল যে, সবাই ঘুমিয়ে রয়েছে তখন খুব সন্তর্পণে যাতে কোন আওয়াজ না হয়—ওই ব্যাগটা বার করল।

[সবাই অত্যন্ত একাগ্র হয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে তার কথা শুনছে। এমন কি জ্যাকও আর কোন মন্তব্য করছে না। তারপর সে পকেট থেকে একগোছা চাবি বার করে ব্যাগটা খুলল।]

স্কটি। (তার পক্ষে আর চুপ করে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে)—আমিও

ঠিক এই সবগুলোই দেখেছি। আমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। চুপি চুপি আমিও ওকে লক্ষ্য করছিলাম।

ডেভিস। (আশ্চর্য হয়—একটু অসন্তুষ্টও হয়। এই বিরাট সংবাদ যে তার একার সম্পত্তি নয় তা বুঝতে পারে)—ও তুমিও তার কীর্তি দেখেছ বুঝি—ভাল কথা। (অন্য সকলকে) তাহলে স্কটিকে জিজ্ঞাসা কর আমি একটা কথাও মিথ্যে বলছি কিনা।

ড্রিসকল। আঃ, ব্যাগ খুলে কি করল বল না।

ডেভিস। সে তখন ঝুঁকে পড়ে ব্যাগের ভেতরে হাত দিল। তাকে দেখে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে এই ভয়ঙ্কর কাজটা করতে তার খুব ভয় হয়েছে। জামাকাপড়ের তলায় হাত দিল আর তার তলায় লুকোন জামা দিয়ে মোড়া একটা জিনিষ বার করে আনল। সেটা হল একটা কাল রংএর লোহার বাক্স।

ককি। (চারিদিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকায়)—এই সেরেছে!

[অন্যেরাও অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে—ভালভাবে নড়েচড়ে বসে।]

ডেভিস। ঠিক বলেছি স্কটি।

স্কটি। আলবৎ ঠিক বলেছ। আমি সাক্ষী আছি।

ডেভিস। (চারিদিকে তাকিয়ে বেশ খুসী হয়)—শুনলে তো? (নীচু গলায়) তারপর সে কি করল জান চুপি চুপি নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে থাকল। বাক্সটাকে লুকিয়ে রাখল তার গদীর নীচে। বুঝেছ—সেই কাল বাক্সটাকে তার গদীর নীচে লুকিয়ে রাখল।

জ্যাক। এখনো সেটা সেখানেই আছে?

ডেভিস। নিশ্চয়ই।

[জ্যাক স্মিটির বাক্সের দিকে যায়। ড্রিসকল তার হাত চেপে ধরে]

ড্রিসকল। ওসব জিনিষ ছুঁতে যেওনা জ্যাক।

জ্যাক। আঃ ভয় পেওনা। আমি জিনিষটাকে ছোঁবনা। (সে স্মিটির গদীটা তুলে দেখে। অন্য সকলে তার দিকে রুদ্ধ নিশ্বাসে তাকিয়ে থাকে। সে খুব সাধারণভাবে বলবার চেষ্টা করে) বাক্সটা এখনো ওইখানেই আছে।

কফি।	(অত্যন্ত ভীতভাবে)—আমি ওপরের ডেকে চললাম। (সে উঠে দাঁড়ায় ড্রিসকল তাকে ধরে বসায়। কফি প্রতিবাদ করে) এইখানে চুপ করে বসে কাঁপুনি ধরে গেল।

ড্রিসকল।	(তাচ্ছিল্যের স্বরে)—তোমার কি ভয় হচ্ছে, ব্যাঙাচি কোথাকার। একটা ছোট্ট কাল বাক্স দেখে ছোট ছেলের মতন বুড়ো ধাড়ী তোমার কাঁপতে লজ্জা করছে না? (মাথা চুলকোয়—কি করবে ভেবে পায় না)—কিন্তু বাক্সটা দেখতে খুবই অদ্ভুত একথা স্বীকার করতেই হবে।

ডেভিস।	(ব্যঙ্গের স্বরে)—ছোট্ট একটা কাল বাক্স না? ওই জিনিষগুলো কত বড় হয় বলে তোমার ধারণা। (একটু দ্বিধা করে বলে)—ও জিনিষগুলো ওই রকম ছোট্টই হয়—এই ঘরটার মতন বড় হয় না।

জ্যাক।	(সবাইকে ভরসা দেবার জন্যে যেন বলে)—যত বাজে কথা। ওই বাক্সটার মধ্যে ওর জমান টাকাপয়সা ছাড়া আর কিছু যে নেই একথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

ডেভিস।	(এবার চটে যায়)—তাই নাকি? ভাল কথা।
তা যদি হবে তাহলে ও এমন চোরের মতো ব্যবহার করল কেন? ওতো প্রায় দুবছর এ জাহাজে আছে। এ কথা ও ভালই জানে যে, এই ঘরে কোন চোরজোচ্চর নেই। তোমরা সবাই একথাও জান যে, এবার যখন জাহাজে এল তখন ওর কাছে পয়সাকড়ি বিশেষ ছিল না। ওর যে জমান টাকা নেই তা আমিও জানি তোমরাও জান। (জ্যাক উত্তর দেয় না) শোন বাক্সটাকে গদীর তলাতে রেখে সে কি করল জান? চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ জেগে উঠেছে কিনা। স্কটি বলুক আমি মিথ্যে বলছি কিনা।

স্কটি।	ও যেই চারিদিকে তাকাল অমনি আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

ডেভিস।	তারপর সে বাঙ্কে উঠে গিয়ে চোখ বন্ধ করে নাক ডাকাতে লাগল। এমন ভাব করতে লাগল যেন সে ঘুমিয়ে আছে।

স্কটি।	ঠিক বলেছ। আমি ওর নাক ডাকার আওয়াজ শুনেছি।

ডেভিস। তারপরে আমি যখন ওকে ডাকতে গেলাম তখন গায়ে হাত দিতেও হলনা। আমি খুব নীচু গলায় প্রায় চুপি চুপি বলার মতন যেই বলেছি "আটটা ঘণ্টা, স্মিটি," অমনি সে হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসল যেন এতক্ষণ মরার মতো ঘুমিয়ে ছিল।

ককি। ওরে বাবা !

ড্রিসকল। (মাথা নাড়ে)—ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। মনটায় নানা সন্দেহ আসাযাওয়া করছে।

ডেভিস। (উত্তেজিত)— আরেকটা কথা এখন মনে পড়ছে—ওই যে ওপরের ঘুলঘুলিটা সেটাই বা খুলে গেল কি করে ? পল যে ওটা খোলেনি এটাতো স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছে। সে খুললে অতবার শীত লাগছে বলে চেঁচামেচি করত না।

স্মিটি। এটুকু বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে লোকটা ঘুলঘুলি খুলেছে সে আমাদের হিতৈষী নয়।

জ্যাক। (তিক্তস্বরে)—কোন্ ঘুলঘুলি ? কি তোমরা বলছ ?

ডেভিস। (পলের মাথার ওপরকার ঘুলঘুলিটা দেখিয়ে বলে)—ওইটা। আমি যখন এলাম তখন ওটা খোলা ছিল। আমার কাঁধে ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় আমি বন্ধ করে দিয়েছি। সামান্য আলোও ওই ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়লে সমুদ্রের ওপরকার আলোঘরের মতো দেখাবে। তারপরে ঘুলঘুলি বন্ধ রাখার কড়া হুকুম রয়েছে। এই জঘন্য কাজ কে করতে পারে ভাব দেখি। আমরা কেউ করিনি। সোয়ানসন বা আইভ্যানও করেনি। তাহলে কে ?

ককি। কে আবার ? ওই হতভাগা নবাব বাহাদুর।

ডেভিস। হয়তো ওই ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে আলো দেখিয়ে কোন সঙ্কেত পাঠাচ্ছিল। ওরা অনেক সময় ওই রকম করে। লণ্ডন সহরে আর সমুদ্রের ধারে ওই রকম আলো দিয়ে সঙ্কেত করতে গিয়ে কত লোক যে ধরা পড়েছে তাতো আমরা কাগজে পড়েছি।

ককি। (এই সমস্ত গল্প সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে)—ও বেটা এখন হ্যাচের ওপর একলা দাঁড়িয়ে কি করছে ? আমরা সবাই

বুঝতে পেরেছি বলে ভয়ে একা থাকবার চেষ্টা করছে নিশ্চয়ই।

ড্রিসকল। স্কটি ওর দিকে নজর রাখ।

স্কটি। আমি ঠিক লক্ষ্য করছি। তখন থেকে একটুও নড়েনি।

জ্যাক। (ক্রুদ্ধ বিভ্রান্ততায়)—কিন্তু ওতো একজন ইংরেজ—ও কেন—

ডেভিস। ইংরেজ? কি করে জানলে ও ইংরেজ? ইংরেজী কথা বললেই তো আর ইংরেজ বলে প্রমাণ হয় না। কাগজে পড়নি যে সমস্ত জার্মাণ গুপ্তচরদের ইংলণ্ডে ধরা হচ্ছে তারা কেউ দশ বছর, কেউ বিশ বছর ইংলণ্ডে বসবাস করছে। কথা শুনে তারা ইংরেজ নয় ধরা অত্যন্ত কঠিন। তার ওপরে তোমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করনি—ওর কথাও স্বাভাবিক নয়। ও অত্যন্ত শুদ্ধ ভাষায় কথাবার্তা বলে। কোন সত্যিকারের ইংরেজকে অতশুদ্ধ ভাষায় কথাবার্তা বলতে শুনেছ? ককি কি বল?

ককি। অত ভাল ইংরেজীতে কথা বলতে আমি কোন ইংরেজ ভদ্রলোককেও শুনিনি।

ডেভিস। আমাদের মতন বা কোন জাহাজীর মতন কথাবার্তা ও বলেও না, বলতে পারেও না। ওকে দেখতেও ইংরেজের মতো নয়। আর সব থেকে আশ্চর্য হল—ওর সম্পর্কে আমরা কেউ কিছু জানি না। ওর কোথায় বাড়ী, সেখানে কে আছে, এ সব কথা ও কখনো আলোচনা করেনি। আমরা শুধু এইটুকু জানি যে লড়াই আরম্ভ হবার এক বছর আগে লণ্ডনের বন্দরে সে জাহাজে এসে উঠল। যে সব কাগজপত্র ও দাখিল করেছে সেগুলোও খুব সম্ভবতঃ কারু কাছ থেকে চুরি করে আনা। যে লোক জাহাজের কম্পাসকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানে না, সে যে আগে কোন জাহাজে কাজ করেছিল একথা বিশ্বাস হয় না। ওর সব কিছুই যেন কুয়াশাঢাকা। জাহাজের আর সবারই সঙ্গে ও কখনো প্রাণখুলে কথা বলে না। মনে হয় সর্বদা ও যেন কি একটা লুকিয়ে রাখতে চাইছে।

ড্রিসকল। (জানুতে থাপ্পড় মেরে রেগে বলে)—তোমার কথা আলবৎ সত্যি হতে বাধ্য—একথা আমি দিব্যি করে বলতে পারি।

কফি। (সেও রেগে গেছে)—আকাশে নাক তুলে উনি এমনভাবে চলা-ফেরা করেন যেন কোন রাজপুত্র এসেছেন।

ডেভিস। নামটাও দেখনা—অতি সাধারণ ইংরেজ নাম—স্মিথ। আমি হলপ করে বলতে পারি যে যখন সত্যি ঘটনা প্রকাশ পাবে তখন দেখা যাবে ও হল জার্মাণ আর নাম সিচমিড্‌ট। যদি আমার কথা মিথ্যে হয় তবে সামনের মাইনে পাবার দিন আমি দশ টাকা বাজী হারতে রাজী আছি।

জ্যাক। (নিজের মনের স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে লড়াই করে)—দূর! তোমরা কি যে বল তার ঠিক ঠিকানা নেই। তোমাদের কথা শুনলে দুঃখ হয়। এই রকম একটা পুরোণ জাহাজে গুপ্তচর রেখে ওদের কি সুবিধা হবে।

ডেভিস। (বুদ্ধিমানের মতন মাথা নাড়ে)—ওরা খুব গভীর জলের মাছ। ওরা জানে যে নানা বন্দরে একজন জাহাজী অনেক কিছু দেখে যা তাদের পরে কাজে লাগবে। তারপর ও যদি ঠিক সময় সঙ্কেত পাঠায় আর গোলার মুখে আমাদের উড়িয়ে দিতে পারে তাহলে অন্ততঃ একটা জাহাজ তো কম্‌ল। (নীচু গলায় স্মিটির বিছানা দেখিয়ে বলে) কিংবা হয়তো ওর ওপরেই ভার পড়েছে আমাদের উড়িয়ে দেওয়ার।

স্কটি। (ভীত চকিত কণ্ঠে)—চুপ চুপ ও এইদিকেই আসছে।

[স্কটি দৌড়ে গিয়ে বেঞ্চিতে বসে পড়ে। চারিদিকে নিথর নিস্তব্ধতা। একে অন্যের দিকে অস্বাভাবিকভাবে তাকায়। স্মিটি ঘরে এসে তার বাক্সের পাশে বসে। তারপরে চুপি চুপি হাত চালিয়ে তার বাক্সটা যথাস্থানে আছে কিনা দেখে। অন্য সবাই যে তার দিকে অত্যন্ত ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার চালচলন লক্ষ্য করছে সেটা সে বুঝতে পারে না। বাক্স যথাস্থানে আছে দেখে স্মিটি নিশ্চিন্ত হয়ে হাত সরিয়ে নেয়। ঘরের আবহাওয়া অত্যন্ত সচকিত হয়ে ওঠে—মনে হয় সবাই যেন একসঙ্গে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে]

স্মিটি। (কথাগুলো সাধারণভাবে বললেও অত্যন্ত সাংঘাতিক শোনায়)

—আজকে রাতে যা আলো তাতে কাছাকাছি সাবমেরিণ থাকলে আমাদের দেখতে কোন অসুবিধা হবে না।

[সামনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তারপর যেন ঘরের সচকিত আবহাওয়া অনুভব করে। আশ্চর্য হয়ে একে একে সকলের মুখের দিকে তাকায়। সবাই ওর দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। সে অত্যন্ত অবাক হয়ে যায়। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বাইরে চলে যায়।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতায় কাটে। তারপরেই উত্তেজিত আলোচনার ঝড় বাঁধ ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে পাক খেতে থাকে।]

ডেভিস। দেখেছ,—দেখেছ বাক্সটা আছে কিনা কি রকম করে দেখছিল?

ককি। কিন্তু ডুবো জাহাজের কথা বলে ও নিজেকে ফাঁস করে দিল। ভগবান লোকটাকে অন্ধ করে দাও।

স্কটি। লক্ষ্য করেছ কি রকম চোরের মতন আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল?

ড্রিসকল। অপকর্মের কালকালিতে আমি আর কারু মুখ ওই রকম কালো হয়ে যেতে দেখিনি।

জ্যাক। (অবশেষে যেন তার বিশ্বাস হয়েছে)—ওকে দেখে ভাল লাগল না। ওকে সত্যিই বদমায়েস মনে হচ্ছে।

ডেভিস। (উত্তেজিত)—আমরা তাহলে এখন কি করব? আমাদের তাড়াতাড়ি কিছু করতে হবে তা না হলে—

[ঠিক সেই সময় কোন ভারী জিনিষ ঘরটাকে ধাক্কা দিল। মনে হল ঘরের বাইরে জলের দিকে অস্পষ্ট আওয়াজ করে কি একটা লাগল। প্রচণ্ড ভয়ে বিস্ফোরিত চক্ষু নাবিকরা এক লাফে উঠে দাঁড়ায়। মনে হয় তারা সবাই এক্ষুণি এক দৌড়ে ওপরের ডেকে চলে যাবে। সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে গভীর একাগ্রতায় কি হচ্ছে শোনবার চেষ্টা করে। কয়েক মুহূর্ত তাদের সচকিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে কেটে যায়।]

জ্যাক। (শুকনো হাসি হেসে বলে)—দূর এক টুকরো ভাসা কাঠ কিংবা ভাঙ্গা ডাল এসে লেগেছে।

[সে আবার বসে পড়ে]

ডেভিস। (শ্লেষ করে বলে)—জাহান্নামে পাঠান কোন জাহাজের ভাঙ্গা টুকরোও হতে পারে। কিংবা কোন মাইন যা ফাটল না।

ককি। (কম্পিত হাতে কপালের ঘাম মোছে)—হায় ভগবান !

[বেঞ্চে বসে পড়ে যেন তার গায়ের সব জোর শেষ হয়ে গিয়েছে]

ড্রিসকল। (রেগে আগুন হয়ে গিয়েছে)—ভগবান ওদের জাহান্নামে পাঠাক। কোন মরদের বাচ্চা এই সব বসে বসে সহ্য করতে পারে না। সামনাসামনি আমি কোন শালাকে ভয় করি না। পৃথিবীর যে কোন লোক মুখোমুখি লড়তে আসুক লড়ে যাব। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে এই রকম শয়তানি চাল—(সে স্মিটির বাক্সের দিকে দৌড়ে যায়।) ওই ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে ওটাকে ফেলে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হব।

স্কটি। (পাগলের মতো ওর হাত চেপে ধরে)—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি ?

ডেভিস। ড্রিস্ক ওই সব জিনিষ নিয়ে ছেলেখেলা করোনা। আমি জানি কি করে ওই সব জিনিষ সামলাতে হয়। জ্যাক ওই জলের বালতীটা আগিয়ে দাও দেখি (জ্যাকের তথাকরণ) আর স্কটি তুমি দেখ ও ছাচের কাছে গিয়েছে কিনা।

স্কটি। (সন্তর্পণে দেখে)—হ্যাঁ, ও ওখানে গিয়ে চুপ করে বসে আছে।

ডেভিস। ও নড়াচড়া করলেই আমাদের ডাক দেবে। হ্যাঁ এইবার গদীটা তোল। ড্রিস্ক খুব সাবধানে কাজ করবে। (ড্রিসকল অতি সাবধানে তাই করে) এইবার ওটাকে নিয়ে এস জ্যাক। সাবধান—ভগবানের দোহাই নাড়িওনা এখন। এইবার এই জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। ব্যস এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। (তারা সবাই পরম নিশ্চিন্ততায় বসে) জল ঢুকলেই ওটা নষ্ট হয়ে যাবে।

ড্রিসকল। (ডেভিসের পিঠ চাপড়ায়)—বাঃ ডেভিস সাবাস। (হাতে থুথু

ফেলে মারামারির জন্তে তৈরী হয়) এইবার ওই বদমায়েস বিশ্বাসঘাতকটাকে কিভাবে সায়েস্তা করা যাবে বল।

ককি। (সেও মারামারি করতে প্রস্তুত)—আমি বলি কি ওর মুখ বেঁধে জলে ঠেলে ফেলে দাও।

ডেভিস। হ্যাঁ তাহলেই উচিত শিক্ষা হবে।

জ্যাক। আঃ কি পাগলের মতন আজেবাজে কথা বলছ। প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে দোষী বলবে কি করে—আর বাক্সটার মধ্যে কি আছে না দেখলে কিছুই প্রমাণ করা যাবে না।

ড্রিসকল। (অতি উত্যক্ত স্বরে)—আমরা যা দেখেছি আর শুনেছি তাতেই যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। বেশ তাহলে এবার ড্রিসকলের কথা শোন। ওই বাক্সের মধ্যে যদি কিছু শয়তানী থাকে, তাহলে স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে যাবে যে ও আমাদের মারবার মতলব করেছে। আমরা ওর সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করিনি—বরঞ্চ নিজেদের একজন করে নিয়েছি (ঘুষি তোলে) আমি নিজের হাতে তার গলা টিপে মেরে জলে ফেলে দেব। সকাল বেলায় দেখা যাবে যে, একজন নাবিক কমে গেছে।

ডেভিস। ঠিক বলেছ। আমাদের ও বিষয়ে কিছু জানবার প্রয়োজন নেই। আমরা কি করে জানব ও কি করে হারিয়ে যাবে। যে রকম পাগলাটে লোক আত্মহত্যাও করতে পারে। কি বল?

ককি। সহরে গুপ্তচরদের ধরতে পারলে ফাঁসি দিয়ে দেয়।

জ্যাক। (অত্যন্ত অসন্তুষ্ট স্বরে)—দেখ তোমরা যা বলছ তা যদি সত্য হয়, তাহলে আমি ওকে নিজের হাতে মেরে ফেলব। এবার একটু শান্ত হও দেখি সবাই।

ড্রিসকল। (বাক্সটার দিকে তাকিয়ে থাকে)—এটা কি করে খোলা যাবে তাই ভাবছি।

স্মিটি। (দরজার কাছ থেকে সাবধান করে)—দাঁড়িয়েছে।

ডেভিস। ও এবার ঘরে এলেই ওর কাছ থেকে জোর করে চাবিগুলো কেড়ে নিতে হবে। ড্রিসকল তাড়াতাড়ি তুমি আর জ্যাক দরজার দুপাশে লুকিয়ে থাক। ও ভেতরে ঢুকলেই ওকে চেপে ধরবে। (তারা দরজার দুপাশে গিয়ে দাঁড়ায়। ডেভিস ওপরের বাঙ্ক থেকে

খানিকটা দড়ি নিয়ে আসে)—এইটা দিয়ে আমি আর স্কটি ওকে বেঁধে ফেলব।

স্কটি। ও এইদিকে ঘুরেছে—আসছে! (তাড়াতাড়ি দরজার কাছ থেকে সরে আসে)

ডেভিস। ককি, আমাদের সাহায্য করবার জন্যে প্রস্তুত থেকো।

ককি। নিশ্চয়ই।

[স্মিটি যেই ঘরের মধ্যে আসে অমনি তাকে কঠোরভাবে পিছমোড়া করে ধরা হয়। প্রথমে সে বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু যখন বোঝে যে, তাতে কোন ফল হবে না তখন অত্যন্ত শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ডেভিস আর স্কটি তার হাত বেঁধে ফেলে।]

স্মিটি। (তার হাত বাঁধা হয়ে যাবার পর শান্ত কিন্তু ঘৃণিত স্বরে বলে) —এটা যদি তোমাদের কোনরকমের ঠাট্টা হয়, তাহলে আমি স্বীকার করছি যে, আমার এটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।

ককি। (রেগে)—মুখ বন্ধ কর।

ড্রিসকল। (কঠোর স্বরে)—এটা মোটেই ঠাট্টা নয়। তোমার পাওনাগণ্ডা যখন তুমি সুদ সমেত পাবে, তখন সেটাও তোমার পছন্দ হবে না একথাও এখন থেকে বলে রাখছি। (স্কটিকে)—স্কটি দরজার দিকে নজর রাখ। কাউকে আসতে দেখলেই খবর দেবে।

[স্কটি আবার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়]

স্মিটি। (আগের স্বরে)—ব্যাপারটা কী জানালে বাধিত হব।

ড্রিসকল। (প্রচণ্ড রেগে)—আমাদের জানাতে হবে না—তোমারই বেশ তাড়াতাড়ি বলা উচিত যে ব্যাপারখানা কি। (জ্যাক আর ডেভিসকে)—ওকে এইখানে নিয়ে এস। (তারা স্মিটিকে বালতীটার কাছে নিয়ে আসে)—তাকিয়ে দেখ খুনে কোথাকার। দেখতে পাচ্ছ ?

[স্মিটি জলে ডোবান তার বাক্সটা দেখে প্রথমে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়। পরমুহূর্তে তার মুখ ব্যথায় ভরে যায়।]

ডেভিস। (খোঁচা দিয়ে বলে)—দেখ দেখ কি রকম আশ্চর্য হয়েছে।

আমাদের ওপর নোংরা গুপ্তচরগিরি করতে হলে তোমার আরো ভোরে জাগতে হবে।

কফি। ভেবেছিলে বুঝি তুমিই একা শেয়ালের মতো ধূর্ত, না?

স্মিটি। (তার নিজের রাগকে সংযত করার চেষ্টা করে বলে)—তার মানে কি? ওটাতো একটা—কি সাহস তোমাদের! আমার ব্যক্তিগত জিনিষপত্রে হাত দিয়েছ কেন?

কফি। (ঠাট্টা করে বলে)—হ্যাঁ হ্যাঁ তাতো বটেই—তোমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি!

ড্রিসকল। (চীৎকার করে ওঠে)—ওটা কি? আমার মুখের ওপর বলবার সাহস আছে শুয়োর কোথাকার? ওর ভেতরে কি আছে?

স্মিটি। (ঠোঁট কামড়ায়—নিজেকে প্রচণ্ড চেষ্টাতে সংযত রাখে)—কিছুই না। তাছাড়া ওটা আমার জিনিষ—তোমরা নিজেদের চরকায় তেল দাওগে।

ড্রিসকল। ও তাই নাকি—তাই নাকি (স্মিটির মুখের সামনে ঘুষি ঝাঁকায়) এখনো বড় বড় কথা। তোমার জিনিষ না? তাহলে এখন তোমার ব্যাপারকে আমাদের ব্যাপার করতে হবে। (জ্যাক আর ডেভিসকে) ওর চাবিগুলো কেড়ে নাও। সেইগুলো দিয়েই নিশ্চয়ই ওই বাক্সটা খোলা যাবে। (তারা স্মিটিকে তল্লাস করতে সুরু করে। স্মিটি বাধা দেয়—লাথি ছোঁড়ে। ড্রিসকল এক লাফে আগিয়ে এসে ওকে ঠেলে সরিয়ে দেয়) কি লাথি মেরে বালতীটা উলটে দেবার মতলব। তোমরা সবাই দেখেছ—ও আমাদের খুন করবার চেষ্টা করেছে। কফি বালতীটা ওর পায়ের কাছ থেকে সরিয়ে রাখ।

[স্মিটি প্রাণপণ শক্তিতে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে। সকলের ওকে সামলাতে কিছুক্ষণ চলে যায়। কফি সেই বালতীটাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। স্মিটি লাথি ছোঁড়ে—লাথিটা বালতীতে না লেগে কফির পায়ে লাগে। কফি বালতীটা সশব্দে রেখে দুহাতে হাঁটু ধরে ঘরময় চীৎকার করে আর গালাগালি দিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে থাকে]

কফি। উঃ গেলাম, গেলাম। ভগবান রক্ষা কর। বেটা বদমায়েস

আমায় লাথি মারল। খুনে শয়তান বদমায়েস কুত্তা কোথাকার। (স্মিটিকে ইতিমধ্যে জ্যাক আর ডেভিস দুদিকে ধরে দরজার কাছে দেওয়ালের সঙ্গে সেটে ধরেছে। স্মিটি আর বাধা দেবার চেষ্টা করছে না। ককি চীৎকার করতে করতে স্মিটির সামনে গিয়ে হাজির হয়)—লাথি মারবে আমাকে—দেখাচ্ছি দাঁড়াও। তোমার আমি বদন বিগড়ে দেব বদমায়েস কোথাকার।

[ককি ঘুষি তুলে মুখে মারতে যায়। ড্রিসকল তাকে এক-পাশে সরিয়ে দেয়]

ড্রিসকল। আঃ চুপ কর। চীৎকার করে গোটা জাহাজটাকে জানিয়ে দেবে নাকি ?

[ককি চাপা স্বরে অনুযোগ করতে করতে পেছনের বেঞ্চিতে বসে পায়ের সেবা করতে থাকে। জ্যাক ইতিমধ্যে স্মিটির পকেট থেকে এক থোকা চাবি বার করেছে]

জ্যাক। এই যে পেয়েছি ড্রিস্ক।

ড্রিসকল। (চাবিটা নেয়)—এইবার দেখা যাক ভেতরে কি আছে।

[বালতীটাকে দুপায়ের মাঝখানে টেনে নিয়ে সেটার ভেতরকার বাক্সটাকে খোলবার আয়োজন করে। স্মিটি ওদের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিন্তু ধ্বস্তাধ্বস্তিতে সেও তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অন্যেরা তাকে সহজেই বাধা দেয়।]

স্মিটি। (ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে) —কাপুরুষের দল।

জ্যাক। (গর্জন করে ওঠে)—শুধু শুধু গালাগাল দিচ্ছ কেন—ওতে তোমার কোন লাভ হবে না।

ড্রিসকল। (জলের ভেতরে বাক্সের তালাটিকে অনুধাবন করে কোন্ চাবিটা লাগবে সেটা বোঝবার চেষ্টা করে)—এইটাই লাগবে মনে হচ্ছে।

[একটা চাবি ধরে সেই হাতটা জলে ডুবিয়ে বাক্সটার কাছে সাবধানে নিয়ে যায়]

স্মিটি। (রাগে তার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস হয়েছে—রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করে

বলে)—বাক্সটা খুলো না, ড্রিসকল। যদি খোল তাহলে তোমাকে আমি খুন করব। তার জন্তে যদি ফাঁসি যেতে হয় তাও যাব।

ড্রিসকল। (জলের মধ্যে তার হাতটা থেমে যায়)—এই বাক্সটা খোলার পর খুন আমি, হব না বাছাধন—খুন হবে নোংরা গুপ্তচর বেটা।

স্মিটি। (তার কণ্ঠ রাগে কম্পিত—তার দৃষ্টি ড্রিসকলের হাতের দিকে নিবদ্ধ)—গুপ্তচর! সেটা আবার কি কথা? আমি বাক্সটাকে আমার বিছানার তলায় রেখেছিলাম যাতে জাহাজে টরপেডো লাগলে ওটাকে হাতের কাছেই পাই। তোমরা কি সবাই পাগল হয়ে গেছ? তোমাদের কি ধারণা যে আমি—(কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়)—এক পাল বোকা কুত্তা কোথাকার! এক দল ভীরু উজবুক।

ডেভিস। (হাত দিয়ে স্মিটির মুখ চাপা দেয়)—বেশ বেশ যথেষ্ট হয়েছে।

[ড্রিসকল বাক্সটাকে ধীরে ধীরে জল থেকে তুলে তালাতে চাবি লাগায়। স্মিটি প্রচণ্ড শক্তিতে লাফ মেরে আগিয়ে আসে। তার টানে যারা তাকে ধরে ছিল তারাও ঘরের মাঝখান পর্যন্ত এসে পড়ে। মনে হয় যে, এই হেঁচকা টানে স্মিটি বোধহয় নিজেকে মুক্ত করে নেবে]

ড্রিসকল। ওকে শক্ত করে ধরে থাক বোকা কোথাকার।

[বাক্সটাকে আবার জলে ডুবিয়ে রেখে তাদের সাহায্য করতে থাকে। ককি লাথি খাবার কথা মনে রেখে ওদের ধ্বস্তাধ্বস্তির কাছাকাছি এলেও নির্বিঘ্ন দূরত্ব বজায় রাখে]

স্মিটি। (রেগে বলে)—জাহান্নামে যাও, কাপুরুষের দল। যত সব বোকা ঘেয়ো কুত্তা। (তাকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে সকলে ধরে থাকে) তোমরা সব কাপুরুষ—কাপুরুষ।

ড্রিসকল। তোমার ওই জঘন্ত মুখটা বন্ধ করে রাখা দরকার। চিন্তা নেই সেই ব্যবস্থাই করছি।

[নিজের বাক্স থেকে খানিকটা বাজে কাপড় নিয়ে আসে]

স্মিটি। তোমরা সব কাপুরুষ! একদল কাপুরুষ।

ড্রিসকল। (কঠোর হাতে কাপড়টাকে ওর মুখে ঢুকিয়ে ভাল করে মাথার পেছনে বেঁধে দেয়। জ্যাক তাকে সাহায্য করে)—জ্যাক

তোমার রুমালটা দাও তো। লোকজনকে গালাগালি দেবার ফল এইবার পাবে। ওতেই তোমার মুখ বন্ধ রাখবে। ওকে এবার দাঁড় করিয়ে পাটাও বেঁধে দাও যাতে বেশী নড়াচড়া করতে না পারে। (তাই করা হয়। তার দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে স্কটির কাছে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। অন্য সকলে এবার ড্রিসকলের কাছে এসে বসে। ড্রিসকল জল থেকে বাক্সটাকে তুলে অতি সাবধানে তার হাঁটুর ওপরে রাখে। তারপর আবার একটি চাবি খুঁজে বার করে কিছুক্ষণ দ্বিধা করে অন্যের মুখের দিকে তাকায়) আমার মনে হচ্ছে এটাকে ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেই ভাল হয়। কি বল?

জ্যাক। (অত্যন্ত অসন্তুষ্ট) তোমার ক্যাপ্টেন সাহেব জাহান্নামে যাক। এটা আমাদের ব্যাপার আমাদের মধ্যেই থাকা উচিত। কারু সাহায্য না হলেও আমাদের চলবে।

কফি। হ্যাঁ হ্যাঁ এর মধ্যে অফিসারদের টেনে এনে দরকার নেই।

ডেভিস। শেষকালে দেখবে তারাই সমস্ত কৃতীত্বটা নিয়ে নিয়েছে। খেটে মরলাম আমরা আর বীরত্বের জন্য বাহবা পাবেন তারা।

ড্রিসকল। (সাহস করে বলে)—বেশ তাহলে খুলেই ফেলি।

[তালায় চাবি লাগিয়ে ঘোরায়। অন্য সকলে একটা ভয়ঙ্কর কিছুর আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ড্রিসকল ঢাকনিটা খুলে ফেলে ভেতরে দেখে। তার দৃষ্টি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় সে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেছে। সবাই ওর চারপাশে ভীড় করে এমন কি স্কটিও কি ব্যাপার দেখবার জন্যে পাহারা ছেড়ে আগিয়ে আসে]

এটা কি ডেভিস?

ডেভিস। (সেও ভীষণ আশ্চর্য হয়েছে)—জিনিষটা ভারী অদ্ভুত দেখতে না? চৌকো কি একটা রবারের ব্যাগের মধ্যে ভরা রয়েছে হয়তো ডিনামাইট বা আর কিছু বলা সহজ নয়।

জ্যাক। ও জিনিষটার গড়ন দেখে ওটা যে বোমা নয় এটা আমি হলপ করে বলতে পারি।

ডেভিস। (সন্দেহাকুল)—তাই কি জোর করে বলা যায়। আজকাল নানা রকমভাবে ওইগুলো বানায়।

জ্যাক। ওটা খোল দেখি, ড্রিস্ক।

ডেভিস। সাবধানে সাবধানে!

[ড্রিসকল বাক্সের ভেতর থেকে একটা বড় তামাকের ব্যাগের মতো কাল রং এর থলি বার করে। মুখে বাঁধা দড়িটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলে ফেলে। মুখটা খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা এক থোকা চিঠি বার করে। সেগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে সকলের মুখের দিকে চায়। সে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।]

জ্যাক। (মস্ত একটা হাসি হেসে)—খালি চিঠি। (ডেভিসের পিঠ থাবড়ে বলে) তুমি তো আচ্ছা এক শার্লক হোমস হয়েছ হে। ওগুলো যে ওর প্রেমিকার চিঠি এটা আমি বাজী রেখে বলতে পারি। এইবার নবাব বাহাদুরকে খুলে দেওয়া যাক।

(উঠে দাঁড়ায়)

ডেভিস। (তার দিকে জলন্ত দৃষ্টিতে তাকায়)—বেশী বুদ্ধি ভাল নয়, জ্যাক। তুমি এমনভাবে বলছ যেন কোন চিঠিতে কারু কখন ক্ষতি হয়নি। গুপ্তচররা কিভাবে তাদের হুকুম পায় জানা আছে? আর তারা খবরই বা পাঠায় কি করে? চিঠিই হচ্ছে এই দুই কর্ম করবার শ্রেষ্ঠ রাস্তা। চিঠিকে তুচ্ছ করো না। একটা চিঠি বোমার থেকেও সাংঘাতিক হতে পারে।

ককি। ঠিক বলেছ। চিঠিগুলোকে দেখে খুব নির্দোষ বলে মনে হচ্ছে না। পড়লেই বুঝতে পারা যাবে। (স্মিটিকে দেখিয়ে বলে) ওগুলো ওই নবাববাহাদুরের চিঠি নয়। প্রেমপত্র তো নয়ই।

জ্যাক। (আবার বসে)—বেশ তাহলে চিঠিগুলো পড়া যাক। তাহলেই বুঝতে পারা যাবে।

[ড্রিসকল চিঠি বাঁধা দড়ি খুলতে থাকে। স্মিটির গলা দিয়ে প্রতিবাদের আওয়াজ হয়।]

ডেভিস। (বিজয়ীর উল্লাসে)—দেখ—শোন—ও কি রকম প্রতিবাদ করছে। প্রাণপণে ছাড়া পাবার চেষ্টা করছে। এটাই কি

যথেষ্ট প্রমাণ নয়? ও বুঝতে পেরেছে যে, এবার আমরা ওকে ধরে ফেলব। আর তুমি প্রেমপত্রের কথা বলছিলে না, জ্যাক? বলছিলে ওতে কারু ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। দু' সপ্তাহ আগে ন্যুইয়র্কে একটা পত্রিকায় পড়ছিলাম যে, প্যারিস সহরে একজন জার্মাণ গুপ্তচর সুইজারল্যাণ্ডের এক মেয়ে গুপ্তচরকে প্রেমপত্র লিখত। তিনি আবার সেগুলোকে বের্লিনে পাঠিয়ে দিতেন। অন্য কারু হাতে পড়লে সেগুলো নির্দোষ মানেহীন ভালবাসাবাসির কথা। কিন্তু তার মধ্যে কায়দা করে এমনভাবে আসল কথাগুলো লেখা থাকত যে বের্লিনের ওরা ঠিক বুঝতে পারত। একটা সাদা কাগজে কতকগুলো সাংকেতিক কথা লেখা থাকত। সেটাকে চিঠিটার ওপর ফেলে একসঙ্গে পড়লে সব খবর প্রকাশ পেত। ওই জন্যেই তো ফরাসীরা সব যুদ্ধে হেরে গেল।

কফি। (ভীত)—ওরে বাবা! বদমাস শয়তানগুলোর দারুণ বুদ্ধি তো।

ডেভিস। (সকলকে তার কথায় বশীভূত দেখে অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠেছে)—একেই বলে সাঙ্কেতিক ভাষা। এই চিঠিগুলো পড়লে মনে হয় নির্দোষ—কিছুতেই ধরবার উপায় নেই। কিন্তু আসলে এগুলোতে ভয়ঙ্কর সব খবর পাঠান হয়। (ড্রিসকলের দড়ি খোলা হয়ে গিয়েছে। তাকে বলে) একখানা চিঠি পড় দেখি ড্রিস্ক। আমার চোখটা ভাল নয়।

ড্রিসকল। (প্রথম চিঠিটা বার করে লণ্ঠনটার কাছে ঝুঁকে পড়ে। আলোটা উস্কিয়ে দেয়)—চিঠি পড়তে অবশ্য আমি খুব পাকা নই। তাহলেও চেষ্টা করছি।

[স্মিটি আবার প্রতিবাদে গোঙায়। বাঁধন ছেঁড়বার চেষ্টা করে]

ডেভিস। (অত্যন্ত আনন্দিত)—শুনছ—ও বুঝতে পেরেছে। পড়, ড্রিস্ক।

ড্রিসকল। (ভুরু কুঁচকিয়ে মনোসংযোগ করতে চেষ্টা করে)—শোন—আরম্ভ হচ্ছে প্রিয়তম—(চিঠিটার ওপর দিয়ে চোখ বোলায়) তারপরে অনেক আবোলতাবোল কথা আছে। মেয়েটা বলছে যে সে গানের স্কুলে চাকরি নেবার পর থেকে ওর সঙ্গে আর দেখা

সাক্ষাৎ হয় না। তারপরে মেয়েটা লিখেছে যে, সে আশা করে, এবার ও সংসারী হয়ে স্থির হয়ে এক জায়গায় বসবে। মেয়েটার সঙ্গে আলাপ হবার আগেকার মতো গোটা পৃথিবীময় ছুটে বেড়াবে না। তারপরে শেষ হয়েছে—(পড়ে) তোমাকে আমি পৃথিবীর সব কিছুর থেকে বেশী ভালবাসি। এটা তুমি জান প্রিয়। কিন্তু তোমার সঙ্গে চিরকাল একসঙ্গে বসবাস করতে আমি তখনই রাজী হতে পারি যখন দেখব যে, কাল ছায়াটা তোমার ওপর আর কোন প্রভাব বিস্তার করছে না। কিসের কথা বলছি তুমি বুঝতে পারছ—সেইজন্যে আর সেটার নাম বলতে চাই না। এই কাল ছায়াটাকে তোমাকে সরিয়ে দিতেই হবে। আমি জানি তুমি তা পারবে। অন্ততঃ আমার জন্যে তোমাকে এটা করতে হবে। (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে—তারপর রুক্ষস্বরে বলে)—তলায় সই করেছে এডিথ।

[ওই নামটা উচ্চারণ করা মাত্র স্মিটির কণ্ঠ দিয়ে চাপা কান্নার মতো আওয়াজ বেরোয়। সে তার মুখটা দেওয়ালের দিকে ফেরায়। যতক্ষণ চিঠিটা পড়া হচ্ছিল স্মিটি চোখ বন্ধ করে এই প্রচণ্ড মানসিক অত্যাচার সহ্য করেছে। এবার তার সহ্যের শক্তি সীমা ছাড়াল]

জ্যাক। (তার মনে সমবেদনা জাগে)—দূর, শুধু শুধু ওই সব চিঠি পড়ে কি হবে ?

ডেভিস। (তীক্ষ্ণস্বরে তাকে বাধা দেয়)—চুপ কর। চিঠিটা কোথা থেকে এসেছে হে ড্রিস্ক ?

ড্রিসকল। চিঠিটার মাথায় কোন ঠিকানা লেখা নেই।

ডেভিস। (অর্থপূর্ণভাবে)—কি বলেছিলাম ? দেখ দেখি ড্রিস্ক খামের ওপরে কোন্ পোস্ট অফিসের ছাপ আছে ?

ড্রিসকল। খামের ওপরে নাম লেখা আছে—সিডনি ডেভিডসন—একশ'—

ডেভিস। ওসব বাজে জিনিষ পড়তে হবে না। নামটাম সব নকল। তুমি বরঞ্চ কোন্ পোস্ট অফিসের ছাপ দেখ।

ড্রিসকল। এক ফ্লোরিনের টিকিট একটা মারা আছে দেখছি। পোস্ট অফিসের ছাপটা এত থেবড়ে গিয়েছে যে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

(কষ্ট করে পড়বার চেষ্টা করে)—বের তারপরে ল-ই-বেরলি—তারপরে মনে হচ্ছে একটা ন।

ডেভিস। (অত্যন্ত উত্তেজিত)—বের্লিন। কি বলেছিলাম তোমাদের? আমি গোড়া থেকেই জানতাম যে, চিঠিটা জার্মানী থেকে এসেছে।

ককি। (স্মিটির দিকে ঘুষি দেখায়)—বেটা ঘেয়ো কুত্তা।

[অন্য সকলে স্মিটির দিকে এমনভাবে তাকায় যেন বের্লিনের খবর পেয়ে তারা তাকে প্রাণদণ্ড দেবে বলে অবশেষে মন স্থির করে ফেলেছে।]

ডেভিস। আমাকে চিঠিটা দাও দেখি ড্রিস্ক। আমি হয়ত ওটার ভেতর থেকে আরো কিছু রহস্য বার করতে পারব। (ড্রিসকল তার হাতে চিঠিগুলো দেয়) তুমি ততক্ষণে অন্য চিঠিগুলো দেখ ড্রিস্ক। বেয়াড়া কিছু দেখতে পেলেই ডাক দিও।

[সে প্রথম চিঠিটার ওপর ঝুঁকে পড়ে তার সাঙ্কেতিক ভাষা যেন বোঝবার চেষ্টা করে। জ্যাক, ককি আর স্কটি গভীর আগ্রহে তার কাঁধের ওপর ঝুঁকে তাকে লক্ষ্য করে। ড্রিসকল অন্য চিঠিগুলোর ওপর দিয়ে একে একে চোখ বোলায় কিন্তু বলার মতন কিছুই পায় না। সে মাঝে মাঝে স্মিটির দিকে তাকায়। তার মুখচোখের ভাব দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে কিছুতেই মনস্থির করতে পারছে না। মনটা সংশয়াকুল হতে চায়, কিন্তু হাতের কাগজ গুলোর কোনটাই তাকে সাহায্য করে না। তাই তার ভুরু কুঁচকে যায়, মন কিংকর্তব্যবিমূঢ়]

ডেভিস। না আমার দ্বারা হবে না। এর সাঙ্কেতিক ভাষা আমার বিদ্যের বাইরে। কিন্তু আমি সহজে হাল ছাড়ছি না। লিভারপুলের ডকে পৌঁছেই পুলিশকে এগুলো দিতে হবে। তারা দেখলে হয়তো কিছু বার করতে পারবে। এই চিঠিটা যুদ্ধ আরম্ভের এক বছর আগে লেখা। তুমি কিছু পেলে ড্রিস্ক?

ড্রিসকল। সবগুলোই প্রথমটার মতন—খালি প্রেম আর ভালবাসার ছড়াছড়ি। কি রকম গান শেখা হচ্ছে—ওস্তাদ শিক্ষক তার

গলার কত প্রশংসা করেছেন—এই সব লেখা আছে। আবার লিখেছে যে, তার প্রেমিক সিডনি যে তার জন্যে এই কঠিন পরিশ্রমের কাজ নিয়েছে তার জন্যে তার মন খুব খুসীতে ভরে গিয়েছে।

[স্মিটি তার মুখটা সম্পূর্ণ দেওয়ালের দিকে ঘুরিয়ে নেয়]

ডেভিস। (বিরক্ত)—আমরা শুধু যদি সঙ্কেতের চাবিটা জানতাম তাহলে ওইসব কথার মানে কি এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝে ফেলতাম।

ড্রিসকল। (সব তলাকার চিঠিটা তুলে নেয়)—আরে এই চিঠিটা দেখছি এই জাহাজের ঠিকানায় লেখা—এস এস গ্লেনকেয়ার্ণ। এতে লিখছে যে, আমরা যখন সাত মাস আগে কেপ টাউনে পৌঁছেছিলাম—(পোষ্ট অফিসের ছাপ দেখে বলে) এই চিঠিটা লণ্ডন থেকে আসছে।

ডেভিস (অত্যন্ত উৎসাহে)—পড় পড়।

[স্মিটির গলা থেকে প্রতিবাদের আওয়াজ গোঙানির মতো শোনায়]

ড্রিসকল (ধীরে ধীরে পড়ে। পড়তে পড়তে তার গলার স্বর অস্পষ্ট হয়ে যায়)—এই চিঠিটার সুরুতে কোন প্রিয় বা প্রিয়তম লেখা নেই—এটা সোজাসুজি সিডনি ডেভিডসন বলে সুরু হয়েছে। লিখেছে—অত্যন্ত প্রমত্ত অবস্থায় তোমার হঠাৎ হ্যারির সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। তার কাছ থেকেই জানতে পারলাম তোমার এখনকার ঠিকানা। তুমি যে কাপুরুষের মতন খালাসী হয়ে সমুদ্রে পালিয়ে যাবে একথা আমি কখনো ভাবিনি। তোমার সম্বন্ধে সত্যি খবর আমি জেনে ফেলেছি একথা বুঝেও তুমি আমার কাছে সব কিছু গোপন করবার চেষ্টা করেছ। তোমাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে আমি বের্লিন চলে গিয়েছিলাম। সেখানেও সহস্র ছোট ছোট মিথ্যে কথা বলে তুমি তোমার আসল চরিত্র আমার কাছ থেকে লুকিয়েছ। এইবার তোমাকে আমি ধরে ফেলেছি। স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, মদ আর আমার মধ্যে তুমি মদকেই বেশী পছন্দ কর। এ বিষয়ে আমার কিছুই বলবার নেই। তোমাকে আমি একদিন ভালবাসতাম, সিডনি

ডেভিডসন—এটাই আমাদের শেষ কথা হোক। আমি আজ অত্যন্ত দুঃখিত যে, একদিন তোমাকে আমি ভালবাসতাম। সেই স্মৃতিটাই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল হোক। তোমার যদি আমার কথা ভাবতে আনন্দ হয়, তাহলে এই ভেবেই আনন্দ পেয়ো যে, তুমি তোমার নিজের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনটাকেও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে নষ্ট করে দিয়েছ। আমার জীবনের এখন একমাত্র আশা যে, যতদিন এই ভগবানের সাম্রাজ্যে বেঁচে থাকবে, তোমার মুখ যেন আর কখনো দেখতে না হয়। বিদায়।

এডিথ

[পড়া শেষ হল। সমস্ত ঘরটায় গভীর নিস্তব্ধতা। স্মিটির বন্ধ মুখের ফাঁক দিয়ে চাপা কান্না ভেসে আসছে। লজ্জায় নাবিকেরা কেউ কারু মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছেনা। ড্রিসকল রবারের ব্যাগটা আলগাভাবে তুলে ধরতেই তার ভেতর থেকে কতকগুলো ছোট সাদা জিনিষ নিঃশব্দে মাটিতে পড়ে। যান্ত্রিকভাবে ড্রিসকল ঝুঁকে পড়ে সেগুলো তুলে নিয়ে অবাক হয়ে তাকায়।]

ডেভিস — ওটা আবার কি ?

ড্রিসকল — (ধীরে ধীরে)—কয়েকটা শুকনো ফুল। হয়তো এটা গোলাপ।

[ফুলগুলোকে ব্যাগের মধ্যে ফেলে দেয়। তারপর চিঠিগুলোকেও ভেতরে রাখে। ব্যাগটাকে আবার বাক্সের মধ্যে রেখে বাক্স বন্ধ করে চাবি দেয়। তারপর বাক্সটাকে স্মিটির গদীর তলায় আবার ভরে রাখে। অন্য সকলের দৃষ্টি তার কাজকর্ম অনুসরণ করে। সে নিঃশব্দে স্মিটির দিকে আগিয়ে যায়। তারপর তার হাতপায়ের দড়ি কোমরের ছুরিটা দিয়ে কেটে ফেলে। তার মুখের বাঁধন খুলে তাকে মুক্ত করে। স্মিটি মুখ ঘোরায় না—দুহাতে মুখ ঢেকে মাথাটাকে দেওয়ালে ঠেকিয়ে রাখে। তার মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ না বার হলেও তার কাঁধের ওঠানামায় তার মনের আকুলতা স্পষ্ট বোঝা যায়। ড্রিসকল অন্যদের

কাছে ফিরে যায়। এক মুহূর্ত চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায়। দুঃখে আর লজ্জায় প্রত্যেক নাবিকই যেন বলার মতন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। ড্রিসকল ফেটে পড়ে]

ড্রিসকল। মরণ হয়না আমাদের। যত বাজে গণ্ডগোল—যার না আছে মানে না আছে প্রয়োজন। আমরা কি আজ সারা রাত্রিতে কেউ ঘুমোব না ?

[সবাই যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে—ধীরে ধীরে যে যার নিজের শোবার জায়গায় চলে যায়। এত তাদের ঘুমোবার তাড়া পড়ে গিয়েছে যে, জুতো খোলবারও আর অবকাশ হয় না। বাঙ্কে শুয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তারা গলা পর্যন্ত কম্বল ঢাকা দেয়। স্মটি পা টিপে টিপে স্মিটির পাশ দিয়ে বাইরের অন্ধকারে চলে যায়। ড্রিসকল আলোটাকে খুব কমিয়ে দিয়ে নিজের বাঙ্কে উঠে যায়।]

॥ যবনিকা ॥

॥ তেল ॥

(Ile)

চরিত্র

ক্যাপ্টেন কিনি
অ্যানি কিনি
শ্লোকাম
বেন
স্টুয়ার্ড
জো
নাবিকগণ

॥ তেল ॥

'এ্যাটলাণ্টিক কুইন' জাহাজটির নাম। তিমি মাছ মেরে তাদের তেল বয়ে নিয়ে যাওয়া এই জাহাজের কাজ। জাহাজের ক্যাপ্টেন কিনির ঘর দেখা যায়। ঘরটি ছোট, চৌকো—ঘরের দেওয়ালগুলো মাত্র ৮ ফিট উঁচু। মাঝখানের ঘুলঘুলি খুললে উঁচু ডেক দেখা যায়। বাঁদিকে দেওয়ালের সঙ্গে লাগান কর্কশ গদীমোড়া বেঞ্চি—তার সামনে একটি টেবিল। বেঞ্চির পেছন দিকে অনেকগুলো পর্দা দেওয়া ঘুলঘুলি। পেছনের বাঁয়ের দরজা দিয়ে ক্যাপ্টেনের শোবার ঘরে যাওয়া যায়। দরজার ডানদিকে দেওয়ালের সঙ্গে লাগা একটি অরগ্যান দেখা যাচ্ছে। অরগ্যানের পালিশ দেখলে মনে হয় সেটা একেবারে নতুন। ডানদিকের পেছন দিকে শ্বেত পাথরের টেবিল। তার ওপরে মেয়েদের শেলাই করবার একটি ঝুড়ি দেখা যাচ্ছে। আর একটু আগিয়ে এলে বাইরে যাবার দরজা। জাহাজের অফিসারদের থাকার ঘরগুলো পেরিয়ে এই দরজা দিয়েই সোজা প্রধান ডেকে পৌছান যায়।

ঘরের মাঝখানে একটি ষ্টোভ, ছাদ থেকে একটি তেলের বাতিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ঘরের সব দেওয়ালগুলোরই রং সাদা।

জাহাজ নড়ছে না। ছাদের বাতাস আসবার পথ দিয়ে অতি ক্ষীণ ফ্যাকাশে আলো দেখা যাচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটি হল এমন একদিন যখন আকাশ এবং সমুদ্র সম্পূর্ণ নিথর হয়ে গেছে। তাদের এই নিষ্কম্পমান অবস্থা মৃত্যুর ভয়ঙ্কর স্তব্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেবলমাত্র মাথার ওপর কোন একজনের মাপা পদশব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

দুটি ঘণ্টা পড়বার বেলা অর্থাৎ দুপুর একটা। সাল ১৮৯৫।

পট উঠলে কিছুক্ষণ চারিদিকে সম্পূর্ণ স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। তারপর স্টুয়ার্ড ধীরে ধীরে প্রবেশ করে টেবিলের ওপর থেকে এঁটো বাসনগুলো সরিয়ে নিতে থাকে। সে অতি বৃদ্ধ, মুখে দীর্ঘ পরিশ্রমের ছাপ। পরনে খালাসীদের প্যাণ্ট ও সোয়েটার, মাথায় উলের টুপি—তাতে কাণ ঢাকবার ব্যবস্থা আছে। তার হাবভাব দেখে মনে হয় সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ। প্লেট তুলতে তুলতে সে

ওপরের ঘুলঘুলিটির দিকে তাকায় তারপর পা টিপে টিপে পেছনের দরজার কাছে গিয়ে কাণ পেতে শোনে। ভেতরকার কথা শুনে সে আরো রেগে যায় এবং আপন মনে গালাগালি দেয়। ডানদিকের দরজার বাইরে শব্দ শুনে সে তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে সরে যায়।

বেন ঢোকে। বেন অল্প বয়সেই হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে। তার চালচলন তাই সর্বদা অদ্ভুত। তার লম্বা মুখে লালচে দাগ তার চেহারাটাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। স্টুয়ার্ডের মতন পোষাক সেও পরে আছে। ঠাণ্ডায় তার দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। সে ঘরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি ষ্টোভটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখানে দাঁড়িয়েও তার কাঁপুনি থামে না, হাতে ফুঁ দেয়, জানুতে হাত ঘষে, তার চোখে প্রায় জল এসে গেছে।

স্টুয়ার্ড। (বেনকে দেখে আশ্বস্ত হয়)—ও তুমি—তাই বল? অত কাঁপছ কেন? তোমার ষ্টোভের কাছেই কাজ, সেখানে থাকলে ওই রকম বিশ্রীভাবে কাঁপতে হয় না।

বেন। বড্ড ঠা—ঠা—ঠাণ্ডা। (কাঁপুনিটাকে সামলাবার চেষ্টা করে) তুমি আমাকে বুড়ো কর্ত্তা ভেবেছিলে মনে হচ্ছে?

স্টুয়ার্ড। (তার দিকে মারমুখো হয়ে যায়। বেন তাড়াতাড়ি পেছিয়ে যায়।)—চুপ চুপ চ্যাংড়া ছোঁড়া—শীগগীর চুপ কর। তা না হলে তোকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব। (একটু ভদ্রভাবে) এতক্ষণ কোথায় ছিলে—ফোকশালে?

বেন। হ্যাঁ।

স্টুয়ার্ড। বুড়ো যদি তোমাকে একবার নীচের খালাসীদের সঙ্গে আড্ডা মারার সময় ধরতে পারে তাহলে এমন মার দেবে যে, তুমি এ জীবনে আর সেটা ভুলতে পারবে না।

বেন। না উনি কিছু লক্ষ্য করেন না। (তার কণ্ঠস্বরে ভয়। ওপর দিকে তাকায়) উনি তো খালি একটানা এধার থেকে ওধার পর্যন্ত হেঁটে যান—দেখলে মনে হয় আমরা কেউই তাঁর দৃষ্টিতে পড়ছিনা। তাঁর লক্ষ্য কেবল ওই উত্তরের বরফের পাহাড়ের দিকে।

স্টুয়ার্ড। (তার গলার স্বরেও ভয় প্রকাশ পায়)—হ্যাঁ সর্বদা বরফের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। (হঠাৎ নিষ্ফল রাগে ওপরের দিকে

ঘুষি তুলে চীৎকার করে ওঠে) বরফ—বরফ—বরফ। ও বেটা জাহান্নামে যাক, ওর বরফও জাহান্নামে যাক। প্রায় গত এক বছর ধরে আমাদের ধরে রেখেছে। আর আমাদের চারদিকে বরফ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না। গুড়ের মধ্যে মাছি আটকে গেলে তার যেমন অবস্থা হয় আমাদেরও ঠিক সেই অবস্থা।

বেন। (উদ্বিগ্ন)—চুপ চুপ এখুনি শুনতে পাবে।

স্টুয়ার্ড। (রেগে)—শুনুকগা। ভাল করে শুনুক। আমি ওকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছি, এই উত্তর মহাসাগরটাকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছি, এই আঁসটে গন্ধওয়ালা তিমি ধরা জাহাজটাকে পাঠাচ্ছি—আর বোকার মতন এই জাহাজে চাকরি নিয়েছি বলে আমি নিজেকেও জাহান্নামে পাঠাচ্ছি। (চীৎকারের নিষ্ফলতা বুঝে ধীরে ধীরে চুপ করে যায়। মাথা নাড়ে, তারপরে ধীর গম্ভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলে) ও বড় কড়া লোক। ওর মতন কড়া লোক। খুব বেশী সমুদ্রে আসেনি।

বেন। (গম্ভীরভাবে)—ঠিক বলেছ।

স্টুয়ার্ড। আমরা যে দুবছরের জন্যে চাকরি নিয়েছিলাম সে দুবছর আজ শেষ হবে। হায় ভগবান—দুবছর কুত্তার জীবন যাপন করলাম কিন্তু কিছুই হলনা—মাছও পাওয়া গেল না। দুর্গন্ধময় খাবারগুলোও কমে আসছে, আধপেটা খেতে খেতে পাগল হয়ে গেলাম। ওর কিন্তু বাড়ী ফেরবার কোন লক্ষণ নেই। (তিক্তভাবে) বাড়ী! আমি জীবনে কখনো আর শক্ত জমি দেখতে পাব কিনা তাই জানিনা। (উত্তেজিত) ওর মতলব কি? ভেবেছে বুঝি আমাদের চাকরির সময় পার হয়ে যাবার পরেও আমাদের জোর করে আটকে রাখবে—যতদিন না আমরা একজন একজন করে মরে যাই কিংবা জমে বরফ হয়ে যাই। আজকে বাড়ী মুখো হলেও শেষ পর্যন্ত যাবার মতন খাবার নেই আমাদের সঙ্গে। নাবিকরা জানে? তারা কি করবে মনে করেছে? ফোকশালে কোন আলোচনা শুনলে?

বেন। (ওর কাছে আগিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বলে)—ওরা বলছিল জাহাজের মুখ আজকে যদি দক্ষিণদিকে না ফিরিয়ে দেয় তাহলে ওরা সবাই বিদ্রোহ করবে।

স্টুয়ার্ড। (গভীর পরিতৃপ্তিতে)—বিদ্রোহ। হ্যাঁ এ ছাড়াতো আর কিছুই করবার নেই। বিদ্রোহ করাই উচিত হবে। খালাসীদের সঙ্গে ও বেটা যেমন কুকুরের মতন ব্যবহার করেছে, এবার তার ন্যায্য উত্তর ওকে দিতে হবে।

বেন। দক্ষিণদিকের বরফও সব ভেঙে গিয়েছে। পরিষ্কার জল দেখা যাচ্ছে। ওরা বলছিল এখন দক্ষিণে না ঘোরবার কোন কারণ থাকতে পারে না।

স্টুয়ার্ড। (তিক্ত)—ও বেটার চোখে উত্তর দিক ছাড়া আর কিছু নেই। বরফ ছাড়া ও আর কিছু দেখতে পায় না। পরিষ্কার জল দেখবার ওর কোন ইচ্ছাই নেই। ওর মাথায় কেবল তেলের চিন্তা ঘুরছে। আরে বাবা আমরা কি করতে পারি? এবার কোন তিমি মাছ যদি আমরা না মারতে পেরে থাকি, তাহলে সেটা তো আর আমাদের দোষ নয়। এক এক সময় মনে হয় যে, লোকটা বোধহয় আস্তে আস্তে পাগল হয়ে যাচ্ছে।

বেন। (ভীত)—পাগল হয়ে যাচ্ছে?

স্টুয়ার্ড। হ্যাঁ। এইটাই হল ভগবানের দণ্ড। সারাজীবন অপরাধ করেছে বলে এই শাস্তি পাচ্ছে। তা না হলে কখনো শুনেছ যে কোন স্বাভাবিক লোক এইসব কাজ করে? (পেছনের দরজাটা আঙুল দিয়ে দেখায়) পাগল ছাড়া কে আর তার নিজের বৌকে এই দুর্গন্ধ তিমিধরা জাহাজে চাপিয়ে উত্তর মহাসাগরে নিয়ে আসে? ওই রকম ভাল মহিলা এখানে এসে প্রায় এক বছর যাবত বরফের মধ্যে আটকা পড়ে চিরকালের মতন পাগল হয়ে যেতে পারেন। এটা ঠিক জেনো যে, ফিরে যাবার পর উনি কখনই আর আগের মতন থাকবেন না।

বেন। (দুঃখিত)—আগে উনি আমার সঙ্গেও খুব সুন্দর ব্যবহার করতেন। কিন্তু এইসব হবার পর (ভয়ে তার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে) এখন যেন কি রকম হয়ে গিয়েছেন।

স্টুয়ার্ড। ঠিক বলেছ। উনি আগে সকলের সঙ্গে খুব মিষ্টি ব্যবহার করতেন। উনি না থাকলে এই জাহাজটা সত্যিকারের নরক হয়ে উঠত। বুড়ো কর্তা বড় শক্ত লোক—বড় ভীষণ শক্ত

লোক। ওর মতন সবাইকে খাটাতে আমি আর কাউকে দেখিনি। (তীক্ষ্ণ হাসি হাসে) এমন কি তার স্ত্রীকেও বাদ দেয়নি। এমন করে তাঁর পেছনে লাগল যে, তাঁর মাথাটাও বিগড়ে গেল। এবার বেটা খুনী হয়েছে। এই বরফের পুরু নিস্তব্ধতার খোলসে ঢাকা দিনে নিজের গলার আওয়াজ শুনতেই ভয় লাগে। মহিলাটি যে পাগল হবে সেটা আর আশ্চর্য্য কি! আমাদের ভাগ্য ভাল যে, জাহাজ শুদ্ধ সবাই এই বিকট অবস্থার মধ্যে থেকে পাগল হয়ে যাইনি।

বেন। (ডানদিকের দরজার দিকে ভীত দৃষ্টি ফেলে বলে)—মহিলাটি আর আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেন না। আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন যেন উনি আমাকে কখনো চিনতেন না।

স্টুয়ার্ড এখন কাউকেই চেনেনা খালি ওকে ছাড়া। কথা বললে ওর সঙ্গেই কথা বলেন। ব্যস্।

বেন। জান এখন সারাদিন খালি বসে বসে বোনা ছাড়া আর কোন কাজ করেন না। তারপরে নিঃশব্দে কাঁদেন—আমি নিজের চোখে দেখেছি।

স্টুয়ার্ড ঠিক বলেছ। ওই দরজার ভেতর দিয়ে একটু আগেও আমি তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনেছি।

বেন। (পা টিপে টিপে দরজায় গিয়ে কাণ পাতে)—উনি এখন কাঁদছেন।

স্টুয়ার্ড (ভীষণ রাগে ছাদের দিকে ঘুষি দেখায়)—ভগবান ওর আত্মাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিক কারণ ও সাক্ষাৎ শয়তান।

[বাইরে ধীর পদক্ষেপে সিড়ি দিয়ে নামবার আওয়াজ হল। স্টুয়ার্ড তাড়াতাড়ি ডিসগুলোর কাছে ছুটে গিয়ে সেগুলো তুলতে আরম্ভ করল। সে এত ভয় পেয়েছে যে, তার কাঁপা হাত থেকে ওপরের ডিসটি মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে যায়। ভয়ে দুর্ভাবনায় সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপে। বেন পকেট থেকে এক টুকরো কাপড় বার করে তাই দিয়ে অরগ্যানটাকে ভীষণ ভাবে মুছতে আরম্ভ করে। ডানদিকের দরজা খুলে ক্যাপ্টেন কিনি ঘরে আসেন। ঘরে

ঢুকে মাথা থেকে পশমের টুপিটা খুলে ফেলেন। পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি উঁচু হলেও বিরাট চওড়া কাঁধ আর প্রশস্ত বুকের জন্যে ক্যাপ্টেনকে মাথায় বেশ ছোট লাগে। তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বিরাট মুখের রেখাগুলো অত্যন্ত গভীর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ছাইনীল চোখ, পাতলা ঠোঁট দিয়ে চাপা কঠিন মুখ। মাথার চুল সাদা হতে স্বরু করলেও যথেষ্ট ঘন এবং লম্বা। পরনে তাঁর নীল রংএর মোটা জ্যাকেট ও প্যাণ্ট জাহাজী বুট জুতোর মধ্যে ঢোকান। তাঁর পেছন পেছন কেবিনে দ্বিতীয় মেট এসে ঢোকে। তার নানা আবহাওয়ায় মারখাওয়া শীর্ণ মুখ, রোগা ছ-ফিট লম্বা দেহ, বয়স তিরিশের কাছাকাছি। তার পরনেও ক্যাপ্টেনের মতন পোষাক।]

কিনি। (ঘরে ঢুকেই সোজা কঠিন দৃষ্টিতে স্টুয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে তার কাছে আসেন। স্টুয়ার্ডের কাঁপা হাতে ডিসগুলো আওয়াজ করতে থাকে। সে যে ভীষণ ভয় পেয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিনি ঘুষি তোলেন—স্টুয়ার্ড ভয় পেয়ে কুঁকড়ে যায়। ধীরে ধীরে ঘুষি নামিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে বলেন) তোমার মতন একটা কেঁচোকে মেরে হাত গন্ধ করতে চাই না। দুটো ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে, স্টুয়ার্ড সাহেব, এখনো এই জায়গাটা পরিষ্কার হয়নি কেন ?

স্টুয়ার্ড। (তোতলায়)—হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার।

কিনি। নিজের কাজ না করে তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুড়ীদের মতন ওই ছেলেটার সঙ্গে কেচ্ছা করছিলে। (বেনকে, রেগে) —এই তুই বেরিয়ে যা এখান থেকে। চার্ট রাখা ঘরটা পরিষ্কার করগে যা। (বেন মেটের পাশ দিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়) ওহে স্টুয়ার্ড সাহেব, ভাঙ্গা ডিসটা তুলে নাও।

স্টুয়ার্ড। (ডিসের ভাঙ্গা টুকরোগুলো কষ্ট করে তোলে)—হ্যাঁ, স্যার।

কিনি। এর পরের বার যদি আবার ডিস ভাঙ্গ, স্টুয়ার্ড সাহেব, তাহলে তোমার গলায় দড়ি বেঁধে এই ঠাণ্ডা বেরিং সাগরে চুবিয়ে আনা হবে।

স্টুয়ার্ড। (কাঁপতে কাঁপতে)—হ্যাঁ, স্যার।

[তাড়াতাড়ি চলে যায়। দ্বিতীয় মেট ক্যাপ্টেনের কাছে আগিয়ে আসে]

মেট। ওপরে চাকায় যে নাবিকটা দাঁড়িয়ে আছে, সে পাছে শুনতে পায় তাই আপনাকে নীচে ডেকে আনলাম।

কিনি। (অধৈর্য)—যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে ফেল, স্লোকাম।

মেট। (নিজের অজান্তেই নীচু গলায় বলে)—নাবিকদের নিয়ে মুস্কিল হবে বলে মনে হচ্ছে। তাদের হাবভাব কথাবার্তা কি রকম লাগছে যেন। জাহাজের মুখ না ঘোরালে তারা সবাই একসঙ্গে বেয়াড়াপনা করতে পারে বলে মনে হচ্ছে। তাদের চাকরির চুক্তির দুবছরের আজকেই শেষ দিন।

কিনি। স্লোকাম, তোমার কি ধারণা তুমি আমাকে নতুন কিছু শোনাচ্ছ? অনেকদিন থেকেই আমি বাতাসে বিদ্রোহের গন্ধ পাচ্ছি। ওদের নোংরা দৃষ্টি আর কাজ করবার গভীর অনিচ্ছা আমি দেখতে পাইনি একথা তুমি ভাবলে কি করে?

[পেছনের দরজা খুলে কিনির স্ত্রী বেরিয়ে আসেন। কাল পোশাকপরা রোগা ছোট মানুষটার মুখটি খুব মিষ্টি। তাঁর ব্যথাতুর ফ্যাকাশে মুখ, ক্রমাগত কান্নায় চোখ লাল হয়ে আছে। ঘরের চারিদিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন। মনে হয় কোন এক অজ্ঞাত ভয়ে তিনি সেইখানেই প্রস্তরীভূত হয়ে গেছেন। ক্রমাগত হাতদুটোকে খুলতে এবং বন্ধ করতে থাকেন।

কিনি। (কঠোর হলেও তাতে কোমলতার আভাস আছে)—কি হয়েছে, অ্যানি?

অ্যানি। (ঘুম থেকে যেন তখনই উঠলেন এমন তাঁর স্বর)—ডেভিড আমি—

[চুপ করে যান। মেট বাইরে যেতে থাকে]

কিনি। (মেটের দিকে ঘুরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন)—দাঁড়াও।

মেট। হ্যাঁ, স্যার।

কিনি। তোমার কিছু চাই নাকি, অ্যানি?

অ্যানি। (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। মনে হয় যেন নিজের চিন্তার সূত্রটা ধরবার চেষ্টা করেন)—ভাবছিলাম ডেভিড ওপরকার ডেকের মুক্ত বাতাসে একটু নিঃশ্বাস নেব।

[ক্যাপ্টেনের অনুমতির অপেক্ষায় বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। ক্যাপ্টেন এবং মেট পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকান।]

কিনি। ওপরের ডেক বড় ঠাণ্ডা, অ্যানি। আজকে তোমার নীচে থাকাই ভাল। বরফ ছাড়া চারপাশে দেখবারও কিছু নেই।

অ্যানি। (স্বরে একঘেয়েমি)—জানি। খালি বরফ—বরফ—আর বরফ। কিন্তু নীচেও তো এই দেওয়ালগুলো ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই।

[হাবভাবে বিরক্তি প্রকাশ করেন।]

কিনি। একটু অরগ্যান বাজালেও পার, অ্যানি।

অ্যানি। (নিস্পন্দ স্বরে)—অরগ্যানটাকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না। ওটার দিকে তাকালেই আমার বাড়ীর কথা মনে পড়ে যায়।

কিনি। (তাঁর গলার স্বরে বিরক্তির রেশ আসে)—তোমার জন্যেই ওটা এনেছিলাম।

অ্যানি। (একইভাবে)—জানি। (ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে বাঁদিকের বেঞ্চিটার কাছে যান। ঘুলঘুলির পর্দা তুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে আনন্দে চীৎকার করে ওঠেন) আঃ জল! পরিষ্কার জল যতদূর দৃষ্টি যায় দেখা যাচ্ছে। এই ক'মাস খালি বরফ দেখার পর জল দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে। (ক্যাপ্টেনের দিকে ঘুরে তাকান। মুখ আনন্দে পরিপূর্ণ) ওপরের ডেকে গিয়ে ভাল করে জল দেখে আসি ডেভিড।

কিনি। (ভুরু কোঁচকায়)—আজকে না যাওয়াই ভাল অ্যানি। কয়েকদিন অপেক্ষা কর। যেদিন সূর্য উঠবে সেদিন ডেকে যেও।

অ্যানি। (অত্যন্ত অসহিষ্ণু)—কিন্তু এই বিশ্রী জায়গায় সূর্যকে আর কখনো দেখা যাবে না।

কিনি। (আদেশের স্বরে)—আজকে ওপরে না যাওয়াই ভাল, অ্যানি।

অ্যানি। (তাঁর গম্ভীর স্বরে যেন কুঁকড়ে যান)—সেই ভাল ডেভিড।

(একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকেন মনে হয় যেন মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়েছেন। অন্য দুজন অস্বস্তি অনুভব করেন।)

কিনি। (তীক্ষ্ণ স্বরে)—অ্যানি !

অ্যানি। (নীরস কণ্ঠে)—বল, ডেভিড।

কিনি। আমি আর মিঃ শ্লোকাম এখন কাজের কথা আলোচনা করব—জাহাজের কাজ।

অ্যানি। আমি যাচ্ছি, ডেভিড।

[ধীরে ধীরে পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে চলে যান। দরজার প্রায় তিনভাগ বন্ধ হয়ে যায়।]

কিনি। নাবিকরা যদি গণ্ডগোল করে তাহলে ওর পক্ষে আজ ওপরে না যাওয়াই ভাল। কি বল—তাই না ?

মেট। হ্যাঁ, স্যার।

কিনি। আর গণ্ডগোল এবার হবেই। আমার মনের মধ্যে তার আভাস পাচ্ছি। (পকেট থেকে রিভলভার বার করে তা পরীক্ষা করেন) তোমারটা হাতের কাছে আছে তো ?

মেট। হ্যাঁ, স্যার।

কিনি। আমাকে এটা আজ পর্যন্ত ব্যবহার করতে হয়নি। আশা করি এবারও হবে না। ওরা যে একপাল কুত্তা তা আমার জানা আছে। তবে অন্ততঃ ভয় দেখাবার জন্যেও এটা হাতের কাছে থাকা ভাল। জলেস্থলে যেখানেই গিয়েছি বিপদ কখনো আমার কাছ থেকে দূরে থাকেনি। মনে হয় ও হবে আমার আমৃত্যু সঙ্গী।

মেট। (দ্বিধা করে)—তাহলে আপনি জাহাজের মুখ ঘোরাচ্ছেন না ?

কিনি। ফিরে যাব ! মিঃ শ্লোকাম তুমি কি কখনো শুনেছ যে মাত্র চারশ' পিপে তেল নিয়ে আমি ঘরে ফিরে গিয়েছি। অত সহজে হাল ছেড়ে ফিরে যাওয়া আমার চরিত্রে নেই।

মেট। (তাড়াতাড়ি)—না স্যার সে কথা বলছি না। কিন্তু খাবারদাবার ক্রমেই কমে আসছে।

কিনি। যদি সাবধানে হিসেব করে খায় তাহলে ওতেই ওদের এখনো অনেকদিন চলে যাবে। তাছাড়া এখনো প্রচুর খাবার জল রয়েছে।

মেট। ওরা বলছিল যা রয়েছে তা খাবার উপযুক্ত নয়। তাছাড়া

আপনার সঙ্গের দুবছরের চুক্তিও আজ শেষ হবে। বাড়ী ফিরে গিয়ে আইন আদালত করে ওরা আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে।

কিনি। বদমাসগুলো সব গোল্লায় যাক। যত খুসী আইন আদালত করুক। গোলমালকে আমি ভয় করি না—আর পয়সার লোভকেও আমি থোড়াই কেয়ার করি। কিন্তু তেল আমাকে নিয়ে যেতেই হবে—আরো অনেক তেল। (মেটের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান) তারপর স্লোকাম, তুমি নিশ্চয়ই ওদের তরফের উকিল হয়ে এখানে আসনি ?

মেট। (মুখ রাঙা হয়)—না, স্যার। মোটেই না।

কিনি। বোকাগুলো এখন বাড়ী ফিরতে চায় কিসের জন্যে ? ওই চারশ পিপে তেল বিক্রীর দামের ওরা যা অংশ পাবে তাতে তামাক চিবোবারও পয়সা হবে না।

মেট। (ধীরে ধীরে)—ওরা বোধহয় ওদের আপনজনদের কাছে ফিরে যেতে চায়।

কিনি। (তার দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন)—তুমিও কি ওদের মতো ফিরে যেতে চাও নাকি ? (তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে মেট চোখ নামিয়ে নেয়) মিথ্যে বলোনা, মিঃ স্লোকাম। তোমার চোখের দৃষ্টিতে স্বীকারোক্তি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। (শ্লেষের স্বরে) তুমি কি শেষ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে হাত মেলাবে ?

মেট। (তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে)—একথা বলা, স্যার, আপনার উচিত হয়নি।

কিনি। (খুসী হন)—তোমার ওপরে আমার চিরকালই বিশ্বাস আছে, মিঃ স্লোকাম তোমার জন্যে কখনো চিন্তা করিনি। তুমি আমার সঙ্গে প্রায় দশ বছর আছ। আমি নিজের হাতে তোমাকে তিমি মারা শিখিয়েছি। আমি শক্ত প্রভু হতে পারি, কিন্তু সেই সঙ্গে এও স্বীকার করতে হবে যে, এসব কাজকর্ম আমার ভাল জানা আছে।

মেট। বাড়ী যাবার চিন্তা আমার জন্যে করিনি, স্যার (সাহস করে বলে ফেলে) আমি আপনার স্ত্রীর জন্যে ভাবছিলাম, স্যার। এখানে তিনি মোটেই খুসী নন। তার ওপরে ক্রমাগত ঠাণ্ডা বরফ আর হতাশায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

কিনি। (মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। তাঁর তিরস্কারের স্বর কিন্তু যথেষ্ট তীক্ষ্ণ নয়)—ওটা আমার ব্যাপার, মিঃ শ্লোকাম। তার জন্যে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। (একটু চুপ করে থেকে) উত্তরের বরফও শীগগীরই ভাঙতে আরম্ভ করবে—আজকে তার সুরু দেখতে পেয়েছি। বরফ সরে গিয়ে সূর্য উঠলেই দেখবে অ্যানিও আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। (আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাড়াতাড়ি বলেন) পচা টাকার চিন্তা আমাকে এই উত্তরের ঠাণ্ডা সমুদ্রে আটকিয়ে রেখেছে একথা একবারও ভেবনা। মাত্র চারশ পিপে তেল নিয়ে আমি ফিরে গিয়ে বন্দরে নোঙর করতে পারব না। তার থেকে এখানে মরি সেও ভাল। জীবনে কখনো আমাকে ভর্তি জাহাজ না নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে দেখেছ ?

মেট। সেটা সত্যি কথা স্যার। কিন্তু এবারকার পাড়িতো বরফে আটকে অনেক সময় নষ্ট করে দিল।

কিনি। (রেগে যান)—যে সব ক্যাপ্টেনদের আমি বছরের পর বছর হারিয়ে দিয়ে এসেছি তারা এই অসুবিধার কথা বিশ্বাস করবে ভেবেছ ? ওই টিবট, হ্যারিস আর সিমস্ আর ওদের দলের আর সবাই বন্দরে বসে হাসবে—কুৎসা গাইবে—ঠাট্টা করবে। বলবে ডেভ কিনি মাত্র চারশ পিপে তেল নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছে (তাদের ঠাট্টার চিন্তাতে সে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। পাথরের টেবিলটার ওপর সজোরে ঘুষি মারে) গোল্লায় যাক বদমাসগুলো! যেমন করেই হোক আরো তেল আমাকে পেতে হবে। আমার তিরিশ বছরের নাবিক জীবনে এমন দুর্ভাগ্য কখনো হয়নি। এত বরফ কখনো পাইনি। তবে আজ থেকে বরফ ভাঙতে আরম্ভ করেছে, দুদিনের মধ্যে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর দেখবে কত তিমি মাছ এখানে রয়েছে। এ বিষয়ে আমার কখনো ভুল হয় না। এখানেই অনেক তিমি পাব, তাদের থেকে প্রচুর তেল নিয়ে যেতে পারব। যাই ঘটুক, এমনকি জাহাজটা যদি নরকও হয়ে ওঠে তাহলেও তেল না নিয়ে আমি ঘরে ফিরে যাব না। (পেছনের দরজা দিয়ে চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। ঘরের লোকেরা এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে

দাঁড়িয়ে শোনে। প্রথমে ক্যাপ্টেন দ্বিধা করেন। দরজা খুলে ভেতরে তাকিয়ে দেখেন তারপর নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দেন। জো নামে এক বিরাট লম্বাচওড়া ছ' ফিট উঁচু খালাসী ডানদিক দিয়ে ভেতরে এসে ঢোকে। সে হারপুন ছোঁড়ে। তার কুৎসিত কদর্য মুখে অশান্ত জীবনযাত্রার ছাপ। ক্যাপ্টেনের জন্যে সে অপেক্ষা করে। ক্যাপটেন ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে বলেন)—অমন বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন, হারপুনার? কি হয়েছে?

জো। (দ্বিধাগ্রস্ত)—আমরা স্যার—মানে সব খালাসীরা আপনার কাছে কয়েকজনকে পাঠাতে চাই। তারা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়, স্যার।

কিনি। (প্রচণ্ড রাগে)—তাদের সবাইকে নরকে—(নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বলেন)—ওদের আসতে বল আমি প্রস্তুত।

জো। যো হুকুম, স্যার।

[বাইরে চলে যায়।]

কিনি। (দুঃখের হাসি হাসেন)—মিঃ শ্লোকাম, তুমি যে বিপদের কথা বলছিলে সেইটাই এবার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি একটা কিছু করতে হবে। এই সব গোলমালকে শুরুতেই ঠাণ্ডা করতে না পারলে অনেক দূর আগিয়ে যায় আর অনেক গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে।

মেট। (চিন্তিত)—আমি কি এক নম্বর আর চার নম্বর মেটকে জাগিয়ে দিয়ে আসব, স্যার। ওদের সাহায্যের দরকার হতে পারে।

কিনি। না, ওদের ঘুমুতে দাও। আমার তো মনে হচ্ছে আমি একাই ব্যাপারটা সামলে নিতে পারব।

[বাইরে দ্বিধাগ্রস্ত অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ হয়। পাঁচজন জাহাজীকে নিয়ে জো কেবিনের মধ্যে ঢোকে। সবারই পরনে পশমের জামা, জাহাজী বুট ইত্যাদি। তারা ভয়ে ভয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকায়। তাদের গরম টুপিগুলো হাতের মধ্যে পাকাতে থাকে]

কিনি। (কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর)—তারপর তোমাদের মধ্যে কে কথা বলবে ?

জো। (আত্মম্ভরিতায় আগিয়ে আসে)—আমি বলব।

কিনি। (তার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করেন)—তুমি বলবে ? বেশ তাহলে তোমার যা বলবার আছে চটপট বলে ফেল।

জো। (ক্যাপ্টেনের সামনে এসে সে যে ভয় পেয়েছে সেটা অন্যদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি থেকে তার চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে)—আমাদের চুক্তিপত্রের সময় আজকে শেষ হয়ে গিয়েছে।

কিনি। (বরফের মতন ঠাণ্ডাভাবে)—নতুন কোন খবর দিলে না হে। ওটা আমিও জানি।

জো। আমাদের মনে হচ্ছে যে, আপনি এখনো বাড়ীর দিকে জাহাজ ঘোরাতে চান না।

কিনি। না। এই জাহাজকে যতক্ষণ না তেলে পূর্ণ করতে পারি, ততক্ষণ ফিরে যাব না।

জো। এই বরফের মধ্যে আপনি আর একটুও আগিয়ে যেতে পারবেন না।

কিনি। বরফ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

জো। (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। অন্যেরা রাগতভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলে)—খাবার যা দিচ্ছেন তা পচা।

কিনি। তোমাদের পক্ষে এই যথেষ্ট। তোমাদের থেকেও যারা ভদ্রলোক, তাদেরও ওর থেকে খারাপ খাবার খেয়ে অনেক সময় থাকতে হয়।

[নাবিকরা রেগে একসঙ্গে নানারকম কথা বলে। তাদের সমর্থনে সাহসী হয়ে জো বলে]

জো। বাড়ীর দিকে জাহাজ না ঘোরালে আমরা আর জাহাজের কোন কাজ করব না।

কিনি। (তীক্ষ্ণস্বরে)—কি বললে কাজ করবে না ?

জো। না। আর আদালতে গেলে প্রমাণ হবে যে, আমরা ঠিক কাজ করেছি।

কিনি। তোমাদের আদালত জাহান্নামে যাক। আমরা এখন মাঝ

সমুদ্রে পড়ে আছি। এই জাহাজে আমিই—আমিই হলাম আদালত। (জো-এর দিকে আগিয়ে যান) আর প্রত্যেক বাপের বেটা জানে যে, এই জাহাজে আমার হুকুম অমান্য করলে তাকে লোহার বেড়ী পরিয়ে গারদে পুরে রাখব।'

[নাবিকদের মধ্যে উত্তপ্ত অনুযোগের গুঞ্জন ওঠে। কিনির স্ত্রী পেছনের দরজা খুলে এসে দাঁড়ান। তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। তাঁর দৃষ্টি চকিত।]

জো। (বাহাদুরী করে)—তাহলে আমাদের বিদ্রোহ করতেই হবে। তারপর এই বুড়ো জাহাজটাকে নিয়ে বাড়ী যাব। ঠিক বলিনি ভাই সব?

[অন্যদের দিকে তাকাবার জন্যে মুখ ঘোরান মাত্র ক্যাপ্টেনের প্রচণ্ড ঘুষি তার চোয়ালে এসে লাগে। সেই আঘাতে জো মাটিতে পড়ে যায় আর উঠতে পারে না। কিনির স্ত্রী চীৎকার করে হাতে মুখ ঢাকেন। অন্যান্য নাবিকরা তাদের কোমর থেকে ছুরি বার করে ক্যাপ্টেন এবং মেটকে একসঙ্গে আক্রমণ করতে চায়। তাদের উভয়ের হাতেই উদ্যত রিভলভার দেখে পেছিয়ে আসে।]

কিনি। (তাঁর চোখে আর কণ্ঠে প্রচণ্ড আদেশের স্বর)—চুপ করে দাঁড়াও। (নাবিকেরা এক জায়গায় জড়াজড়ি করে দাঁড়ায়। অত্যন্ত শ্লেষাত্মক কণ্ঠে কিনি বলেন)—এইবার বুঝতে পারছ—এই জাহাজে বিদ্রোহ করা সহজ নয়, নিরাপদও নয়। এইবার যে যার নিজের কাজে চলে যাও। আর—(জোর দেহে ঘৃণাভরে একটা লাথি মারেন) এটাকে টেনে নিয়ে যাও। মনে রেখো—যে মুহূর্তে আমি দেখব যে, কেউ কাজে ফাঁকি দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে মেরে ফেলব। আমাদের পায়ের তলায় সমুদ্র যেমন সত্যি—তেমনি আমার কথাটাও খাঁটি, মনে রেখো। অন্যান্য নাবিকদেরও ওই কথাগুলো শুনিয়ে দিও। যাও—আগাও—কাজে যাও তাড়াতাড়ি। (নাবিকেরা জোর দেহটা তুলে নিয়ে সেখান থেকে ভীত ও পরাজিত নিস্তব্ধতার মধ্যে চলে যায়। কিনি মেটের দিকে তাকিয়ে হাসেন এবং

রিভলভারটা পকেটে পুরে রাখেন।) ওহে শ্লোকাম, তুমি ডেকের ওপরে উঠে যাও। লক্ষ্য রেখো যাতে ওরা কোন রকম শয়তানী না করতে পারে। এখন থেকে আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে, সর্বদা চোখ খোলা রাখতে হবে। ওদের আমি ভাল করেই চিনি।

মেট। হ্যাঁ, স্যার।

[বাইরে চলে যায়। কিনি তাঁর স্ত্রীর কান্না শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে যান। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁর কাঁধটাকে জড়িয়ে ধরে পৌরুষভরা কোমলতায় বলেন—]

কিনি। শোন, শোন অ্যানি, ভয় পেয়োনা। এ ব্যাপারটা শেষ হয়ে গিয়েছে।

অ্যানি। (তাঁর কাছ থেকে কুঁকড়ে সরে যান)—আমি আর এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারছি না।

কিনি। (শান্তভাবে)—কি সহ্য করতে পারছ না, অ্যানি?

অ্যানি। (উত্তেজিত কণ্ঠে)—এই সব জঘন্য পাশবিকতা। লোকগুলো সব পশু, জাহাজটা জঘন্য, এই ঘরটা একটা কয়েদখানার মতো, চারিদিকে বরফ আর নিস্তব্ধতা। উঃ—

[এই কথাগুলো বলার পর কিছুটা শান্ত হন—রুমাল বার করে চোখ মোছেন।]

কিনি। (কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর কপালে চিন্তার রেখা পড়ে)—অ্যানি, তোমার বোধ হয় মনে আছে যে, আমার সঙ্গে আসবার জন্যে আমি তোমাকে একবারও সাধিনি।

অ্যানি। আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলাম, ডেভিড। তোমার সঙ্গ চেয়েছিলাম বুঝতে পারছ না কেন? বিয়ের পর গত ছ বছর ধরে একা বাড়ীতে তোমার প্রতীক্ষায় বসে থেকেছি। রোজ খবর নিয়েছি আর ভয় পেয়েছি। কবে তুমি ঘরে ফিরবে এই আশায় আমার মনের সব শান্তি নষ্ট হয়ে যেত—কোন কাজে মন লাগত না। ডেভ কিনির বৌ হবার পর কোনো স্কুলে শিক্ষিকা হতেও আর পারি না। আমি একা ঘরে বসে স্বপ্ন

দেখতাম—বিরাট প্রশস্ত অপূর্ব সমুদ্রে আমি তোমার পাশে ভেসে চলব। তোমার পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত বিপদ আর দুঃখ সহ্য করব। হোমপোর্টের লোকেরা যে বীর ক্যাপ্টেন কিনির কথা বলে, তার কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখব—তাতে অংশ নেব এই ছিল আমার আশা। আর তার জায়গায়—(তাঁর গলার স্বরে ক্রন্দনের আভাস) এসে পেলাম খালি বরফ আর ঠাণ্ডা, দেখলাম খালি পাশবিকতা।

[কান্নায় কণ্ঠ ভেঙ্গে পড়ে]

কিনি। আমি তো তোমায় আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম অ্যানি—তিমি মাছ শিকারের সঙ্গে মহিলাদের চায়ের আসরের অনেক তফাৎ। তোমাকে আমি বারবার বলেছিলাম যে, তুমি বাড়ীতে অপেক্ষা কর। সেখানে সব রকমের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা আছে—(মাথা নাড়ে) কিন্তু তুমি আমার কোন কথা শুনলে না।

অ্যানি। (ক্লান্ত) আমি জানি ডেভিড, দোষ তোমার নয়—আমার। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিনি। গল্পের বইএ পুরোন কালের ভাইকিংদের কথা পড়ে আমি স্বপ্ন দেখতাম যে, তুমি বোধ হয় তাদেরই একজন।

কিনি। (প্রতিবাদ করে)—তুমি যাতে সুখে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পার তার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। (অ্যানি ঘরের চারিদিকে রেগে তাকান) আমি শহর থেকে তোমার জন্যে একটা অরগ্যান পর্যন্ত আনিয়েছি। ভেবেছিলাম সমুদ্রে বসে থাকার একঘেয়ে দিনে তুমি এই অরগ্যানটা বাজিয়ে খানিকটা শান্তি পাবে।

অ্যানি। (ক্লান্ত)—আমি জানি, ডেভিড—আমার সুখের জন্যে তুমি অনেক চিন্তা করেছ। (বাঁদিকে আগিয়ে গিয়ে পর্দা তুলে ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে বাইরে তাকান। তারপর হঠাৎ চীৎকার করে বলেন) না, আমি আর সহ্য করব না। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বন্দীর মতন এই চার দেওয়ালের মাঝে আটকে থেকে আমি পাগল হয়ে গেলাম। (এক দৌড়ে কিনির কাছে গিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন। ক্যাপ্টেন তাঁর

কাঁধ জড়িয়ে ধরে তাঁর মাথাটাকে বুকে আশ্রয় দেন) এখান থেকে আমাকে নিয়ে চল, ডেভিড। এই ভয়ঙ্কর জাহাজটা থেকে আমি যদি তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে না পারি তাহলে আমি সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যাব। আমাকে বাড়ী নিয়ে চল, ডেভিড—আমি আর ভাবতে পারছি না। আমার ভীষণ ভয় করছে। মনে হচ্ছে এই শীতল নিস্তব্ধতা আমার মাথাটাকে ভেঙ্গে গুড়ো করে দেবে। আমাকে বাড়ী নিয়ে চল।

কিনি। (তাঁর কাঁধ ধরে তাঁকে হাতের দূরত্বে সরিয়ে দেন। তারপর তাঁর মুখের দিকে গভীর আশঙ্কায় তাকিয়ে বলেন)—তুমি এখন শুয়ে পড় অ্যানি। তুমি আজ তোমাতে নেই—তার ওপর জর হয়েছে। তোমার চোখের দৃষ্টিটা অদ্ভুত। তোমার অমন দৃষ্টি আমি জীবনে কখনো দেখি নি।

অ্যানি। (অস্বাভাবিকভাবে হেসে ওঠেন)—এই রকম ঠাণ্ডা আর নিস্তব্ধতায় সবারই চোখের দৃষ্টি এমনি পালটিয়ে যায়।

কিনি। (বোঝাবার চেষ্টা করেন)—শোন যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয় তাহলে দু এক মাসের মধ্যে, বড় জোর তিন মাসে আমি এই জাহাজটাকে তেলে পূর্ণ করে নেব। তারপর যত জোরে এটাকে চালান সম্ভব চালিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাব।

অ্যানি। কিন্তু অতদিন অপেক্ষা করব কি করে? আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না—আমি বাড়ী যাব। তোমার নাবিকরাও আর থাকতে চায় না—তারাও বাড়ী যেতে চায়। ওদের যদি এখন বাড়ী ফিরতে না দাও সেটা অত্যন্ত অন্যায় আর জঘন্য কাজ হবে। জোর করে ওদের ধরে রাখবার কোন অধিকার নেই তোমার। এখনি ফিরে চল। এখানে বসে থাকার কোন মানে নেই। বরফ গলে দক্ষিণদিকটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তোমার যদি হৃদয় বলে কোন জিনিষ থাকে তাহলে এখনি ফেরবার হুকুম দাও।

কিনি। (কঠিন স্বরে)—আমি তা পারি না, অ্যানি।

অ্যানি। কেন পার না?

কিনি। তুমি মেয়েছেলে বলে তার কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারবে না।

অ্যানি। (অশালীন ঔদ্ধত্য)—কোন স্পষ্ট কারণ নেই বলেই তুমি একগুয়েমি করছ বোকার মতো। দু নম্বর মেটের সঙ্গে তুমি যখন কথা বলছিলে আমি শুনেছি। তোমার ভয় যে, অন্য ক্যাপ্টেনরা তুমি খালি জাহাজ নিয়ে ফিরে গেছ' বলে টিটকিরি দেবে। তোমার নিজের আত্মম্ভরিতাকে তুমি এত ওপরে বসিয়েছ যে, তার জন্যে তোমার নাবিকদের তুমি মারতে পার—উপোস করাতে পার। আমি পাগল হয়ে গেলেও তোমার কিছু যায় আসে না।

কিনি। (তাঁর মুখটা ক্রমেই কঠোর হয়ে ওঠে)—তোমার ভুল হল, অ্যানি। অন্য ক্যাপ্টেনদের সাধ্য নেই যে, আমার মুখের ওপর টিটকিরি দেয়। কারু কোন কথার জন্যে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। কে কি বলল তাতে আমার কিছু যায় আসে না—কিন্তু (দ্বিধা করেন নিজের মনের কথা কিভাবে প্রকাশ করবেন বুঝতে পারেন না) দেখ আমার সেই প্রথম ক্যাপ্টেন হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত আমি সর্বদা কাজ উদ্ধার করেছি। প্রত্যেকবার ভর্তি জাহাজ নিয়ে বন্দরে ফিরে গিয়েছি। এইটাই আমার জীবন—এটা না করে আমি থাকতে পারব না। ওই হোমপোর্ট বন্দরের আমি প্রথম তিমি মারা জাহাজের ক্যাপ্টেন। আজ পর্যন্ত অসাফল্যকে কাছে আসতে দিইনি। তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছ অ্যানি? (অ্যানির দিকে তাকায়। অ্যানির কানে তাঁর কোন কথা পৌঁছচ্ছেনা। তিনি একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন বিমর্ষ হয়ে) অ্যানি। (চমকে বাস্তবে ফিরে আসেন) তুমি বরঞ্চ এবার শুয়ে পড় অ্যানি। সেইটেই তোমার পক্ষে ভাল হবে। তোমার শরীর মোটেই সুস্থ নয়।

অ্যানি। (কিনি তাঁকে ভেতরের ঘরের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। অ্যানি বাধা দেয়।)—ডেভিড, আমার মিনতি বাড়ী ফিরে চল।

কিনি। (শান্ত ও ভদ্রভাবে)—আমি তা পারি না, অ্যানি। এখন কিছুতেই ফিরে যেতে পারি না। তুমি আমার মনের ভাব বুঝতে পারছ না। যেমন করেই হোক তেল আমাকে পেতেই হবে।

অ্যানি। তোমার টাকার প্রয়োজন থাকলে তোমার এই একগুয়েমির মানে পাওয়া যেত। কিন্তু তোমার যথেষ্ট টাকাপয়সা আছে। পুরো জাহাজ তেল না নিয়ে গেলেও তোমার অর্থের কোন অভাব হবে না।

কিনি। (অধৈর্য)—পয়সার কথা আমি ভাবছি না। তুমি কি ভাবছ যে, আমার মন খালি পয়সার চিন্তা করবার মতন অত ছোট ?

অ্যানি (আবিষ্ট কণ্ঠে)—না তা আমি ভাবি না। কিন্তু আমি তোমাকে বুঝতেও পারি না। (তীব্রভাবে) উঃ আমার সে পুরোন বাড়ীটায় ফিরে যেতে কি ভীষণ ইচ্ছা করছে তা তোমাকে বোঝাতে পারছি না এটাই আশ্চর্য ! আমি বাড়ী ফিরে যেতে চাই। ফিরে যেতে চাই আমার নিজের রান্নাঘরে। মেয়েছেলের গলার স্বর শুনতে চাই, তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। দুবছর ! মনে হচ্ছে যেন আমি মরে গিয়েছি। আর কখনো আমার ঘরে ফিরে যেতে পারব না।

কিনি। (অ্যানির অদ্ভুত কণ্ঠস্বর আর আবিষ্ট চোখের দৃষ্টি তাঁকে চিন্তিত করে)—শুতে যাও, অ্যানি—তোমার শরীর ভাল নেই।

অ্যানি (তাঁর কানে কোন কথা পৌঁছয় না)—তুমি যখন জাহাজ নিয়ে চলে আসতে আমি বাড়ীতে একলা থাকতাম। তখন এই হোমপোর্ট বন্দরটাকে মনে হত একঘেয়ে। বাজে জায়গা। যেদিন জোর বাতাস উঠত, সমুদ্রের ঢেউ খুব বড় হয়ে পাড়ে ভেঙ্গে পড়ত, আমি সেদিন সমুদ্রের ধারে যেতাম। স্বপ্ন দেখতাম কি আনন্দে তুমি মুক্ত জীবন যাপন করছ (হাসেন কিন্তু হাসিটা কান্নার মতন শোনায়) আমি তখন সমুদ্রকে ভালবাসতাম। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে ধীরে ধীরে তীব্রকণ্ঠে বলেন) কিন্তু এখন আর আমি জীবনে কখনো সমুদ্র দেখতে চাই না।

কিনি। (তাকে খুসী করবার জন্যে বলেন)—আমারই দোষ, আমিই তোমাকে বোকার মতন এখানে এনেছি। এখানে মেয়েছেলের থাকা যে অসম্ভব সে বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নেই মনে।

অ্যানি। (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন ; সর্ব্বাঙ্গের অবসাদ তাঁর হাবভাবে ফুটে ওঠে। চোখের ওপর হাত দিয়ে তিনি বলেন) এখনই যদি

জাহাজের মুখ ফিরিয়ে দেওয়া যায় তো ফিরে যেতে আমাদের কতদিন লাগবে ?

কিনি। (ভ্রূকুটি)—ভাগ্য ভাল হলে দুমাসের বেশী লাগা উচিত নয়, অ্যানি।

অ্যানি। (আঙুলে গোনেন। তারপর যেন চুপি চুপি বলেন। মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ছড়িয়ে পড়ে)—তাহলে সেটা আগস্ট মাস হবে। আগস্ট মাসের শেষের দিক তাই না? মনে পড়ে ডেভিড আমাদের বিয়ে হয়েছিল ২৫শে আগস্ট ?

কিনি। (অ্যানির কথায় তাঁর মনটা বেশ নরম হয়েছে। সেটা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করেন)—সেকথা কি ভুলতে পারি ?

অ্যানি। (আবার হাতটা চোখের ওপর বোলান। কণ্ঠস্বরে অস্পষ্টতা)—এই বরফের মধ্যে থেকে আমার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। উঃ কতদিন হয়ে গেল বল দেখি। (স্তব্ধতা। তারপর স্বপ্নালু চোখে হেসে বলেন) এখন জুন মাস। বাড়ীর সামনের বাগানে লাইলাক ফুটতে সুরু করেছে। লতানে গোলাপফুল বাড়ীর পাশের দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। সে গাছেও নিশ্চয়ই অনেক কুঁড়ি এসেছে।

[হঠাৎ হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে আরম্ভ করেন]

কিনি। (অত্যন্ত চিন্তিত)—অ্যানি, এবার ভেতরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও। তুমি কেঁদে কেঁদে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে গিয়েছ। শুধু শুধু কেঁদে কি হবে ?

অ্যানি। (হঠাৎ কিনির গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর দেহে যেন ঝুলতে থাকেন)—তুমি আমাকে ভালবাস ডেভিড—তাই না ?

কিনি। (এই অশান্ত ব্যবহারে আশ্চর্য হন—একটু অসন্তুষ্টও হন) তোমাকে ভালবাসি কিনা জিজ্ঞাসা করছ ? আজকে এই রকম প্রশ্নের কোন মানে আছে কি অ্যানি ?

অ্যানি। (তাঁকে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকানি দেন)—তুমি আমাকে ভালবাস, ডেভিড। বল ভালবাস—তোমাকে বলতেই হবে।

কিনি। আমি তোমার স্বামী, তুমি আমার স্ত্রী। তোমার আমার মধ্যে

ভালবাসা আছে কিনা এত বছর পরে এই প্রশ্ন তোলবার সময় হল ?

অ্যানি। (আরো জোরে তাঁকে ঝাঁকাতে থাকেন)—তবু বল, তোমায় বলতে হবে তুমি আমায় ভালবাস।

কিনি। (সহজভাবে)—হ্যাঁ।

অ্যানি। (নিশ্চিন্ততার দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন বেরিয়ে আসে। তাঁর হাত দুটো শরীরের দুপাশে ঝুলে পড়ে। কিনি তাঁকে অত্যন্ত চিন্তিত মুখে লক্ষ্য করেন। চোখের ওপর হাতটা ঝুলিয়ে অ্যানি অর্ধ স্বগতোক্তিতে বলেন) আমি মাঝে মাঝে ভাবি যদি আমাদের একটি সন্তান থাকত তাহলে বেশ হত। (কিনি তাঁর দিক থেকে ঘুরে দাঁড়ান। তাঁর মন ভীষণভাবে আলোড়িত হয়েছে এ কথায়। অ্যানি তাঁর হাত ধরে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন) আমি চিরকাল স্ত্রীর সমস্ত কর্তব্য পালন করেছি। করি নি ডেভিড ?

কিনি। (তাঁর কণ্ঠস্বরে ভাবাবেগের আভাস পাওয়া যায়)—অ্যানি তোমার মতন স্ত্রী পাওয়া যে-কোন পুরুষের পক্ষেই ভাগ্যের কথা।

অ্যানি। কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমি কখনো কিছু চাইনি। বল ডেভিড চেয়েছি কখনো ?

কিনি। তুমি জান তোমাকে অদেয় আমার কিছুই থাকবে না। আমার সাধ্যের মধ্যে তুমি যা চাইবে তাই তোমাকে দিতে পারি, অ্যানি।

অ্যানি। ভগবানের দোহাই—তাহলে আমার জন্যে এইবার একটা কাজ কর। আমার কথা শোন, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল। এই জাহাজী-জীবনের পাশবিকতা, ঠাণ্ডা আর উৎকণ্ঠা আমাকে মেরে ফেলছে। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। এই প্রচণ্ড নিস্তব্ধতা আমাকে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে। ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে আমাকে এই বাতাস, এই বরফ, এই দিনের পর দিনের একঘেয়ে ছাইরঙা আকাশ। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। (কাঁদেন) আমি পাগল হয়ে যাব। আমি জানি আমি পাগল হতেই চলেছি। আমার ভীষণ ভয় লাগছে। তুমি যদি আমায় সত্যি ভালবাস

ডেভিড, তোমার কথা যদি মিথ্যে না হয়, তাহলে এবার আমাকে দয়া করে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে চল। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

[কিনির গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকের ওপর পড়ে কাঁদতে থাকেন। কাপ্টেনের মুখে ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস ভেসে ওঠে। তাঁর মুখের কঠিন ভাব ক্রমে শান্ত হয়ে আসে। তাঁর কাঁধ ঝুলে পড়ে, তাঁর লোহার মতন মনের জোর তাঁর স্ত্রীর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে দুর্বল হয়ে আসে। ধীরে ধীরে অ্যানিকে বুক থেকে সরিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে বলেন। মনে হয় কথাগুলোকে জোর করে তাঁর শরীরের ভেতর থেকে বার করতে হল।]

কিনি। তাই করব, অ্যানি। তুমি যদি বল এটা না করলে চলবে না, তাহলে তোমার জন্যেই ওই কাজটা আমাকে করতে হবে।

অ্যানি। (অত্যন্ত আনন্দে কিনিকে চুমু খান)—ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করবেন, ডেভিড।

[ক্যাপটেন মুখ ঘুরিয়ে নিঃশব্দে বাইরে যাবার দরজার দিকে এগিয়ে যান। ঠিক সেই সময়ে আওয়াজ তুলে দ্বিতীয় মেট কেবিনের ভেতর এসে ঢোকে।]

মেট। (উত্তেজিত স্বরে)—উত্তর দিকের বরফ সব ভেঙ্গে গেছে স্যার, পরিষ্কার জল দেখা যাচ্ছে। সারেং বলল সোজা উত্তর দিকে যাবার আর কোন বাধা নেই।

[কিনি যেন কোন স্বপ্নাবেশ থেকে মুক্ত হলেন। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ান। অ্যানি মেটের দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।]

কিনি। (তাঁর নিজের চিন্তাধারায় ফিরে যেতে একটু সময় লাগে) পরিষ্কার রাস্তা উত্তর দিকে দেখা গেছে ?

মেট। হ্যাঁ, স্যার।

অ্যানি। (উৎকণ্ঠিত)—ডেভিড।

কিনি। (তাঁর কণ্ঠস্বরে আবার আগেকার দৃঢ়তা আর গাম্ভীর্য ফিরে

আসে)—তাহলে প্রস্তুত হও। আমরা ওই পথেই জাহাজ নিয়ে যাব।

মেট। যো হুকুম, স্যার।

অ্যানি।

কিনি। (তাঁর কথা শুনতে পান না)—নাবিকরা কি নিজেদের ইচ্ছায় যাবে—নাকি ওদের পিটিয়ে বার করতে হবে।

মেট। নিজেদের ইচ্ছায় যাবে বলেই তো মনে হয়। আপনাকে ওরা বেজায় ভয় করে। এখন তারা একপাল ভেড়ার মতো শান্ত হয়ে গেছে।

কিনি। বেশ, তাহলে জাহাজ ছাড়। দিনে রাত্রে দুবেলাই আমাদের আগিয়ে যেতে হবে। এই বরফ জলের ওপারে তিমি মাছের আস্তানা। তাদের পেতেই হবে।

[তাঁর বলার ভঙ্গীতে গভীর দৃঢ়তা)

মেট যো হুকুম স্যার।

[তাড়াতাড়ি বাইরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরেই চারিদিক থেকে পদধ্বনির আওয়াজ পাওয়া যায়। মেটের কণ্ঠ ভেসে আসে। সে চীৎকার করে নানারকম হুকুম জারী করছে।]

কিনি। (নিজেকেই বলেন যেন)—আমি একটা ঘেয়ো কুত্তার মতন দুপায়ের মধ্যে লেজ নামিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে চাইছিলাম।

অ্যানি। (করুণ কণ্ঠে)—ডেভিড।

কিনি। (কঠোর)—পুরুষের কাজের মধ্যে এসে তাদের মনে ভাবপ্রবণতা জাগিয়ে দিয়ে তুমি অত্যন্ত অন্যায় করেছ। তোমার পক্ষে আমার মানসিক অবস্থা বোঝা সহজ নয়। আজকে যদি আমার মন থেকে পুরুষত্বের অহঙ্কার চলে যায় তাহলে কালকে আমার স্বামীত্বের অহঙ্কারও চলে যাবে। আমার পৌরুষের অপমানে তোমার স্বামীর ক্ষতি হবে। যেমন করেই হোক তেল আমাকে পেতেই হবে।

অ্যানি। (বিনীতভাবে)—ডেভিড বাড়ী ফিরে যাবে না ?

কিনি। (তাঁর প্রশ্নটা অবজ্ঞা করে আদেশের সুরে বলেন)—তোমার

শরীর ভাল নেই। যাও শুয়ে পড়। (বাইরের দরজার দিকে যান)—আমাকে এবার ওপরের ডেকে যেতে হবে।

[বাইরে চলে যান।]

অ্যানি। (দুঃখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে চীৎকার করে ওঠেন)—ডেভিড! (স্তব্ধতা। হাতটা আবার চোখের ওপর বোলান। তারপর হঠাৎ পাগলের মতন হাসতে আরম্ভ করেন। অরগ্যানের কাছে গিয়ে প্রার্থনার সুর অত্যন্ত অশান্ত ভঙ্গীতে বাজাতে আরম্ভ করেন। কিনি তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকেন। ভেতরে ঢুকে তার স্ত্রীর দিকে রেগে তাকান। তার কাছে এসে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে বলেন)

কিনি। বোকার মতন এসব কি অসভ্যতা সুরু করেছ? (অ্যানি পাগলের মতন হেসে চলেন। কিনি ভয় পেয়ে পায়ে পায়ে পেছিয়ে আসেন) অ্যানি কি হয়েছে? (অ্যানি উত্তর দেন না। কিনির কণ্ঠস্বর কাঁপে)—অ্যানি আমাকে চিনতে পারছ না? (দুহাতে কাঁধ ধরে তাকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে চোখের দিকে তাকান। অ্যানির মুখে একটা অদ্ভুত হাসি—মুখটা ভাবলেশহীন বোকার মতো হয়ে গিয়েছে। কিনি যেন হোচট খেয়ে তাঁর কাছ থেকে সরে আসেন। অ্যানি ধীরে ধীরে আবার অরগ্যান বাজাতে সুরু করেন। কিনির যেন কথা বলতে কষ্ট হয়। গলার মধ্যে যেন বিরাট বাধা। সেটাকে সরিয়ে রুক্ষস্বরে বলেন) তুমি বলেছিলে তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছ। হায় ভগবান!

[বাইরে ডেকের ওপর থেকে চীৎকার শোনা যায়—"এই বার লেগেছে"। পরমুহূর্তেই মেটের মুখ ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে দেখা যায়। সে অ্যানিকে দেখতে পায় না।]

মেট। (প্রচণ্ড উত্তেজনায়)—তিমি স্যার, একদল তিমি। জাহাজের সামনে মাইল পাঁচেকের মধ্যেই খুব বড় বড় তিমি আছে।

কিনি। (কাজের আহ্বানে তাঁর সমস্ত শরীর সাড়া দিয়ে ওঠে)—নৌকা-গুলো নামাতে শুরু করেছ?

মেট। হ্যাঁ, স্যার।

কিনি। (মন স্থির করে ফেলেন)—আমি এখনই যাচ্ছি।

মেট। যো হুকুম স্যার। (খুব খুশী) আপনি এবার তেল পাবেন স্যার, প্রচুর তেল।

[তাঁর মাথাটা ঘুলঘুলি থেকে সরে যায়। পরমুহূর্তে শোনা যায়—চীৎকার করে সে অন্যদের হুকুম দিচ্ছে]

কিনি। (স্ত্রীর দিকে ফিরে যান)—অ্যানি, শুনেছ কি বলে গেল? এবারও প্রচুর তেল নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারব। (অ্যানি ওঁর কথার উত্তর দেন না। উনি যে ওখানে আছেন সেটাও যেন তাঁর অজ্ঞাত) আমি জানি তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ, অ্যানি। তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি। (উত্তেজিত কণ্ঠে) শোন আর ভাবনা নেই। আর সামান্যক্ষণ অপেক্ষা কর, জাহাজটাকে তেলে ভর্তি করে নিয়েই আমরা বাড়ীর দিকে ফিরব অ্যানি। চোখের সামনে এত তেল পাবার সম্ভাবনাকে ফেলে রেখে আমি জাহাজের মুখ ঘোরাতে পারি না, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ? ওই তেল আমাকে পেতেই হবে। (হঠাৎ ভয় পান) উত্তর দিচ্ছ না কেন? তুমি পাগল হয়ে যাওনি নিশ্চয়ই?

[অ্যানি সমানে অরগ্যান বাজিয়ে চলেন। কোন উত্তর দেন না। ওপরকার স্কাইলাইট দিয়ে মেটের মুখ দেখা যায়]

মেট। সব ঠিক আছে, স্যার।

[কিনি ধীরে ধীরে স্ত্রীর দিকে পেছন ফিরে বাইরে যাবার দরজা পর্যন্ত হেটে যান। সেখানে ঘুরে দাঁড়িয়ে অ্যানিকে লক্ষ্য করেন। তাঁর মুখে উদ্বেগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর বুকের ভেতরটা মুচড়ে প্রচণ্ড দুঃখ বেরিয়ে আসতে চায়। ক্যাপ্টেন সেই ভাবাবেগ দমন করেন।]

—আসুন, স্যার।

কিনি। (তাঁর মুখ হঠাৎ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ভীষণ কঠোর দেখায়)—আসছি।

[হঠাৎ ঘুরে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে যান। অ্যানি তাঁর চলে যাওয়া লক্ষ্য করেছেন বা বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর সমস্ত মন ওই অরগ্যানটাকে ছাড়া আর

কিছু বোঝে না। প্রার্থনার সুরের তালে তালে তিনি দুলতে থাকেন। তাঁর চোখ অর্ধনিমীলিত হয়ে যায়। তাল ক্রমেই দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে। যবনিকা যখন নেমে আসবে তখন সুরের এবং তালের অশান্ততা সমস্ত ঘরের আবহাওয়াকে ছেয়ে ফেলেছে।]

॥ যবনিকা

॥ গুপ্তধন ॥

(Where The Cross is Made)

চরিত্র

ক্যাপ্টেন বার্টলেট
ন্যাট বার্টলেট
স্যু বার্টলেট
ডাঃ হিগিনস
সাইলাস হর্ণ
কেটস
জিমি কানাকা

॥ গুপ্তধন ॥

দৃশ্য—ক্যাপ্টেন বার্টলেটের কেবিন। ক্যালিফোর্ণিয়ার সমুদ্রের ধারে উঁচু জমির ওপর তাঁর এই বাড়ীটি অবস্থিত। চারিদিকে লক্ষ্য রাখার জন্যে এই ঘরটি এই বাড়ীটির ছাদের ওপরে তৈরী করা হয়েছে। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতন এই ঘরটাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এমন কি জাহাজের ক্যাপ্টেনের ঘরে যে সমস্ত জিনিষ থাকে তাও এখানে বর্তমান। বাঁয়ে সামনের দিকে জাহাজের ঘুলঘুলির মতো ঘুলঘুলি তৈরী করা হয়েছে। পেছন দিকে আরো দুটি ঘুলঘুলি দেখা যাচ্ছে। সকলের পেছনে জাহাজের সিঁড়ির মতন সিঁড়ি এই ঘরের ছাদের ওপরে উঠে গিয়েছে। বাঁদিকে শ্বেত পাথরের একটি টেবিল। তার ওপরে জিনিষপত্র রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি জাহাজী লণ্ঠন এই টেবিলটার ওপর শোভা পাচ্ছে। পেছনদিকের মাঝামাঝি জায়গায় একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। সেই দরজার বাইরে নীচে নেমে যাবার সিঁড়ি। দরজার দক্ষিণে কম্বলঢাকা একটি খাট দেখা যাচ্ছে। ডানদিকের দেওয়ালে পাঁচটা ঘুলঘুলি দেখা যায়—তার তলায় একটা কাঠের বেঞ্চ। বেঞ্চের সামনে একটি লম্বা টেবিল। অন্য দিকে খাড়াপিঠ দুটি চেয়ার—একটি সামনে, অন্যটি বাঁদিকে রয়েছে। গাঢ় রং-এর সস্তা কার্পেট মাটিতে পাতা আছে। ঘরের ছাদের মাঝামাঝি জায়গায় বাইরের আলো আসার একটি কাঁচঢাকা স্কাইলাইটের ব্যবস্থা রয়েছে। এই স্কাইলাইটটি খুব বড়। ঘরের পেছন থেকে সুরু হয়ে টেবিলের কাছ পর্যন্ত চলে এসেছে। এই জানালাটির দক্ষিণকোণের নীচে একটি জাহাজী দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্র দেখা যায়। এর ওপরেই জোড়া সেডযুক্ত আলো দেখা যাচ্ছে। তার আলো কম্পাসটার ওপরে পড়ে মাটিতে একটি গোল ছায়ার সৃষ্টি করেছে।

সময় ১৯০০ খৃষ্টাব্দের শরৎকাল। রাত্রি অত্যন্ত অশান্ত। খুব জোরে বাতাস বইছে। এমনকি চাঁদের আলো এই বাতাসের গতির ফলে অত্যন্ত ক্ষীণ মনে হয়। পুরোন বাড়ীর আনাচেকানাচে এই বাতাস ঢুকে নানারকম অদ্ভুত আওয়াজ তুলছে। ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো চুপি চুপি ঘরে এসে

পড়ায় গোলগোল ক্লান্ত ধূলোর প্রলেপের মতন দেখাচ্ছে। মাটিতে এবং টেবিলে আলো এসে পড়েছে। বাইরে ক্রমান্বয়ে অশান্ত সমুদ্রের একঘেয়ে গর্জন নীচেকার পাড় থেকে যেন ওপর দিকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে,—যদিও এই নেপথ্য আওয়াজ অত্যন্ত চাপা।

যবনিকা ওঠবার পর পেছনের দরজা খুলে যায় এবং স্যাট বার্টলেটের কাঁধ আর মাথা দেখা যায়। সে তাড়াতাড়ি ঘরের চারিদিকটা দেখে নেয় এবং ঘরে কেউ নেই দেখে সিঁড়ির বাকী কটা ধাপ উঠে ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে। নীচের অন্ধকারে অপেক্ষমান কোন লোকের দিকে তাকিয়ে বলে "এস ডাক্তার"। ডাঃ হিগিনস ঘরের মধ্যে এসে দরজাটি বন্ধ করে দেয়। তারপর গভীর ঔৎসুক্যে চার দিকে তাকায়। ডাক্তার রোগা একহারা চেহারার পঁয়ত্রিশ বছরের লোক—তার হাবভাবে এবং চালচলনে তার বৃত্তির পরিচয় মেলে। স্যাট বার্টলেট অত্যন্ত লম্বা, রোগা, দেহের মধ্যে বাঁধুনীর অভাব। তার ডানহাতটি কাঁধ থেকে কাটা এবং সেইদিকের মোটা জামার হাতা তার নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে পতাকার মতন দেহে ঝাপটা মারে। ত্রিশ বছর বয়স হলেও তাকে অনেক বেশী বয়স্ক লাগে। তার কুঁজো কাঁধ দেখলে মনে হয় যে, তার বিরাট মাথা আর মাথাভর্তি কোকড়ান কাল চুলের ভারে সে যেন অবসন্ন হয়ে গিয়েছে। তার লম্বা মুখ, ভেতরে ঢোকা কাল চোখ, বড় সিধে নাক, পাতলা ঠোঁটওয়ালা বড় মুখ খোঁচা খোঁচা গোঁফের ভেতর ঢাকা। তার রোগাটে মুখের ভেতর দিয়ে ভেতরকার হাড়ের গঠন বোঝা যায়। তার গভীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর সহজেই বহুদূরে পৌছে যায়। মনে হয় তার গলার আওয়াজের মধ্যে যেন একটা ধাতব প্রাখর্য রয়েছে। তার পরনের কর্ডউরয় প্যান্টের তলাটা উঁচু ফিতে বাঁধা বুটের মধ্যে গোঁজা রয়েছে। তার দেহে তীক্ষ্ণ বাতাস ও জল রোধ করবার জন্যে মোটা জামা।

স্যাট। দেখতে পাচ্ছ, ডাক্তার?

হিগিনস। (গলার স্বর স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করে কিন্তু মনের ভেতরকার চাপা উত্তেজনা প্রকাশ হয়ে পড়ে)—হ্যাঁ বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না। এই উজ্জ্বল চাঁদের আলোতে সবই বেশ পরিষ্কার।

স্যাট। ভাগ্যিস আজকে চাঁদ উঠেছিল। (ধীরে ধীরে টেবিলটার কাছে যায়)—ওঁর অবশ্য কোন আলোর দরকার হয় না। ওই 'বিনাকেলে'র আলোই ওঁর পক্ষে যথেষ্ট।

হিগিনস। বুঝতে পেরেছি— তোমার বাবার কথা বলছ।

স্মাট। (অধৈর্য)—তুমি কি মনে করছিলে আর কারু কথা বলছি ?

হিগিনস (একটু অপ্রস্তুত হয়। চারিদিকে তাকিয়ে সে ভাবটা ঢাকতে চেষ্টা করে)—এ ঘরটাতো দেখছি জাহাজের কেবিনের মতো সাজান হয়েছে।

স্মাট। হ্যাঁ, তোমাকে আগেই বলেছিলাম না, সাবধান করেও দিয়েছিলাম।

হিগিনস। (একটু অবাক হয়)—সাবধান ! সাবধান হবার কি আছে ? ওঁর পক্ষে তো ওইটাই স্বাভাবিক। তবে একথা স্বীকার করব যে ওঁর বাতিকটা বেশ অদ্ভুত।

স্মাট। (অর্থপূর্ণভাবে)—তোমার কাছে অদ্ভুত হতে পারে।

হিগিনস তুমি বলেছিলে উনি এই ঘরেই থাকেন—কখনো এই ঘর ছেড়ে নীচে নামেন না।

স্মাট। গত তিন বছরের মধ্যে একদিনও নামেননি। আমার বোন এসে খাবার পৌঁছে দিয়ে যায়। (টেবিলের বাঁদিকের চেয়ারটায় বসে)—ওদিককার টেবিলের ওপরে লণ্ঠনটা দেখতে পাচ্ছ ডাক্তার ? ওটা নিয়ে এসে আমার কাছে বস। আগে আলো জ্বালাই। ছাদের ওপরকার এই ঘরে তোমাকে জোর করে নিয়ে আসার জন্মে আমার মাপ চাওয়া উচিত। এখানে আমাদের কথা আর কেউ শুনতে পাবে না। তা ছাড়া উনি কি রকম পাগলের মতন বাস করেন সেটাও তোমার জানা দরকার। সব কিছু তোমার ভাল করে দেখা দরকার। সমস্ত তথ্য বুঝেছ,—সব কিছু। সেই জন্যে আলোর দরকার। আলো ছাড়া এ ঘরের সব কিছুই স্বপ্নময় হয়ে ওঠে ডাক্তার।

হিগিনস (একটু স্বস্তি অনুভব করে হাসে। তারপর লণ্ঠনটা নিয়ে আসে)— ঘরটা যে খুব ভুতুড়ে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

স্মাট। (তার কথা যেন শুনতে পায় না)—উনি এই আলোটা দেখতে পাবেন না। উনি এখন নিজের মনে ওইখানে খুব ব্যস্ত। আর কোন দিকে এখন তাঁর দৃষ্টি পড়বে না। (বাঁ হাত দিয়ে সমুদ্রের দিকটা দেখায়)—আর দেখলেই বা ক্ষতি কি ? ছাদ থেকে

নেমে আসুন না। তোমার সঙ্গে দেখাতো হতেই হবে—কয়েকদিন আগে আর পরে। [দেশলাই ধরিয়ে লণ্ঠন জালায়]

হিগিনস। উনি—উনি এখন কোথায় ?

ন্যাট। (ওপর দিকে দেখায়)—ওপরে পুপ-ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন। বসোনা হে, ভয় কিসের। উনি এখন বেশ কিছুক্ষণ নীচে আসবেন না।

হিগিনস। (অনিচ্ছাসত্ত্বেও টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসে)—এ ঘরের ছাদটাকেও উনি তাহলে জাহাজের ডেকের মতন সাজিয়েছেন ?

ন্যাট। হ্যাঁ। অনেকবার তো সে কথা বলেছি। ওপরের সব কিছুই জাহাজের মতন। জাহাজ চালাবার চাকা, কম্পাস, জাহাজী আলো, সিঁড়ি, এমন কি পায়চারি করবার জন্যে জাহাজী সেতুর মতো খনিকটা লম্বা জায়গা। (আঙুল দিয়ে দেখায়)—ওইখানে দাঁড়িয়েই উনি পাহারা দেন। বাতাস যদি এত জোর না হত, তাহলে ওঁর পায়চারি করবার আওয়াজ শুনতে পেতে। সারারাত্রি ওখানে পায়চারি করেন। (হঠাৎ অত্যন্ত কর্কশভাবে)—উনি যে একেবারে পাগল একথা তোমাকে অনেকবার বলেছি।

হিগিনস। (ডাক্তারী করে)—হ্যাঁ, ওটা তো নতুন কোন খবর নয়। তুমি তো বলেইছ। এ ছাড়া আমি পাগলাগারদ থেকে আসার পথেও সবাইকে ওই কথা বলতে শুনলাম। তা উনি কি ওপরে সারা-রাত্রি কেবল পায়চারি করেন ?

ন্যাট। হ্যাঁ কেবল রাতেই পায়চারি করেন। (অত্যন্ত গম্ভীর)—উনি কল্পনায় যে সব জিনিষ দেখতে চান তা দিনের আলোয় দেখা যায় না।

হিগিনস। কিন্তু উনি কি দেখতে চান তা তো একবারও বললে না। উনি কি কিছু বলেন ? আর কেউ জানে ?

ন্যাট। (অত্যন্ত অধৈর্য)—পৃথিবী শুদ্ধ লোক জানে বাবা রাতের পর রাত জেগে কি দেখবার চেষ্টা করেন। উনি দেখতে চান একটা জাহাজ—বুঝেছ একটা জাহাজ।

হিগিনস। কি জাহাজ ?

স্লাট। ওর জাহাজ। আমার মৃতা মায়ের নামে যেটার উনি নাম দিয়েছিলেন মেরী এ্যালেন।

হিগিনস। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা। জাহাজটার আসার সময় কি পার হয়ে গেছে নাকি আর কিছু ?

স্লাট। তিন বছর আগে সেলিবেস দ্বীপের কাছে ঝড়ে জাহাজটা ডুবে যায়। সেই সঙ্গে মাঝিমাল্লা, লোকলস্কর যা কিছু জাহাজের ওপর ছিল সব শেষ হয়ে গেছে।

হিগিনস। (আশ্চর্য হয়)—ও তাই বল। (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে)—তা তোমার বাবা কি মনে করেন যে, জাহাজটা আবার কোনদিন ফিরে আসবে ?

স্লাট। ও জাহাজটার ফিরবার যে আশা নেই তা উনিও জানেন—আর সবাইও জানে। তিমি মাছ শিকারকারী জন শ্লোকাম জাহাজটার ধ্বংসাবশেষ দেখেছিল। সেটা তখন উবুড় হয়ে সমুদ্রে ভাসছিল। ঝড়ে জাহাজ ডুবি হবার পর তখন দুসপ্তাহ কেটে গেছে। ওরা জাহাজটার নাম পড়বার জন্যে একটা নৌকা পাঠিয়েছিল।

হিগিনস তা এসব খবর তোমার বাবা কি কখনো শোনেননি ?

স্লাট। বাবাই প্রথমে খবর পেয়েছিলেন বুঝতেই পারছ। তোমার যদি মনে হয়ে থাকে যে উনি এখনো খবর পাননি, তাহলে তোমার একেবারেই ভুল হবে। উনি সব জানেন (ডাক্তারের দিকে ঝুঁকে পড়ে উত্তেজিত স্বরে বলে)—উনি জানেন ডাক্তার, উনি সব জানেন। কিন্তু উনি জেনেও বিশ্বাস করবেন না। অবশ্য বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ তারপর আর উনি বেঁচে থাকতে পারবেন না।

হিগিনস (অধৈর্য)—শোন মিঃ বার্টলেট, সোজা কথায় আসা যাক। আমার সব চিন্তাধারাগুলো আরো ঘুলিয়ে দেবার জন্যে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এখানে নিয়ে আসনি। ওকে ভাল করে চিকিৎসা করতে হলে ওর ব্যথাটাকে ভাল করে বুঝতে হবে। তা না হলে ওঁকে পাগলা গারদে দিয়ে কোন লাভ নেই। তুমি আমাকে কেবল ঘটনাগুলো বোঝবার জন্যে একটু আগেও অনুরোধ করেছ। ঘটনার কথা বল।

স্যাট। (গলার স্বর নামিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে)—সমস্ত ঘটনা জানতে পারলে তুমি ওঁকে আজকেই পাগলা গারদে পাঠাতে পারবে তো?

হিগিনস। এখান থেকে চলে যাবার কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ওঁকে নিয়ে যাবার হুকুমনামা বার করতে পারব। তারপর ফিরে আসতে যা দেরী।

স্যাট। আমাদের বাড়ীর ভেতর দিয়ে একলা বাইরে যেতে পারবে?

হিগিনস। নিশ্চয়ই। ফিরে যাবার পথ তো আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু সে কথা কেন বলছ আমি বুঝতে পারছি না।

স্যাট। বাইরেকার দরজা আমি তোমার জন্যে খোলা রেখে দেব। তুমি সোজা ওপরে চলে এসো। আমি আর আমার বোন এইখানে ওঁর কাছে থাকব। আর বুঝতেই পারছ এইসব ব্যাপার আমরা যে একেবারেই কিছু জানি না এমন হাবভাব করতে হবে। কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ আমরা করি নি অন্য লোকে করেছে, এই কথাটাই ওঁকে বোঝাতে হবে। আমরা যে এই ব্যাপারে জড়িত আছি সেটা যেন উনি ঘুণাক্ষরেও—

হিগিনস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এখনো তোমাদের সতর্কতার কারণ পাচ্ছি না। উনি কি রেগে গিয়ে হিংস্র হয়ে উঠতে পারেন?

স্যাট। না, না, সে ভয় নেই। উনি অত্যন্ত শান্ত—খুবই শান্ত বলতে পার তবে অবশ্য উনি যদি জানতে পারেন যে ওঁকে পাগলাগারদে পাঠান হচ্ছে তাহলে কিছু একটা করা বিচিত্র নয়।

হিগিনস। বেশ, তাহলে আগে থেকে ওঁকে কোন কথা বলব না। আমি বরঞ্চ দুজন লোক নিয়ে আসব যদি কোন রকম দরকার হয়। (আগেকার স্বর পালটিয়ে পেশাদারী চালে বলে) এইবার মিঃ বার্টলেট, কিছু যদি মনে না কর তাহলে এই অসুস্থতার ইতিহাস বলতে আরম্ভ কর।

স্যাট। (মাথা নেড়ে গভীর স্বরে বলতে আরম্ভ করে)—অনেক অসুস্থতা আছে যেগুলোর ইতিহাস খুব সহজ নয়। যাকগে বাজে কথা। তোমার পক্ষে গোটাকতক বিষয় জানলেই চলবে। আমার ঠাকুরদার মতো বাবাও তিমি মাছ ধরা জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন। সাত বছর আগে উনি শেষ পাড়ি দেন। সেবারকার

যাত্রায় দু বছর পরেই ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু চার বছর পর আমরা ওঁর দেখা পেলাম। ভারত মহাসাগরে ওঁর জাহাজডুবি হয়েছিল। উনি আর আরো ছ'জন অনেক কষ্টে একটি ছোট দ্বীপে পৌঁছতে পেরেছিলেন। ডাক্তার, ওঁদের সাতদিন সাতরাত একটা খোলা নৌকার ওপর কাটাতে হয়েছিল। যে দ্বীপে পৌঁছলেন সে দ্বীপটাও মরুভূমির মতন। ওঁর জাহাজের আর কারু খবর পাওয়া যায় নি। সম্ভবতঃ তারা সবাই হাঙরের পেটে চলে গিয়েছে। মালয় থেকে একদল মেছো নৌকা যখন ওঁদের এই দ্বীপটা থেকে উদ্ধার করল, বাবাকে নিয়ে তখন মাত্র চারজন বেঁচে। তারা ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। এই চারজন লোক শেষ পর্যন্ত সান্‌ফ্রান্সিসকো শহরে এসে পৌঁছল। (বিশেষ অর্থপূর্ণভাবে) যে চারজন এল তারা হল আমার বাবা, মেট সাইলাস হর্ণ, সারেং কেটস আর জিমি কানাকা নামে হাওয়াই দ্বীপের সেই হারপুনারটা। এই হল এই পাগলামির ইতিহাস। বাবার এই গল্পটা তখনকার সমস্ত খবরের কাগজে বেরিয়েছিল।

হিগিনস কিন্তু অন্য তিনজন যারা ওই দ্বীপটা থেকে এল না তাদের কথা আর কেউ বলেছে ?

(কর্কশভাবে)—না। কে বলবে ? খোলা আকাশের নীচে থাকতে থাকতে তারা হয়তো ঠাণ্ডায় মারা গিয়েছিল, পাগল হয়ে গিয়েছিল, হয়তো সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল, এই সব গল্পই বলা হয়েছে। কেবল একটা কথা কাণাঘুষায় শোনা গিয়েছে যে, তাদের একজনকে বোধহয় এরা মেরে খেয়ে ফেলেছিল। যেভাবেই হোক তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এ ছাড়া কি ঘটেছিল কে জানে ? জানার দরকারই বা কি ?

হিগিনস (একটু সঙ্কুচিত হয়)—দরকার আছে। আমার তো মনে হয় খুবই দরকার আছে।

স্মাট। তুমি তো আবার কল্পনার পাখা খুলে দিতে চাও ডাক্তার। বেশ তাহলে আরো দুএকটা গল্প বলি। বাবা তো সঙ্গের তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে এই বাড়ীতে এসে উঠলেন। তাঁর সমস্ত মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। তাঁকে দেখলে আর চেনা যায় না। মনে

হয় যেন যমের দুয়ার থেকে ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গীদেরও প্রায় একই অবস্থা। সবাই যেন একটু অদ্ভুত একটু পাগল হয়ে গিয়েছে। (আবার হাসে)—এই পর্যন্ত হল ইতিহাস্, ডাক্তার। এরপর যা ঘটল সেখান থেকেই কল্পনা শুরু হল।

হিগিনস। (সন্দেহে দোলে)—যা বললে তা যে কোন লোকের পাগল হয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট—

স্মাট। দাঁড়াও—ভাবছ কি গল্প শেষ হয়ে গিয়েছে? (আবার নতুন করে শুরু করে)—তারপর একদিন বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। অন্যদের সামনে আমাকে তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন। আমি হলাম তাঁদের এই গোপনীয়তার উত্তরাধিকারী। তাঁদের দ্বীপে থাকবার দ্বিতীয় দিনে তাঁরা একটা ফাঁড়ির মধ্যে একটা পচা জলে ডোবা মালয়ী নৌকা আবিষ্কার করলেন। কতদিন যে সেটা সেখানে পড়ে আছে তা কেউ জানত না। তার নাবিকেরা কোথায় গিয়েছে তাও কারু পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। এই দ্বীপটাতে কোন মানুষের পায়ের ছাপ আগে কখনো পড়েছে বলে মনে হয় না। এই মালয়ী নৌকাটা হল জলদস্যুদের নৌকা। কানাকা সেই জলেডোবা নৌকাটাকে আদ্যপান্ত পরীক্ষা করতে লাগল। ওরা জলের তলে কতক্ষণ থাকতে পারে সেটাতো তোমার জানাই আছে ডাক্তার। তারপর কি ঘটল জান? খুঁজতে খুঁজতে দুটো বিরাট বাক্স পাওয়া গেল আর সেই বাক্সের মধ্যে (চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে)—কি বল দেখি ডাক্তার?

হিগিনস। (তার উত্তর দেবার জন্যেই যেন হাসে)—ধনরত্ন আর কি।

স্মাট। (ডাক্তারের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে) —দেখেছ ডাক্তার তোমার মনের মধ্যেও কি রকম কল্পনার সূত্র রয়েছে। একটু নাড়া পেলেই তোমার কল্পনাও আকাশে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে ফেলবে। তোমাকে আর তখন খুঁজে পাওয়া যাবে না। (চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বেশ জোরে হাসে)—নিশ্চয়—গুপ্তধনই তো। গুপ্তধন ছাড়া আর কি কিছু পাওয়া যেতে পারে? ওঁরা সেই বাক্স দুটোকে শুকনো জমির

ওপর টেনে তুললেন। তার ভেতরে কি পাওয়া গেল জান—হীরে, চুণি, পান্না আর অগুন্তি সোনার গহনা। কল্পনাকে সীমিত করে কি হবে? ভেবে চল যা ইচ্ছা—হা—হা

[নিজেকেই ঠাট্টা করে প্রচণ্ড উৎসাহে হেসে ওঠে]

হিগিনস। (গভীর আগ্রহে)—তারপর?

স্যাট। ওরা পাগল হয়ে যেতে লাগল। ক্ষুধা তৃষ্ণা সব কিছুই তারা ভুলে গেল। ভুলে গিয়েছিল বলেই বেঁচে গিয়েছিল সে কথা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বাবা বুঝতে পারলেন কি ঘটতে চলেছে, এবং সবাইকে নিয়ে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, যতক্ষণ ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি অটুট রয়েছে ততক্ষণ তাঁদের চিন্তা করে কাজ করতে হবে। তারপর বাবা নিজের মতে সবাইকে রাজী করালেন যে, মানসিক স্বাস্থ্য অটুট থাকতে থাকতেই তাঁরা যেন কাজটা সেরে ফেলতে পারেন। কি কাজ বল দেখি ডাক্তার? হা—হা—

হিগিনস। গুপ্তধন মাটিতে পুতে রাখতে হবে?

স্যাট। (কণ্ঠে শ্লেষ)—বাঃ কি সহজ বল দেখি ডাক্তার। হা-হা তারপর তাঁরা একটা নক্সা বানালেন। একটা পোড়া কাঠ দিয়ে এই নক্সাটা এঁকে বাবা তাঁর কাছে রেখে দিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই মালয়ী মেছো নৌকাগুলো তাঁদের পাগল অবস্থায় উদ্ধার করল একথা তোমাকে আগেই বলেছি (ঠাট্টার সুর গলা থেকে চলে যায়। শান্ত গভীর স্বরে বলে)—সবই কল্পনা হতে পারে, ডাক্তার। কিন্তু সেই নক্সাটা কল্পনা ছিলনা। দেখেছ আমরা কি রকম আবার ইতিহাসে ফিরে এলাম (তার জামার পকেট থেকে জীর্ণ খানিকটা কাগজ বার করে)—এই দেখ

[টেবিলের ওপর কাগজটা মেলে ধরে]

হিগিনস। (গভীর আগ্রহে সে গলা বাড়িয়ে নক্সাটা পরীক্ষা করে)—বাঃ এটাতো ভারী অদ্ভুত জিনিষ। খুবই অবাক হয়ে যাচ্ছি। গুপ্তধন তো মনে হচ্ছে এইখানে রয়েছে যেখানে এই—

স্যাট। এই যে টেঁড়াকাটা রয়েছে।

হিগিনস। এই যে নীচে সবারই নাম সই আছে। এই চিহ্নটা কিসের?

স্মাট। ওটা হল কানাকার চিহ্ন। ও নাম সই করতে পারত না।

হিগিনস। আর তার নীচে? এটা তোমার সই নয় নিশ্চয়ই?

স্মাট। নিশ্চয়ই—আমিইতো হলাম এই গোপন ধনের একমাত্র উত্তরাধিকারী। বাবার নতুন জাহাজে বসে আমরা এই কাগজটাতে সই করি। এই বাড়ী বন্ধক দিয়ে বাবা মেরী এ্যালেন জাহাজটা কিনলেন। তারপর সেটাকে পাঠিয়ে দিলেন গুপ্তধনের সন্ধানে। যেদিন মেরী এ্যালেন ছাড়ল সেদিন সকাল বেলায় আমরা এই কাগজটা সই করি। এইবার কিছু বুঝতে পারছ? হা—হা—

হিগিনস। মেরী এ্যালেন মানে যে জাহাজটা তিন বছর আগে হারিয়ে গেছে সেটার জন্যে উনি এখনো অপেক্ষা করে বসে আছেন?

স্মাট। হ্যাঁ, সেই জাহাজ। একমাত্র বাবা আর মেট সেই দ্বীপটা কোথায় আছে জানতেন। আমিও জানতাম—উত্তরাধিকারী হিসাবে। তারপর—(দ্বিধা করে ভুরু কোঁচকায়) না সেই ভয়ঙ্কর ইতিহাসটা গোপন রাখাই ভাল। বাবার যাবার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মা তখন মৃত্যুপথযাত্রী, তাই তিনি বা আমি কেউ জাহাজের সঙ্গে যেতে পারলাম না।

হিগিনস। তোমার যাবার কথা ছিল? তার মানে তুমি তখন গুপ্তধনের ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে।

স্মাট। নিশ্চয়ই—বিশ্বাস না করে উপায় কি? হা হা! আমার মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বাস করতাম। তারপরে উনি পাগল হয়ে গেলেন—একেবারে পাগল। এই ঘরটাকে জাহাজের কেবিনের মতো করে তৈরী করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। যতদিন যেতে লাগল তত উনি বুঝতে পারলেন যে, আমি ওঁর গুপ্তধনের গল্পকে অবিশ্বাস করতে সুরু করেছি। তখন একদিন আমার বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে আমাকে একটা জিনিষ দেখালেন। এই গহনাটা বাবা চুপি চুপি গুপ্তধনের মধ্যে থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর গল্প যে মিথ্যে নয় সেটা প্রমাণ করবার জন্যে এই জিনিষটা তিনি আমাকে দিলেন। হা হা, দেখ!

[পকেট থেকে মণিমুক্তাখচিত বেশ ভারী একটি ব্রেসলেট আলোর নীচে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দেয়]

হিগিনস। (প্রচণ্ড কৌতূহলে সে তাড়াতাড়ি সেটি তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে। তার ভেতরে লোভীর ভাবটা বেজায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে)—আসল মণিমুক্তা ?

ন্যাট। হা—হা—তুমিও বিশ্বাস করতে চাও কর। কিন্তু তা নয়। ওটা মালয়ের গহনা পিতল আর আঠা দিয়ে তৈরী।

হিগিনস। তুমি কোন ভাল জহুরীকে দেখিয়েছিলে ?

ন্যাট। হ্যাঁ, দেখিয়েছিলাম। তখন অনেক বোকামি করেছি। (গহনাটা পকেটে রেখে মাথা নাড়ে যেন একটা ভারী বোঝা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চায়)—এইবার বুঝতে পারলে কেন উনি পাগল হয়ে গিয়েছেন। ওই জাহাজটার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ওঁর এই অবস্থা হয়েছে। সেইজন্যে ওঁকে এখন খুব সাবধানে রাখা দরকার। এমন জায়গায় ওঁকে আটকিয়ে রাখতে হবে যেখান থেকে পালিয়ে আসতে না পারেন। বাড়ীটার বন্ধক (মর্গেজ) থাকার দিনও শেষ হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে আর বোনকে এখান থেকে উঠে যেতে হবে। বাবাকে তখন সঙ্গে রাখা অসম্ভব। আমার বোনেরও শীগগীর বিয়ে হবে। তাই ওঁকে এমন জায়গায় রাখতে চাই যে জায়গাটা সমুদ্র থেকে অনেক দূরে হয়তো এ বাড়ীটা থেকে দূরে থাকলে উনি ভুলে যাবেন যে, এই বাড়ীটা বাঁধা দিয়েই জাহাজটা কেনা হয়েছিল। হয়তো অপেক্ষার শেষ হবে, হয় তো—

হিগিনস। (কাজের লোকের মতন)—আশাকরি সবকিছুই মঙ্গল হবে। আমি তোমার অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি। (হেসে উঠে দাঁড়ায়)—তোমার গল্পটাও আমার খুব কাজে লাগবে। উনি যদি কখনো খুব বেশী পাগলামি করেন তাহলে গুপ্তধনের গল্প বলা যাবে।

ন্যাট। (গম্ভীর)—উনি কিন্তু শান্ত—সর্বদা অত্যন্ত শান্ত। উনি শুধু পায়চারি করেন আর অপেক্ষা করেন।

হিগিনস। আমি তাহলে চলি। আজকে রাত্রেই ওঁকে নিয়ে যাওয়া ভাল হবে বলছ ?

স্যাট। (জোর করে বলে)—নিশ্চয়ই, ডাক্তার। পড়শীরা অবশ্য দূরে থাকে। কিন্তু আমার বোনের কথা ভাব। তার কি অবস্থা হচ্ছে তুমি তো বুঝতেই পারছ।

হিগিনস। বুঝেছি। ওর খুবই কষ্ট হচ্ছে সেটা বেশ বোঝা যায়। আচ্ছা!—(দরজার কাছে আগিয়ে যায়, স্যাট দরজা খুলে ধরে)—আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসছি।

[নীচে নামতে সুরু করে]

স্যাট। (তাড়াতাড়ি বলে)—দেরী করোনা, ডাক্তার। সোজা ওপরে চলে আসবে। উনি এখানেই থাকবেন। (দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে ওপরে যাবার দরজার কাছে যায়। সিঁড়িতে দুএক ধাপ ওঠে—ওপরকার কোন আওয়াজ শোনে। তারপর টেবিলের কাছে ফিরে আসে। লণ্ঠনের আলোকে কমিয়ে দিয়ে বসে। টেবিলে কনুই রেখে মুখটার ভার হাতের ওপর দিয়ে সামনের দিকে একদৃষ্টে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে থাকে। পেছনের দরজা ক্যাঁচ করে আওয়াজ করে খুলে যায়—গভীর ভয় ও আশঙ্কায় স্যাট এক লাফে দাঁড়িয়ে ওঠে। ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে)—কে ওখানে?

[দরজা খুলে যায়। স্যু বার্টলেট, স্যাটের বোন, ভেতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। স্যু-এর বয়স ২৫ বছর। ফ্যাকাশে করুণ মুখ—মাথায় গাঢ় লাল চুল। লম্বা রোগা চেহারা। মোটা ঠোঁটদুটো ভাবলেশহীন। তাকে দেখলে মনে হয় যে তার সর্বাঙ্গের মধ্যে একমাত্র চুলই যেন রংএর খবর বহন করছে। এমন কি তার নীল চোখ দুটো ক্রমেই যেন ফ্যাকাশে হয়ে ধূসর রং ধারণ করছে। তার কণ্ঠস্বরে শুধু ব্যথা। তার গলার আওয়াজও যেন উঁচু পর্দায় যেতে সঙ্কুচিত হয়। গাঢ় রংএর একটা চাদরে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা—পায়ে চটি।]

স্যু। (ভাইএর দিকে অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে)—অত ভয় পাচ্ছ কেন? বুঝতে পারছ না যে আমি এসেছি।

স্যাট। (তার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে)—

না, ভয় পাইনি। আমি ভেবেছিলাম তুমি তোমার ঘরেই রয়েছ।

স্যু। (টেবিলের কাছে আসে)—আমি ঘরে বই পড়ছিলাম। তারপর সিড়িতে পায়ের শব্দ পেলাম। কে যেন সিড়ি দিয়ে নেমে বাইরে চলে গেল। কে এসেছিল ? (হঠাৎ ভয় পায়)—ওটা নিশ্চয়ই বাবার পায়ের আওয়াজ নয়।

ন্যাট। না, উনি ওপরে আছেন। চিরাচরিতভাবে পাহারা দিচ্ছেন।

স্যু। (বসে—তারপর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে)—কে এসেছিল ?

ন্যাট। (প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে চায়)—একজন লোক। আমার চেনা একজন লোক।

স্যু। কে লোক ? কেন এসেছিল ? তাকে কে ডেকে এনেছিল ? তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ—স্পষ্ট করে বল।

ন্যাট। (উদ্ধতভাবে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে)—একজন ডাক্তার।

স্যু (ভীত)—ডাক্তার ! (চট করে বুঝে ফেলে)—আমি যাতে জানতে না পারি সেজন্যে তুমি তাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে।

ন্যাট। (একগুঁয়ে ভাবে)—না। আমি তাকে ওপরে বাবার ঘর দেখাতে নিয়ে এসেছিলাম। ঘরটা না দেখালে বাবার সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা সম্ভব হত না।

স্যু। (প্রশ্ন করতে ভয় পায়, কারণ উত্তর যা হবে সে যেন বুঝতে পেরেছে)—ন্যাট, তুমি নিশ্চয় ওই পাগলা গারদের কোন ডাক্তারকে ডেকে আননি ? তাহলে—

ন্যাট। (বাধা দিয়ে শুষ্ক কণ্ঠে)—না, না, তুমি শান্ত হও।

স্যু। ওটাই হবে আমাদের সব থেকে চরম লাঞ্ছনা।

ন্যাট। (প্রতিবাদ করে)—কেন ? এখন যা ঘটছে তার থেকে খারাপ কি আর কিছু ঘটতে পারে ? তুমি প্রায়ই ওঁকে পাগলা গারদে পাঠানর বিষয়ে আপত্তি কর। কিন্তু আমার তো মনে হয় যদি উনি সমুদ্র দেখতে না পান, তাহলে উনি ধীরে ধীরে ওই হারান জাহাজ আর ওই অদ্ভুত গুপ্তধনের স্বপ্নকে ভুলে যেতে পারবেন।

সেটাই হবে ওঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক। আমার কিন্তু দৃঢ় ধারণা যে তাতে উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। (যেন বোনের প্রত্যয় আসে তাই জোর দিয়ে বলে)—আমি বিশ্বাস করি।

স্যু। (ভৎ´সনা করে)—তুমি তা বিশ্বাস করনা, ম্যাট। তুমি খুব ভালই জান যে, সমুদ্রের কাছ থেকে ওঁকে দূরে সরিয়ে নিলে উনি আর বাঁচবেন না।

ম্যাট। (অত্যন্ত বিরক্ত)—তুমি এই বাড়ীটার কথা ভাবছ না। বাড়ী বন্ধক রাখবার সময় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। স্মিথ সাহেব এবার দখল নিতে আসবে। কালকে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এই কথাই বলল। আজ পর্যন্ত আমরা একটা পয়সা দিতে পারিনি—সেটা কি কিছুই নয়? আমার সঙ্গে এমন করে কথা বলল যেন সেই এই বাড়ীটার মালিক—আর আমরা হলাম ভাড়াটে—বুঝলে ভাড়াটে? বাড়ীওয়ালার দয়ায় থাকতে পাওয়া অত্যন্ত গরীব ভাড়াটে। আমাকে স্পষ্ট বলে দিল যে, আমাদের বাড়ী থেকে উঠিয়ে দেবে যদি না আমরা—

স্যু। (আগ্রহে)—কি?

ম্যাট। (কঠিন স্বরে)—যদি না বাবাকে এখান থেকে সরিয়ে দিই।

স্যু। (গভীর দুঃখে)—কেন—কেন এমন বলল? বাবা ওর কি ক্ষতি করেছে?

ম্যাট। বাবা এ বাড়ীতে বেশীদিন থাকলে এ সম্পত্তিটার দাম কমে যাবে। তখন সবাই বলবে এটা পাগলের বাড়ী। এটাই স্মিথের চিন্তা আর কি। পড়শীরা বাবাকে খুব ভয় করে। সহর থেকে যখন তাদের খামারে রাত্রিবেলায় ফিরে আসে তখন রাস্তা থেকে ওরা ছাদের ওপর বাবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, পায়চারি করতে দেখে, আকাশের দিকে মুখ করে হাত নাড়তে দেখে। সেই জন্যেই তো ওরা অভিযোগ করে। ওকে পাগলা গারদে দেওয়া উচিত। কেউ কেউ আবার এই বাড়ীটাকেই ভুতুড়ে বলে। তাইতো স্মিথের এত ভয়, পাছে বাবা কোনদিন বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেন।

স্যু। (স্বরে হতাশা)—এই সব ভাবনা চিন্তা যে একেবারে ভিত্তিহীন

তুমি নিশ্চয় স্মিথকে সে কথা বুঝিয়েছ। বাবা অত্যন্ত শান্ত, সর্বদা শান্ত।

ন্যাট। যারা ওঁকে পাগল ভাবে, ভয় পায়, তাদের কি বলে বোঝান যায়? (স্যু হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতার পর ন্যাট শুষ্ক কণ্ঠে চুপি চুপি বলে।) মাঝে মাঝে আমিও খুব ভয় পাই জান।

স্যু। সে কি, ন্যাট, কেন?

ন্যাট। (তীব্রভাবে)—ওঁকে আমার ভয় লাগে। মনে হয় উনি যেন সমুদ্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। সমুদ্রই যেন ওঁর একমাত্র বন্ধু। এই সমুদ্রে ছোটবেলায় উনি আমাকে যেতে বাধ্য করেছিলেন। তাই আজ আমার একটা হাত সমুদ্র কেড়ে নিয়েছে মনটাকে ভেঙ্গেচুরে আমাকে অমানুষ করে দিয়েছে।

স্যু। (শান্ত স্বরে)—তোমার দুর্ভাগ্যের জন্যে বাবাকে দোষ দিচ্ছ কেন?

ন্যাট। কেন দোষ দিচ্ছি বুঝতে পারছ না? আমাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে উনি জাহাজে চাপিয়েছিলেন। আজকে যদি জাহাজ ডুবি না হত তাহলে আমিও ওঁর মতো একজন মূর্খ নাবিক ছাড়া আর কিছু হতাম না। বরঞ্চ সমুদ্রকেই দোষ দেওয়া আমার উচিত নয়। সমস্ত দায়িত্ব বাবার। সমুদ্র বরঞ্চ আমাকে সাহায্য করেছে। আমার একটা হাত নিয়েছে তারপর ভাঙ্গা নৌকার মতন পাড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছে, যাতে উনি আর জীবনে কখনো না আমাকে নাবিক হতে বলেন।

স্যু। (কান্নার স্বরে)—তোমার মনটা বিষাক্ত হয়ে আছে, ন্যাট। এতদিন হয়ে গেছে তবুও তোমার মনটা নরম হয়নি। ওই সব পুরোন কথা ভুলে যেতে পারনা।

ন্যাট। (তিক্ত স্বরে)—ভুলে যাব! তোমার বলতে বাধছে না। এবারকার পাড়ি সেরে টম যখন জাহাজ নিয়ে ফিরে আসবে, তুমি তাকে বিয়ে করে এখান থেকে পালিয়ে যাবে। এই জীবনের সঙ্গে তোমার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। মায়ের মতন তুমিও হবে এক ক্যাপ্টেনের স্ত্রী। তোমার মঙ্গল কামনা করি।

স্যু। (বিনীতভাবে)—তুমিও আমাদের সঙ্গে এসো ন্যাট—বাবাকে নিয়ে তুমিও চলে এসো।

ন্যাট। তুমি কি প্রথম থেকেই তোমার স্বামীর ঘাড়ে একটা পাগল আর একটা খঞ্জকে চাপাতে চাও। (তীব্রভাবে)—না, না, আমি কখনো যাব না। (প্রতিহিংসাপূর্ণ স্বরে)—আর ওঁকেও যেতে দেব না। (হঠাৎ গভীরভাবে বলে)—আমাকে এখানে থাকতে হবে। আমার বইএর প্রায় তিন চতুর্থাংশ শেষ হয়ে গিয়েছে। এই বইটাকে আমার এই বাড়ীতে বসেই শেষ করতে হবে—এটাই আমার মুক্তির একমাত্র পথ। এই বাড়ীতে আমার বই শুরু হয়েছে, আর শেষও এখানে ছাড়া অন্য কোথাও হবে না। এটাই আমার প্রতিজ্ঞা। (তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে)—যাই ঘটুক আমাকে এখানে থাকতেই হবে (আশাহীন স্যু কেঁদে ওঠে। ন্যাট কিছুক্ষণের স্তব্ধতার পর বলে চলে)—বুড়ো স্মিথ বলেছে যে, এখানে থাকতে আমার কোন পয়সা লাগবে না। যতদিন খুশী আমি এই বাড়ীটা দেখাশুনার ভার নিয়ে এখানে থাকতে পারি। যদি—

স্যু। (ভীতস্বরে চুপি চুপি বলার প্রতিধ্বনির মতো)—যদি?

ন্যাট। (তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে কঠিন স্বরে)—যদি আমি ওঁকে এখান থেকে সরিয়ে দিই। এমন জায়গায় সরাতে হবে যেখানে উনি নিজের বা অপরের কোন ক্ষতি করতে না পারেন।

স্যু। (প্রচণ্ড ভয়ে)—না, না, ন্যাট। আমাদের মৃতা মায়ের কথা চিন্তা করেও ও কাজটা করা তোমার উচিত হবে না।

ন্যাট। (নিজের মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে)—আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? তোমার দৃষ্টি দেখলে মনে হয় যে, আমি যেন ওকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দিয়েছি।

স্যু। ন্যাট, ন্যাট, মায়ের দোহাই তুমি এ কাজটা করো না।

ন্যাট। (অত্যন্ত ভীত)—আঃ, চুপ কর, চুপ কর। মা মারা গেছেন, তাঁকে শান্তিতে থাকতে দাও। তাঁর ক্লান্ত আত্মাকে টেনে এনে আবার ব্যথা আর দুঃখ দিয়ে কি হবে?

স্যু। ন্যাট।

স্যাট। (নিজের গলাটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে যেন ভেতরকার কোন ইচ্ছাকে গলা টিপে মারছে। অস্পষ্ট স্বরে বলে)—স্যু, দয়া কর—ও সব কথা তুলো না। (স্যু তার দিকে ভয় ও আশঙ্কাভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। প্রচণ্ড চেষ্টায় স্যাট নিজেকে শান্ত করে বলে)—স্মিথ বলেছে আমাকে দু হাজার টাকা দেবে যদি এই বাড়ীটা তাকে দখল দিয়ে দিই। আর আমাকে বাড়ীটার রক্ষক হয়ে বিনা ভাড়ায় এখানে থাকতে দেবে।

স্যু। (রেগে যায়)—বন্ধকের টাকার ওপরেও তোমাকে দু হাজার টাকা দেবে?

স্যাট। ক্ষতি কি? যা পাওয়া যায় তাই লাভ। বেঁচে থাকতে হলে টাকা লাগবে, আমার স্বাধীনতার জন্যে লাগবে, আমার বইটার জন্যেও লাগবে।

স্যু। বুঝেছি সেইজন্যেই শয়তানটা বাবাকে সরিয়ে দিতে চায়। বাবার উইলের কথা ও নিশ্চয়ই জানে।

স্যাট হ্যাঁ তা জানে। বাবা আমাকে বাড়ীটা দিয়ে যেতে চান—আমিই বলেছি সে কথা।

স্যু। (ক্লান্ত স্বরে)—সেইজন্যেই ও বাবাকে সরিয়ে দিতে চায়। কারণ তোমার কাছ থেকে বাড়ীটার দখল নেওয়া সহজ হবে। পুরুষের মন কি জঘন্য হতে পারে!

স্যাট। (লোভ দেখায়)—এই কাজটা করার পর আমি যখন টাকা পাব, তার অর্ধেকটা তোমার বিয়ের জন্যে রেখে দিতে পারি। সেইটাই খুব যুক্তিসঙ্গত হবে। তোমার মত আছে তো?

স্যু। (আতঙ্কিত)—ঘৃণ্য অর্থ! তুমি কি ভাবছ ওই টাকা আমি জীবনে কখনো ছোঁব?

স্যাট। (আবার লোভ দেখায়)—তোমাকে তো বাড়ীটার দাম নিতে বলছি না। আমার টাকা আমি তোমায় দেব।

স্যু। হায় ভগবান! স্যাট, তুমি কি শেষকালে আমাকে ঘুষ দিতে চাইছ?

স্যাট। না, তা কেন হবে। তোমার বিয়ের খরচ দেওয়া কর্তব্য তাই বলছি। (বাঁকা হাসি হেসে)—তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, আমি ওর

গুপ্তধনেরও উত্তরাধিকারী। টাকা পয়সার বিষয়ে আমি একটু উদারতা দেখাতে পারি। হা হা!

স্যু। (ভীত)—স্মাট, তুমি মাঝে মাঝে এমন অদ্ভুত ভাব কর যে আমার মনে হয় তুমি অসুস্থ। তুমি সুস্থ হলে এইভাবে কথা বলতে পারতে না। আমাদের সবাইকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। স্মিথকে বাড়ীটা বিক্রী করে দাও, তাতে বন্ধকের দেনা শোধ করে কিছু টাকা থাকবে। সেই টাকা দিয়ে সমুদ্রের ধারে একটা ছোট বাড়ী কিনব, যাতে বাবার অসুবিধা না হয়। তারপরে বাবাকে নিয়ে তুমি আর আমি সেই বাড়ীতে উঠে যাব।

স্মাট। (তীব্রভাবে)—না, না, আমি আর ওঁর সঙ্গে থাকব না। ওই পাগলের খেলার পুতুল হয়ে অনেকদিন থেকেছি। আমার কানে অদ্ভুত স্বপ্নের মন্ত্র দেবে—গুপ্তধনের গল্প শুনিয়ে সমুদ্রে যেতে প্রলুব্ধ করবে—এ আমি আর কিছুতেই সহ্য করব না। (পকেট থেকে ব্রেসলেটটি বার করে সেটি দেখা মাত্র ভীষণ রেগে সেটিকে ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দেয়)—না, না, স্বপ্ন দেখার দিন চলে গেছে। সমস্ত কল্পনাকে আমি চিরকালের মতন আজকে রাত্রে বিসর্জন দিয়েছি। আর আমি ও সব কথা ভাবব না।

স্যু। (তার দিকে তাকিয়ে ক্রমে বুঝতে পারে যে, সে যা ভয় করেছিল তাই ঘটেছে। মাথাটা তার হাতের ওপরে ঝুঁকে পড়ে, গলা দিয়ে ব্যথার চীৎকার যেন আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে)—তুমি—তুমি—বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। ওকে তুমি বিক্রী করে দিয়েছ। স্মাট তোমাকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

স্মাট। (ভীত দৃষ্টিতে ওপরের দিকে তাকায়)—আঃ, চুপ কর। কি বাজে কথা বলছ? সমুদ্র থেকে দূরে থাকলে উনি সুস্থ হবেন।

স্যু। (ক্লান্ত স্বরে)—তুমি ওঁকে বিক্রী করে দিয়েছ।

স্মাট। (উত্তেজিত)—না, মোটেই না। (পকেট থেকে নক্সাটা বার করে)—শোন স্যু, ভগবানের দোহাই আমার কথা একবার শোন। এই দেখ সেই দ্বীপের নক্সা। (টেবিলের ওপর নক্সাটা মেলে ধরে)—আর এই যে এইখানে ঢেঁড়া দেওয়া জায়গাটায় রয়েছে গুপ্তধন। (বারবার ঢোক গেলে। তার কথাবার্তা

অসংলগ্ন লাগে)—এই নক্সাটা আমি এত বছর বয়ে বেড়াচ্ছি। এটার কি কোন মানে নেই ? তুমি বুঝতে পারছ না। এটা আমার জীবন আর আমার মাঝে দাঁড়িয়ে আমাকে পাগল করে দিচ্ছে—আমার বই লেখা এগোচ্ছে না। উনি আমাকে আশা করতে শিখিয়েছেন, শিখিয়েছেন অপেক্ষা করতে, গুপ্তধনের আশা নিয়ে বেঁচে থাকতে। যখন আমার বুদ্ধি এই সমস্ত কল্পনাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে—আমার চোখ উপকথাকে অবিশ্বাস করেছে, তখনো আমি সে সবকে উড়িয়ে দিতে পারিনি —ধ্বংস করতে পারিনি। দিনের পর দিন বুকে আশা নিয়ে অপেক্ষা করেছি। সব থেকে আশ্চর্য কথা কি জান ? আমি এই গুপ্তধনের গল্পটা এখনো বিশ্বাস করি, যদিও মনে প্রাণে বুঝতে পারছি যে, সে চিন্তার কোন মানে নেই, তা মিথ্যা, অলীক, অসম্ভব।

স্ত্রী। (তার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়)—সেইজন্যে বুঝি তুমি ওঁকে এত ঘৃণা কর।

স্কাট। না, করি না। (হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে)—হ্যাঁ, ঘৃণা করি। উনি আমার বুদ্ধিটাও চুরি করে নিয়েছেন। ওঁর পাগলামির মধ্যে, ওঁর চিন্তার মধ্যে, ওঁর আশার মধ্যে আমি বন্দী হয়ে গিয়েছি—কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছি না।

স্ত্রী। (অত্যন্ত ভয় পেয়েছে। অনুনয়ের স্বরে)—স্কাট, তুমি এমন করে কথা বলছ যেন তুমিও—অমন করে কথা বলোনা।

স্কাট। (বন্যভাবে হেসে ওঠে)—ভাবছ বুঝি আমিও পাগল হয়ে গিয়েছি। ঠিকই ভেবেছ। আমি এতদিন পাগল ছিলাম, কিন্তু আর পাগল থাকব না। (লণ্ঠনের কাঁচটা তুলে নক্সাটাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। কাঁচটা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠনটা নিভে যায়। নানা বর্ণছটায় নক্সাটা অন্ধকার ঘরে পুড়তে থাকে। সেইদিকে তাকিয়ে সে বলে চলে)—দেখেছ আমি কি ভাবে নিজের মুক্তির ব্যবস্থা করলাম। এখন আমি আবার স্বাভাবিক হয়েছি। ডাক্তারের কথা বলি। তোমায় মিথ্যে বলেছিলাম। পাগলা গারদের ডাক্তারই এসেছিল। দেখ কাগজটা কি সুন্দর

পুড়ছে। এই পাগলামির বিষ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস না করে ফেলতে পারলে আবার আমায় অসুস্থ করবে। হ্যাঁ, তোমায় মিথ্যে বলেছিলাম। দেখ এবার সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে, শেষ বিন্দুটা পর্যন্ত ছাই হয়ে গেছে। আর একটা নক্সা অবশ্য আছে। কিন্তু সেটা সাইলাস হর্ণের সঙ্গে সমুদ্রের তলায় চলে গেছে। (ছাইগুলোকে মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়ায়)—ব্যস শেষ। অবশেষে আমি মুক্তি পেলাম। (তার মুখটা অত্যন্ত ফ্যাকাশে কিন্তু চালচলন শান্ত।)—আমি আমার আত্মাকে বাঁচাতে ওঁর জীবনটা বিক্রী করে দিয়েছি অস্বীকার করব না। ওরা এখনই আসবে, এসে ওঁকে পাগলাগারদে নিয়ে যাবে।

[ওপর থেকে হঠাৎ "পাল দেখা যায়" বলে একটা চীৎকার ওঠে, পদশব্দ ওঠে। তারপর ওপরের দরজা বিকট আওয়াজ করে খুলে যায়। বাইরের এক ঝলক বাতাস ঘরের মধ্যে ছুটে আসে। ন্যাট আর স্যু এক লাফে উঠে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ক্যাপ্টেন বার্টলেট ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে সিড়ি দিয়ে নেমে আসেন।]

ন্যাট। (কেঁপে ওঠে)—হায় ভগবান! উনি কি আমার কথা শুনে ফেলেছেন।

স্যু। চুপ কর।

[ক্যাপ্টেন বার্টলেট ঘরের মধ্যে আসেন। ছেলের সঙ্গে তাঁর চেহারার অদ্ভুত মিল। তবে তাঁর মুখ আরো কঠোর দেহ বলিষ্ঠ এবং ভারী। তাঁর পেশীবহুল স্বাস্থ্য হাটাচলায় স্পষ্ট বোঝা যায়। যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও এখনো শরীর অত্যন্ত শক্ত। মাথার চুল আর গোঁফ একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। তাঁর জাহাজী জীবনের চিহ্ন তাঁর মুখের রেখায় আর চামড়ার রংএ প্রকাশ পাচ্ছে। কঠিন কাল চোখের দৃষ্টি পাকা ভুরুর তলায় চাপা পড়েছে। মোটা ডবল ব্রেষ্টের নীল কোট তাঁর পরনে, একই কাপড়ের তৈরী প্যাণ্ট আর হাটু পর্যন্ত উঁচু রবারের বুট।]

বার্টলেট। (অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ছেলের দিকে হেঁটে আসেন—তার

দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন)—আমায় পাগল ভাবছিলে না? (স্যাট এক পা পেছিয়ে যায়)—তিন বছর ধ'রে পাগল ভেবেছ। সেই হারামজাদা শ্লোকাম বেটা আমার মেরী এ্যালেন জাহাজ ডুবে গেছে বলে মিথ্যে রটনা করবার দিন থেকেই আমাকে পাগল ভেবে এসেছ। ভেবেছ ওরাই বুঝি বুদ্ধিমান আর আমিই হলাম বোকা।

স্যাট। (ঢোক গিলে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে)—না বাবা আমি—

বার্টলেট। মিথ্যে বলোনা, বদ ছোকরা কোথাকার। তোমাকে আমি আমার উত্তরাধিকারী করেছিলাম। তাই তুমি আমাকে তোমার পথ থেকে সরিয়ে দেবার কথা ভেবেছ। ভেবেছ আমাকে পাগলা গারদের গরাদের পেছনে সারাজীবন বন্দী করে রেখে দেবে।

স্যু। না বাবা।

বার্টলেট। (স্যুকে হাত নেড়ে চুপ করে থাকতে বলেন)—তুমি কিছু বলোনা। চুপ কর। তুমি তোমার মায়ের মতো।

স্যাট। (অত্যন্ত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে)—না বাবা তুমি কি মনে কর আমি—

বার্টলেট। (তীক্ষ্ণস্বরে)—তোমার চোখের দৃষ্টিতে পর্যন্ত মিথ্যে বেরিয়ে পড়ছে। আমি অনেকদিন যাবত তোমায় লক্ষ্য করছি। তোমাকে আমার অভিশাপ দিয়ে যাব।

স্যু। না, বাবা না, অমন কথা তুমি বলোনা।

বার্টলেট। আমাকে বারণ করোনা, মেয়ে। ও গুপ্তধনের কথা বিশ্বাস করে। বলুক করে না? আজ বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়। বোকার মতন ভাবে যে, এতদিন বুঝি কেবল স্বপ্নে বিশ্বাস করেছে। নিজের মনকেও অবিশ্বাস করতে চায়, আমার কথাকে অবিশ্বাসী করবার জন্যে—

স্যাট। (খোসামোদের স্বরে)—তোমার ভুল হচ্ছে বাবা। গুপ্তধনের কথা আমি বিশ্বাস করি।

বার্টলেট। (বিজেতার ভঙ্গীতে)—হ্যাঁ, এখন তুমি কর। নিজের চোখে দেখেছ বলে কর।

স্যাট। (অবাক হয়ে যায়)—নিজের চোখে?

বার্টলেট। ওপর থেকে আমি চিৎকার করলাম শোননি? এখনো ওদের ফিরে আসার খবর পাওনি?

ন্যাট। (আরো অবাক হয়)—চীৎকার শুনেছি কিন্তু কে ফিরে আসবে—কি দেখব?

বার্টলেট। (অত্যন্ত গম্ভীর)—এইবার তোমার অপরাধের শাস্তি পাবে, বিশ্বাসঘাতক। (চীৎকার করে বলে) মেরী এ্যালেন। অন্ধ বোকা কোথাকার। আমার জাহাজ মেরী এ্যালেন দক্ষিণ সাগর থেকে ফিরে আসছে। আমি তোমাদের বারবার বলিনি—হলফ করে বলিনি যে, জাহাজটা ফিরে আসবেই।

স্যু। (তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করে)—বাবা শান্ত হও। ওসব কিছুই নয়।

বার্টলেট। (মেয়ের কথা তাঁর কানে যায় না। ছেলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলেন)—মেরী এ্যালেন গুপ্তধন নিয়ে ফিরে এসেছে। সোনার ভারে সে এখন ভারাক্রান্ত। আধঘণ্টা আগে আমি তাদের সমুদ্রের মোড় ঘুরতে দেখলাম। তারপরে বন্দরে এসে নোঙর ফেলতে দেখে আমি চীৎকার করেছি। আমি তোমাদের বলে ছিলাম না ঠিক এই রকমই হবে। তুমি তখন আমার কথা অবিশ্বাস করেছিলে। বিশ্বাসঘাতকদের এই রকম অবস্থাই হয়।

ন্যাট। (তার চোখে ভুতুড়ে আচ্ছন্ন দৃষ্টি। সে তার বাপের দিকে অদ্ভুত আনন্দে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে)—মেরী এ্যালেন ফিরে এসেছে? কি করে জানলে?

বার্টলেট। আমি কি আমার নিজের জাহাজ চিনি না। তুমিই দেখছি পাগল হয়ে গিয়েছ।

ন্যাট। কিন্তু এই রাত্রিবেলায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক। অন্য জাহাজও তো হতে পারে।

বার্টলেট। অন্য কোন জাহাজ নয়, আমার মেরী এ্যালেন। চাঁদের আলোয় আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। তোমার মনে আছে সাইলাস হর্নকে বাড়ী ফিরবার সময় আমি কি সঙ্কেত করতে বলেছিলাম।

ন্যাট। (ধীরে ধীরে)—মনে আছে। প্রধান মাস্তুলের মাথায় একটা লাল আর সবুজ আলো জ্বালাতে বলেছিলেন।

বার্টলেট। (বিকট আনন্দে)—তাহলে যাও নিজের চোখে দেখে এস। (বাঁ-দিকের সামনের ঘুলঘুলির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়) এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। (আদেশর স্বরে) নিজের চোখকে বিশ্বাস করবে তো নাকি? নিজে দেখ তারপর আমাকে পাগল বোলো।

[ন্যাট ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে দেখে চমকে ওঠে। তারপর ফিরে আসে। ভীষণ অবাক হয়ে যাওয়ার ভাব তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে]

ন্যাট। একটা লাল আর সবুজ আলো প্রধান মাস্তুলের ওপর জ্বলছে বটে—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

স্যু। (অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছে)—দেখি।

[সেও ঘুলঘুলির কাছে যায়]

বার্টলেট। (প্রচণ্ড খুসীতে ছেলেকে ভর্ৎসনার স্বরে বলেন)—এইবার পরিষ্কার দেখেছ তো কিন্তু তোমার কীর্তি আমি ধরে ফেলেছি। বিশ্বাস-ঘাতক।

[ন্যাট ভাষাহীন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে]

—আমি ওপর থেকে দেখলাম ডেকের ওপর হর্ণ, কেটস, আর কানাকা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চাঁদের আলোয় তাদের স্পষ্ট দেখা গেল। এস আমার সঙ্গে।

[ন্যাটকে নিয়ে ঘরের পেছন দিকে চলে যান। তারপর দুজনে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর ওপর থেকে বার্টলেটের কণ্ঠে "মেরী এ্যালেনের জয় হোক', চীৎকার ভেসে আসে। সেই চীৎকারের প্রতিধ্বনির মতন একটু পরে ন্যাটের গলা শোনা যায়। স্যু ঘুলঘুলির দিক থেকে মুখ ঘোরায়। তার ভীত চাহনি। সে কিছুই যেন বুঝতে পারছে না। ধীরে ধীরে গভীর দুঃখে মাথা নাড়ে। ওপরকার চীৎকার শুনে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁপে। একটু পরে ন্যাট ওপর থেকে নেমে আসে। তার চোখ আনন্দে বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছে।

স্যু। (ভগ্নকণ্ঠে)—আজকে ওঁর শরীরটা খুবই খারাপ হয়েছে ন্যাট। তুমি যা করছ সেটাই বোধহয় ঠিক। উনি যা বলছেন তা এখন স্বীকার করে নেওয়াই ভাল।

ন্যাট। (উত্তেজিত স্বরে)—স্বীকার করে নেব কেন? কি, তুমি বলছ পাগলের মতো?

স্যু। (ঘুলঘুলির দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়)—ওখানে কিছু নেই, ন্যাট। বন্দরে কোন জাহাজই নেই।

ন্যাট। তুমি একটা বোকা অন্ধ। বন্দরে মেরী এ্যালেন দাঁড়িয়ে আছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাস্তুলে তার লাল আর সবুজ সঙ্কেতের আলো। যে কোন লোক স্পষ্ট দেখতে পাবে। বোকাগুলো মিথ্যে করে রটিয়েছিল যে, জাহাজডুবি হয়েছে। আমিও বোকার মতন ওদের কথায় বিশ্বাস করেছিলাম।

স্যু। কিন্তু, ন্যাট, ওখানে কিছু নেই। (আবার ঘুলঘুলির কাছে যায়)—কোন জাহাজ নেই। দেখ।

ন্যাট। বারবার তোমাকে বলছি আমি স্পষ্ট দেখেছি। ওপর থেকে সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

[সেখান থেকে সরে গিয়ে টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে। স্যু তার পেছন পেছন যায়, ভীত বিনীত কণ্ঠে বলে]

স্যু। ন্যাট দোহাই তোমার। তুমি এ রকম করো না। তুমি এই রকম করলে বাবাকে সামলাবে কেমন করে? শান্ত হও ন্যাট। একি ন্যাট তুমি কাঁপছ। তোমার মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছে মনটা উত্তেজিত। অমন কোরনা।

[তার কপালে হাত দিয়ে শান্ত করতে চায়।]

ন্যাট। (তার হাতটাকে রূঢ়ভাবে সরিয়ে দেয়)—তুমি বোকা, অন্ধ।

[বার্টলেট সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে ভেতরে আসেন। স্বপ্ন সাফল্যের আনন্দে তাঁর মুখে এক অপূর্ব ভাবাবেগ হয়েছে]

বার্টলেট। ওরা নৌকা নামিয়েছে। হর্ণ, কেটস আর কানাকা পাড়ে আসছে। আমি ওদের দাঁড় টানার আওয়াজ শুনলাম। শোন, তুমিও শুনতে পাবে।

[স্তব্ধতা]

ন্যাট। (উত্তেজিত)—হ্যাঁ আমিও শুনতে পাচ্ছি।

মৃ্যা। (ভাই-এর চেয়ারের পাশে গিয়ে বসে। তাকে চুপি চুপি সাবধান করে দেয়)—ওটা খালি সমুদ্র আর বাতাসের আওয়াজ, ন্যাট। শোন বিশ্বাস কর।

বার্টলেট। (হঠাৎ)—বাঃ শুনতে পেয়েছ ওরা পৌঁছে গেছে। আমি তোমাদের হলফ করে বলেছিলাম না যে, ওরা আবার শুকনো মাটিতে ফিরে আসবে। ঠিক তাই হয়েছে—ওরা আমার কথা রেখেছে। ওরা এবার রাস্তা দিয়ে হেটে আসছে আমাদের বাড়ীর দিকে।

[তিনি উৎকর্ণ হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকেন। ন্যাট চেয়ারে ঝুঁকে পড়ে শোনে। বাতাস আর সমুদ্রের আওয়াজ হঠাৎ থেমে যায়। সবুজ রংএর মোটা চাদরের মতন একটা অদ্ভুত আলোর ঢেউ ক্রমিক ছন্দে ঘরটাকে পূর্ণ করে ফেলে। মনে হয় এটা যেন সমুদ্রের গভীর কোন জায়গা—সূর্যের আলো সেখানে পৌঁছতে পারে না।]

ন্যাট। (তার বোনের হাত চেপে ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বলে)—দেখেছ কি রকম আলো পালটে গেল। (কাঁপে)—সবুজ আর সোনালী আলোয় ঘর ছেয়ে গেছে। মনে হচ্ছে এটা যেন ঠিক সমুদ্রের তলার কোন জায়গা। মনে হয় যেন অনেকদিন জলের ভেতর ডুবে রয়েছি। (হঠাৎ ভীষণ ভয়ে চীৎকার করে ওঠে)—আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও।

মৃ্যা। (তার হাতে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়)—চুপ কর, ন্যাট। ভয় পাচ্ছ কেন? কিছু বদলায়নি। ওটা চাঁদের আলো ন্যাট, ভয় পেয়ো না।

[ঘরের সবুজ আলোটা আরো ঘন হতে থাকে]

বার্টলেট। (এক ঘেয়ে আবেশের স্বরে)—ওই ওরা আসছে। ধীরে ধীরে আসছে। দুটো ভারী বাক্স বয়ে আনতে হচ্ছে বলে ওদের পদ-ক্ষেপ অত ধীর। বাক্সের ভারে ওরাও ভারী হয়ে গিয়েছে। শুনতে পাচ্ছ? ওরা আমাদের দরজায় এসে পৌঁছেছে—শুনতে পাচ্ছ ওরা এসে গেছে।

ন্যাট। (তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়)—শুনতে পেয়েছি। আমি দরজাটা খুলে রেখেছি।

বার্টলেট। ওদের জন্যে?

ন্যাট। হ্যাঁ ওদের জন্যে।

স্যু। (কাঁপে)—চুপ কর।

[নীচেকার ভারী দরজাটা জোরে বন্ধ হবার আওয়াজ ওপরে ভেসে আসে]

ন্যাট। (উত্তেজিত হয়ে বোনকে বলে)—ওই যে শুনতে পেয়েছ?

স্যু। ওটা বাতাসের আওয়াজ।

ন্যাট। বাতাস কোথায়?

বার্টলেট। ওই ওরা ওপরে আসছে। ভারী বাক্স নিয়ে ওপরে উঠছে। চলে আয় হতভাগারা।

[প্রথমে নীচে তারপরে সিড়িতে খালি পায়ের ওপরে ওঠার আওয়াজ আসে]

ন্যাট। এবার তুমি শুনতে পেয়েছ?

স্যু। কোন আওয়াজ হচ্ছে না, ন্যাট। ইঁদুরের ছুটে বেড়ানর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে খালি।

[বার্টলেট দৌড়ে গিয়ে দরজাটা খুলে ধরেন]

বার্টলেট। সোজা ভেতরে চলে এস। বাড়ী ফিরে আসার জন্যে তোমাদের স্বাগত জানাই।

[ধীরে ধীরে সাইলাস হর্ণ, কেটস আর কানাকার দেহ সিড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে উঠে আসে। পেছনের দুজন একটা মণিমাণিক্য খচিত সিন্দুক বয়ে আনছে। হর্ণ খড়্গনাসা বৃদ্ধ লোক, তার পরনে ছাই রংএর সূতী-প্যাণ্ট, তার জামাটা ছিঁড়ে ঝুলছে। লোমশ বুকটা স্পষ্ট দেখা যায়। জিমি কানাকা লম্বা স্বাস্থ্যবান যুবা। গায়ের রং তার সম্পূর্ণ তামাটে। কেটস মোটা স্বাস্থ্যবান বেঁটে লোক। তার সাদা নাবিকের পোষাকটা ছিন্নভিন্ন, মরচের দাগে কলঙ্কিত। সবারই পা খালি। তাদের পচা জামাকাপড় জলে ভিজে সপসপ করছে—জল গড়িয়ে পড়ছে। তাদের

চুলে সামুদ্রিক আগাছার চিহ্ন। সমুদ্রের তলাকার লতা-পাতায় তাদের চুল জট পাকিয়ে গিয়েছে। তাদের বিস্ফারিত চোখগুলো ভাবলেশহীন, দৃষ্টিহীন। তাদের গায়ের চামড়ার রং সবুজ হয়ে গিয়েছে। মনে হয় তাতে পচন ধরেছে। তাদের দেহগুলো যেন গভীর সমুদ্রের ঢেউএর তালে তালে প্রাণহীনভাবে দুলছে। স্নায়ুহীন, শক্তিহীন, জীবনহীন এরা এক অপূর্ব দৃশ্য।]

স্যাট। (তাদের দিকে এক পা আগিয়ে যায়)—দেখেছ—(আবিষ্টের মতো বলে)—সুস্বাগত ভাই সব।

স্যু। (ভাইএর হাত চেপে ধরে)—চুপ করে বস, স্যাট। ওখানে কিছু নেই—কেউ নেই। বাবা তুমিও বস।

বার্টলেট। (ওদের দিকে তাকিয়ে হাসেন তারপর ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখেন)—চুপ। একটা কথা নয়। এখানে কোন কথা বলো না। ওর সামনে কোন কথা বলা হবে না। (ছেলেকে দেখান)—ওর এখন কোন কথা শোনবার অধিকার নেই। ও বিশ্বাসঘাতক। এস—এ গুপ্তধন কেবল আমাদের। আমরা এটা নিয়ে একসঙ্গে সবাই চলে যাব। এস। (পেছনের দরজা খুলে ওপরের সিড়িতে পা রাখেন। অন্য তিনজন তাঁর পেছনে পেছনে যায়। সিড়ির নীচে গিয়ে হর্ণ একটা হাত ক্যাপ্টেনের কাঁধে রাখে—অন্য হাতে এক টুকরো কাগজ বার করে তাঁর সামনে ধরে। বার্টলেট সেই কাগজটা নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে হাসেন)—ঠিক বলেছ—এই কাগজটাই খালি ওর—আর কিছু নয়।

[ওপরে উঠে যান। তাঁর পেছন পেছন মূর্তি তিনটী দুলতে দুলতে চলে যায়]

স্যাট। (তখনো আবিষ্ট)—দাঁড়াও আমিও যাব।

[ওদের পেছনে যাবার চেষ্টা করে। স্যু তাকে প্রাণপণে আটকে রাখে]

স্যু। স্যাট, দাঁড়াও, যেয়ো না!—বাবা ফিরে এস!

স্যাট। বাবা দাঁড়াও—আমি যাব।

[এক ঝটকায় স্যুকে ফেলে দিয়ে দৌড়ে চলে যায়। কিন্তু

দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই বন্ধ দরজার ওপর সে প্রাণপণে করাঘাত করে চীৎকার করে]

স্যু। (পাগলের মতো চীৎকার করে পেছনের দরজার দিকে দৌড়ে যায়)—বাঁচাও—বাঁচাও, কে আছ বাঁচাও।

[ঠিক সেই মুহূর্তে ডাঃ হিগিনস সিড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসে]

হিগিনস। কি হয়েছে—আমাকে বলুন কি ব্যাপার।

স্যু। (হাঁপায়। ভীতকণ্ঠে বলে)—আমার বাবা ওপরে চলে গেলেন।

হিগিনস। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমার আলোটা কোথায় গেল—এই যে। (আলো জেলে স্যুর ভীত সন্ত্রস্ত মুখ দেখে। তারপর ঘরের দিকে আলো ফেলে। সবুজ আলোটা ঘর থেকে হঠাৎ যেন অন্তর্ধান করেছে। বাতাস আর সমুদ্রের শব্দ আবার শোনা যায়। ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো আসে। হিগনিস এক লাফে দরজার কাছে গিয়ে স্যাটকে টানে)—সর দেখি বার্টলেট, আমি একবার দেখি।

স্যাট। (ফিরে আসে। ডাক্তারের দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে বলে)—ওরা দরজায় তালা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি ওপরে যেতে পারলাম না।

হিগিনস। (ওপরের দিকে তাকায়—আশ্চর্য হয়)—কি ব্যাপার বল দেখি বার্টলেট। সব কিছু তো খোলাই আছে।

[ঠেলতেই দরজা খুলে যায়। সে ওপরে উঠতে আরম্ভ করে]

স্যাট। (সাবধান করে দেয়)—সাবধান—ওরা কিন্তু কেউ সোজা লোক নয়। খুব সাবধান।

হিগিনস। (ওপর থেকে বলে)—ওরা কারা? এখানে তো কেউ নেই। (হঠাৎ সচকিত স্বরে)—শোন—তাড়াতাড়ি ওপরে এস। উনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন! আমাকে একটু সাহায্য করবে এস।

[স্যাট ধীরে ধীরে ওপরে যায়। স্যু লণ্ঠনটা জ্বালে। তারপর সেটা নিয়ে সিড়ির নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। ওপর থেকে ভারী জিনিষ বয়ে আনার আওয়াজ হয়। পরমুহূর্তেই ক্যাপ্টেনের দেহটাকে বয়ে দুজনে ঘরে এসে ঢোকে।]

হিগিনস। আস্তে—আস্তে—খুব সাবধানে (ক্যাপ্টেনের দেহটা পেছনের লম্বা চেয়ারটায় শুইয়ে দেয়। হিগিনস নীচু হয়ে তাকে পরীক্ষা করে তারপর তাঁর বুকে কান দিয়ে শোনে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে)—না,—সব শেষ। আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

স্যু। (নিস্পন্দভাবে)—বাবা নেই?

হিগিনস। (মাথা নাড়ে)—গভীর উত্তেজনায় হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছে (সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে)—বোধহয় ভালই হয়েছে মনে হয়। যদি—

ন্যাট। (তখন তার স্বপ্নাবেশ কাটেনি)—হর্ণ ওঁকে কি একটা জিনিষ দিচ্ছিল। তুমি দেখেছ, স্যু?

স্যু। (গভীর দুঃখে হাত কচলায়)—আঃ ন্যাট, একটু চুপ কর। বাবা আর নেই। (হিগিনসকে করুণভাবে বলে)—আপনি যান—দয়াকরে চলে যান।

হিগিনস। আমার কি কিছু করবার নেই?

স্যু। দয়াকরে চলে যান।

[হিগিনস তাকে অভিবাদন করে তাড়াতাড়ি চলে যায়। ন্যাট ধীরে ধীরে তার বাপের দেহের কাছে যায়। মনে হয় কি এক অজানা আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।]

ন্যাট। তুমি দেখতে পাওনি? হর্ণ ওঁর হাতে কি একটা দিল।

স্যু। (কাঁদে)—ন্যাট—ন্যাট চলে এস ওঁকে ছুঁয়োনা ন্যাট—পালিয়ে এস।

[কিন্তু ন্যাট তার কথা শোনেনা। তার দৃষ্টি তার বাপের ডান হাতের দিকে নিবদ্ধ। মুষ্টিবদ্ধ প্রাণহীন হাতটা চেয়ার থেকে ঝুলে পড়েছে। হাতটার ওপর সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। প্রচণ্ড চেষ্টায় মুষ্টিবদ্ধ হাতটা খুলে তার ভেতর থেকে মোচড়ান এক টুকরো কাগজ বার করে। বিরাট বিজয়ীর মতন সেই কাগজের টুকরোটা মাথার ওপর তুলে নৃত্য করে চীৎকার করে বলে]

ন্যাট। দেখেছ? এই দেখ। (মোচড়ান কাগজটা লণ্ঠনের আলোর নীচে পেতে সমান করতে চেষ্টা করে)—দেখেছ! গুপ্তধন আমার

কাছ থেকে পালিয়ে যায় নি, এই সেই দ্বীপের নক্সা। এখনো সুযোগ রয়েছে। এবার এটা হবে আমার সুযোগ। (অপ্রকৃতস্থ স্বরে তার সঙ্কল্প ঘোষণা করে)—এই বাড়ীটা বিক্রী করে দিয়ে আমি চলে যাব—গুপ্তধন খুঁজে আনব। আমি গুপ্তধন খুঁজে পাবই। এই দেখ বাবার হাতের লেখা। ঢেঁড়া চিহ্নের তলে গুপ্তধন রয়েছে।

স্যু। (ভগ্নস্বরে কাঁদতে কাঁদতে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে)— হায় ভগবান! চলে এস স্যাট,—চলে এস।

। যবনিকা।

।। দড়ির ফাঁস ।।
(The Rope)

চরিত্র

এব্রাহাম বেণ্টলি
অ্যানি
প্যাট স্যুইনি
মেরী
লিউক বেণ্টলি

॥ দড়ির ফাঁস ॥

দৃশ্য—সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের ওপর একটি পুরোন খামারের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। বাঁয়ে পেছনের দিকে প্রচুর কাঠ তাকের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সাজান রয়েছে। ডানদিকে জোড়া পাল্লার দরজা খুললে সমুদ্র দেখা যায়। এই দরজা থেকে বাইরের রাস্তায় পড়বার জন্যে একটি অবলুপ্ত হাঁটা পথের অস্পষ্ট চিহ্ন। রাস্তার শেষে পাহাড়ের মাথাটা দেখা যায়। নীচের সমুদ্রের ধার থেকে এই পাহাড়ের উচ্চতা পর্যন্ত খাড়া পাথরের দেওয়াল—মনে হয় পাহাড়টাকে কেউ যেন ছুরি দিয়ে কেটে ফেলেছে। দরজার ডানদিকে তিনটা তাকের মধ্যে খড় আর বিচালি রাখার ব্যবস্থা আছে। কাছেই খড় এবং কাঠ কাটবার জন্যে একটা বড় কুড়ুল। কাঠের চওড়া তক্তার ওপর কুড়ুলটা গাঁথা রয়েছে। খামারের বাঁদিকে মাচার ওপর খড় রাখার ব্যবস্থা। মাচাটা মাটি থেকে বার ফুট উঁচু এবং দরজার মাঝ পর্যন্ত প্রশস্ত। সামান্য কিছু ছিটান পুরোন খড় ছাড়া মাচাটা প্রায় সম্পূর্ণই খালি হয়ে রয়েছে। মাচাটার শেষ থেকে দরজার মাঝামাঝি জায়গায় একটি ফাঁস লাগান পাঁচ ফুট লম্বা দড়ি ঝুলছে। একটি মরচে ধরা লাঙ্গল এবং চাষ করবার অন্যান্য সরঞ্জাম একপাশে পড়ে রয়েছে। এগুলির কোনটাই যে দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হয়নি তা দেখলেই বোঝা যায়। বাঁদিকের দেওয়ালের দিকে এগুলিকে ঠেলে রাখা হয়েছে। সামনের দিকে একটি পুরোন বেতের চেয়ারকে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে। ডানদিকের তাকগুলির সামনে একটি রং ওঠা লম্বা কাজ চালান গোছের ছুতোরের টেবিল। দেখলেই বোঝা যায় যে, বাড়ীতেই এটির সৃষ্টি হয়েছে। করাত, রেদ, হাতুড়ি, বাটালি ইত্যাদি ছুতোরের কাজের সরঞ্জাম টেবিলের ওপর দেখা যায়। একটি ঠোঙ্গায় কিছু পেরেক এবং অন্যান্য কাজের সরঞ্জামও রয়েছে। একটি বেঞ্চি সামনে এবং অন্য বেঞ্চিটি তার বাঁদিকে রাখা আছে। এই খামারের ডানদিকের দেওয়াল সম্পূর্ণ খালি।

প্রথম বসন্তের সন্ধ্যা। সময় ছটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে।

পট উঠলে খোলা দরজা দিয়ে দিগন্তে মেঘের চিহ্ন দেখা গেল। সূর্যাস্তের রংএ মেঘের গায়ে সোনালী পাড় বসিয়েছে। নাটক চলতে চলতে এই আলোটি

প্রখরতর হয়ে উঠবে এবং তারপর ক্রমে আবছা লাল রংএর আলোর মধ্যে অদৃশ্য হবে। সমুদ্রের রং ধূসর। পাহাড়ের নীচে ঢেউ ভাঙার আওয়াজ চাপা একঘেয়ে সুরে ঘরের মধ্যে ভেসে আসছে।

মেরী পা মুড়ে ডানদিকের দরজায় ঠেস দিয়ে বসে আছে। তার মুখের কেবল পাশটা দেখা যায়। মাত্র দশ বছর বয়স হলেও সে বেশ লম্বা কিন্তু অত্যন্ত রোগা। তার পাতলা গাজর রংএর চুল একটি বেণীতে বাঁধা। পরনে লাট হয়ে যাওয়া সাধারণ সুতী ফ্রক। তার মুখ বোকার মতন ভাবলেশহীন। তার হাত উদ্দেশ্য-হীনভাবে এটাওটা নিয়ে খেলা করছে। তার মন সম্পূর্ণভাবে শান্ত। উলটো দিকের দরজায় ঠেসিয়ে রাখা একটি কাপড়ের পুতুলের দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে তীক্ষ্ণ সরু কণ্ঠে আপন মনে গুণগুণ করে গান করছে।

বাইরে আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে এক লাফে উঠে দাঁড়ায়—বাইরের দিকে এক নজরে দেখে পুতুলটাকে বুকের সঙ্গে খুব জোরে চেপে ধরে। এক সেকেণ্ড দ্বিধা করে এক দৌড়ে ছুতোর-টেবিলের তলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এব্রাহাম বেণ্টলি ঘরে এসে ঢোকে। বাইরের আলো থেকে অন্ধকার খামারে ঢুকে প্রথমে সে কিছুই দেখতে পায় না। বেণ্টলি লম্বা ঝোলা—কাঁধ, পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধ। তার সরু পা দুটি বাতের ব্যথায় কমজোরী হয়ে গিয়েছে। তাই হাতে একটি মোটা লাঠি নিয়ে তাকে হাঁটাচলা করতে হয়। তার মুখের রংটা ফ্যাকাশে বলিচিহ্নে রোগা মুখটা রেখাঙ্কিত। তার চকচকে টাকের চারপাশে হালকা সাদা পাটের ফেসোর মতন চুলের মণ্ডল। ভারী কাল ভ্রূর তলে তার দুর্বল চোখ দুটো যেন সর্বদা সামনের দৃশ্যটাকে প্রাণপণে ধরবার চেষ্টা করছে। তার বিরাট খড়্গ নাকের তলে তার ঠোঁট দুটি মুছে যাওয়া রেখার মতন লাগে। দুসপ্তাহের না কাটা দাড়ি চোয়াল ও চিবুককে চাপা দিয়েছে। পরনে একটি বাদামী রংএর জীর্ণ ওভার কোট। মাথায় কোন টুপি নেই।

বেণ্টলি। (খামারের ভেতরে ঢুকে গভীর সন্দেহে চারিদিকে চেয়ে দেখে। টেবিলের কাছে পৌঁছে তার ওপরে ভর দেবার জন্যে হাত রাখে। ঠিক সেই মুহূর্তে মেরী টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে বাইরে ছুটে পালিয়ে যায়। বেণ্টলি প্রথমে ভীষণ চমকে ওঠে, তারপর তার দিকে লাঠি আস্ফালন করে বলে)—আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা। বদ খৃষ্টানের বাচ্চা কোথাকার। বেটি একেবারে শয়তানের ভ্যাকরা—আমার ওপর গুপ্তচরগিরি করছে। ওরাই

ওকে লাগিয়েছে। আমি কি করছি তা জানবার জন্যে ওরাই ওকে চর করেছে। (খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজা পর্যন্ত গিয়ে অত্যন্ত সাবধানে বাইরে তাকিয়ে দেখে। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে আবার খামারের ভেতর আসে)—ওরা যা জানবার জন্যে গুপ্তচর লাগিয়েছে তা ওরা জীবনে কখনো জানতে পারবে না। (দড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে। তারপর একাধিকবার লাঠি দিয়ে সেটাকে টেনে পরীক্ষা করে। নিজের সঙ্গেই কথা বলে)—খুব শক্ত করে বাঁধা দড়ি—খুব শক্ত। মৃত্যুর মতো শক্ত। (গভীর তৃপ্তিতে দন্তহীন মুখে হাসে) ওদের আমি মজা দেখাব, তখন ওরা বুঝবে। (ধীরে ধীরে বেঞ্চির কাছে গিয়ে সেটার ওপর অনেক কষ্টে বসে সমুদ্রের দিকে তাকায়। করুণ কণ্ঠে মন্ত্রপড়ার সুরে আওড়ায়)—'আমাদের দুঃখের শেষ নেই। আরো একটা দিন চলে যাচ্ছে। সন্ধ্যার ছায়ার প্রলম্বিত হাতে সব কিছু ঢেকে যাচ্ছে।' (নিজের মনেই কি সব যেন বলতে থাকে। কিছুক্ষণ পর তার কথা বোঝা যায়)—আবার আমার ওপর নজর রাখা। ব্যাঙাচি কোথাকার। (আবার সুর করে বলতে থাকে)—'আমাদের দরজায় এসে ছায়াগুলো হানা দেয়। বাইরে যাবার সব পথ বন্ধ। আমাদেরও শেষ হয়ে আসছে। রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করছি। আলোমাখা দিন, আমাদের জীবনে শেষ হয়ে গিয়েছে। বাকী খালি রাত্রি। আমাদের রাত্রি নেমে আসছে।'

[তার কথা শেষ হতে হতেই অ্যানি এসে পৌঁছয়। রোগা চল্লিশ বছরের রুগ্না মহিলা। চলনে ক্লান্তি, মুখে বিরক্তি। মনে হয় যেন সর্বদা সবকিছুর ওপর সে অসন্তুষ্ট। তীক্ষ্ণ স্বর, কথাবার্তা শ্রান্ত। তার পরনেও সাধারণ সুতী পোষাক, মাথায় সূর্যের আলোয় কাজ করবার ছেঁড়া টুপি।]

অ্যানি। (বাপের কাছে আগিয়ে আসে, কিন্তু লাঠির আওতা থেকে সাবধানে দূরত্ব বজায় রাখে)—বাবা—(বুড়ো উত্তর দেয় না, ওকে দেখেছে বলেও মনে হয় না)—বাবা, গতবার ডাক্তার এসে কি বলে গিয়েছে তুমি ভুলে যাওনি নিশ্চয়। ডাক্তার তোমাকে বেশী ঘুরে বেড়াতে, নড়াচড়া করতে নিষেধ করেছে। বাড়ী

এস বাবা, রাতের খাবারের সময় হল। তোমাকে আবার ডাক্তারের কথা মতো আগে ওষুধ খেতে হবে।

বেণ্টলি। (তার দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ)—'জিয়নের মেয়ে সবাইকে হেয় করবার প্রতিফল তোমাকে পেতেই হবে। তোমাকে সকলের সমান হতে হবে। সে এসে তোমার অপকীর্তি ধরে ফেলবে। তোমার পাপ আবিষ্কার করবে—ইউমের মেয়ে।'

অ্যানি। (তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তারপর ক্লান্ত স্বরে বলে)—নিজের শরীরের ওপর তুমি যদি অত্যাচার কর তাহলে কিন্তু খারাপ হবে। চুপি চুপি খামারে পালিয়ে আসা তোমার উচিত হয় নি। তোমাকে আর কি বলব। ভগবানের দোহাই, আমি পেছন ফিরলেই এই রকম করে পালিয়ে এসো না। তোমার ব্যবহারে আমি তো প্রায় পাগল হয়ে যেতে বসেছি।

বেণ্টলি। (একই উদাত্ত স্বরে)—'দেখ, তুমি যদি অন্যকে উপদেশ দাও তাহলে অন্যেরাও তোমাকে উপদেশ দেবে। যেমন মা তার তেমনি মেয়ে—এটাই নিয়ম। (নিজের মনেই হাসে)—ঠিক তেমনি মেয়ে।

অ্যানি। (রাগে তার মুখ রাঙা হয়ে যায়)—তাই যদি হই তাতে তোমার কি? আমার ভাগ্য ভাল যে, আমি মায়ের চরিত্র পেয়েছি, তোমার চরিত্র পাই নি। তোমার মতন বাজীকর হলেই মরেছিলাম আর কি। (ক্ষুব্ধ স্বরে)—সারাদিন কারু কানে শ্লোক আওড়ালে তার শুধু মেজাজ খারাপ হয় না, জীবনটাও বিষময় হয়ে ওঠে। তোমার এই স্বভাবে মা চিরকাল কষ্ট পেয়েছে। তুমি সারাদিন ধরে তাকে কেবল গালাগাল দিয়েছ, তার পেছনে লেগেছ, তোমার কৃপণতায় তাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছ। ধর্মের প্রতি তোমার অতই যদি ভক্তি থাকে, তাহলে যাও না ওই বাগানের মধ্যে মায়ের কবরের পাশে বসে শ্লোক কপ্চাও। আর সেই সঙ্গে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করে বল, তিনি যেন তোমায় ক্ষমা করেন। মায়ের সঙ্গে তুমি যা ব্যবহার করেছ তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিও।

বেণ্টলি। (নিজের মনে)—যেমন মা তার তেমনি মেয়ে।

অ্যানি। (এ কথায় ভীষণ চটে যায়)—তুমি আবার শ্লোক আওড়াও, ধর্মের কথা বল। লজ্জা করে না তোমার—কবরের মধ্যে মায়ের দেহ ঠাণ্ডা হতে না হতেই তুমি বন্দরের সেই বেশ্যা মাগীটার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি সুরু করেছিলে। সমস্ত সহর নিন্দেয় মুখর হয়ে উঠেছিল। তাতেও তোমার চৈতন্য হল না। তুমি সেই বাজারের মেয়েমানুষটাকে বিয়ে করে বাড়ী এনে তুলেছিলে। মায়ের কবরে ফুল দিতে যাওয়ার কথা তোমার আর মনে হয় নি। আমাকে তখন দৈনিক সে কাজটা করতে হত। (দম নেবার জন্যে একটু থামে। ঘৃণাভরা চোখে বাপের দিকে তাকিয়ে আবার সুরু করে)—তোমাদের মতলব ছিল যে, আমাকেও মায়ের কাছে কবরে পাঠাবে। আমি যে প্যাট স্নুইনিকে বিয়ে করে তোমাদের হাতের মধ্যে থেকে পালিয়ে গিয়ে শান্তিতে বসবাস করব সেটা তোমরা ভাবতে পার নি। তখন তোমার মেজাজ দেখে কে? প্যাটের অপরাধ হল যে, সে ক্যাথলিক। তুমি তাই ধর্মের ধ্বজা ধরে আমার পেছনে লাগবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলে। কি আমার ধার্মিক রে। ওই মাগীটা তোমাকে সর্বদা আমাদের গালাগালি দেবার জন্যে উৎসাহ দিত। আমার অপরাধ যে, আমার স্বামী একজন ক্যাথলিক। আর যিনি বলছেন তিনি এমন ধার্মিক যে কুড়ি বছরে চার্চের দরজা মাড়াবার সময় পান নি।

বেণ্টলি। (জোরে)—সমস্ত অসমান জিনিষ তিনি সমান করে দেবেন

অ্যানি। (তার কথায় বাধা দিয়ে বলে)—আমি চলে আসবার পর ছবছর ধরে তোমার বাড়ীতে যা চলল তা মুখে আনা যায় না। সমস্ত শহরে একেবারে ঢিঢি পড়ে গেল। তোমার সেই রং করা মেয়েমানুষ তার পেটের ছেলেটাকে তোমার ছেলে বলে ফতোয়া দিলেও তোমার খামারে কাজ করা মুনিষগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে তার বাধে নি। শুধু তাই নয়, বন্দরের নাবিকগুলো পর্যন্ত তোমার বাড়ীতে আসাযাওয়া করত। তুমি কিছু দেখতেও পেতে না, শুনতেও পেতে না, একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলে। তারপর যেদিন তোমার সঙ্গে থাকা অসহ্য হয়ে উঠল সেদিন

মাগীটা সবকিছু ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। তার পাঁচ বছরের ছেলে লিউককে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতেও তার বাধে নি। তার অপকর্মের উচিত শাস্তিও পেয়েছে। এক বছরের মধ্যেই ভগবানের কোপে তাকেও কবরে যেতে হয়েছে।

বেণ্টলি। (অস্পষ্ট স্বরে)—লিউক—লিউক—

অ্যানি। (গভীর শ্লেষে)—হ্যাঁ লিউক, আমাকে গালাগালি না দিয়ে তাকেই তোমার গালাগালি দেওয়া উচিত। বলা উচিত, যেমন মা তার তেমনি ছেলে। তারপর আমি আর প্যাট যখন তোমার দেখাশুনা করবার জন্যে ফিরে এলাম, তখন তুমি কি রকম খুশী হয়ে উঠেছিলে মনে করিয়ে দিতে হবে কি? আমাদের হাতেই এই বাপের পরিচয়হীন ছেলেটা বড় হয়েছে। (কণ্ঠে হিংসা)—তুমি তো ছেলেটার নাম করলেই চোখ কপালে তুলে অধীর হয়ে উঠতে। সমস্ত ভালবাসা খালি তারই জন্যে রেখে দিয়েছিলে। তারপর সে কি করল মনে আছে? ষোল বছর বয়স হতে না হতেই তোমার টাকাপয়সা চুরি করে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল। আর এত বড় বুকের পাটা যে যাবার সময় তোমার মুখের ওপর বলে গেল যে, তোমার টাকাপয়সা চুরি করে পালাচ্ছে। তুমি যখন ক্ষেপে গিয়ে তাকে গালাগালি দিতে সুরু করলে তখন তোমার মুখের ওপর কি রকম করে হেসেছিল মনে আছে? তুমি যখন ওই দড়িটা টাঙিয়ে (দেখায়) তাকে গলায় দড়ি দিতে হুকুম করলে তখন সে আরো জোরে হেসে উঠেছিল। বাড়ী ফিরে গলায় দড়ি দেবার জন্যে সে আর কখনো তোমার কাছে ফিরে আসে নি।

বেণ্টলি। (অস্পষ্ট স্বরে)—তুমি দেখবে, তোমরা সবাই দেখবে—প্রতিফল পাবে।

অ্যানি। (তার কণ্ঠস্বর ক্রমে নিরাসক্ত হয়ে যায়, মুখ ক্রমে ভাবলেশহীন হয়ে ওঠে)—আমিও বোকা কম নই। সব কাজকর্ম ফেলে রেখে তোমার মতন পাগলের সঙ্গে বকবক করছি। তবে তোমাকে আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, তোমার লিউক আর কখনো তোমার কাছে ফিরে আসবে না। আর এলেও তোমার টাকান

দড়ি গলায় দিয়ে ঝুলে তোমায় খুসী করবে না। ও একেবারে ওর মায়ের মতন। যদি জানতে পারে যে, তোমার কিছু টাকাপয়সা হয়েছে, তাহলে ওই দড়িতে তোমাকে ঝুলিয়ে দেবে। কাজেই ওই দড়িটা টাঙিয়ে রেখে কোন লাভ নেই। ওটাকে এখন ভালয় ভালয় নামিয়ে রাখ। এতদিনে সে ছোঁড়াটাও হয়তো মরে গিয়েছে কিনা কে জানে।

বেণ্টলি। (ভীত)—না না।

অ্যানি। ওর মতো বদ ছেলেরা অমনি হঠাৎ মারা যায়। (চটে যায়) কি আশ্চর্য আমি এখানে দাঁড়িয়ে তোমার পাগলামি দূর করার চেষ্টা করছি। অথচ এ দিকে এখনো খাবার তৈরী বাকী। এস ওষুধ খেতে হবে। স্পষ্টই তো দেখতে পাচ্ছ তোমার দড়ি কেউ ছোঁয়নি। এস, ততক্ষণ বসে বসে তোমার বাইবেল পড়বে। (বাপ নড়ে না। মেয়ে তার কাছে এসে তার মুখের দিকে তাকায় এবং অনিশ্চিতভাবে বলে) কি আমার কথা কানে যাচ্ছে না? ফিটটিট লাগে নি নিশ্চয়। আজকাল মাঝে মাঝে ফিট হলে তুমি তো তখন আর কাউকেই চিনতে পার না। কে কথা বলছে বুঝতে পেরেছ? আমি অ্যানি—তোমার মেয়ে।

বেণ্টলি। (প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে)-তুমি আমার কেউ নও। তুমি হলে শয়তানের বাচ্চা।

[তাড়াতাড়ি লাঠি তুলে অ্যানির হাতের ওপরে আঘাত করে। অ্যানি ব্যথায় চীৎকার করে উঠে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যায়। আহত জায়গায় হাত বোলায়]

অ্যানি। (রাগে কেঁদে ফেলে)—কদাকার বুড়ো বদমাস কোথাকার! তোমার উপকার করতে এলে এই রকম ফলই পাওয়া যায়।

[বাইরে পুরুষের ভারী পদক্ষেপের আওয়াজ হয়। প্যাট স্বইনি ভেতরে আসে। সে স্বাস্থ্যবান—পেশীবহুল আইরীশ-ম্যান। তার চুল বালি রংএর। পরনে তার নীল রংএর ফ্লানেলের সার্ট, তাপ্পি দেওয়া কর্ডের প্যাণ্ট উঁচু বুটের মধ্যে গোঁজা। তার মাথাটা বুলেটের মতন, হাড় বেরকরা মুখ আর ভারী চোয়ালটা সামনের দিকে বেরিয়ে রয়েছে।

তার মাথার দুপাশটা চাপা—তার ছোট ছোট নীল চোখে আর মুখের মধ্যে ধূর্তমি আর শঠতা বোঝা যায়। তার মনটা যে বেশ উঁচু নয় হাবেভাবে তা প্রকাশ পায়। সে এতক্ষণ মদ খাচ্ছিল। তার লালচে মুখ আর রাগত দৃষ্টি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।]

সুইনি। এখনো খাবার তৈরী করনি কেন, আলসে মাগী? (তাকে কাঁদতে দেখে) আবার ভরভর করার কি হল?

অ্যানি। বুড়োটার কীর্তি দেখ। আমি ওকে বাড়ী নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম—ও কিছুতেই নড়বে না। আমি কাছে যেতে ওই লাঠি দিয়ে আমার হাতের ওপর মারল।

সুইনি। কি বললে—মেরেছে, তোমাকে মেরেছে? দাঁড়াও ওকে একটু শিক্ষা দিই।

[মারমুখো হয়ে বেণ্টলির দিকে আগিয়ে যায়। অ্যানি তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরে]

অ্যানি। ওকে ছুঁয়োনা, প্যাট। ওর এখন ফিট লেগেছে। কিছু করলে মরে যেতে পারে।

সুইনি। বাঁচা যায় তাহলে।

বেণ্টলি। (রাগত স্বরে)—পোপের চেলা। (শ্লোক আওড়ায়) 'যে সব অধার্মিক তোমায় চেনেনা, তাদের ওপর তোমার ঝঞ্ঝা নেমে আসুক। যে সব পরিবারে তুমি উপেক্ষিত হও, তোমাকে যারা পূজো করে না তারা তোমার উপাসককে কেটে খেয়ে হজম করে ফেলেছে। তার বাসস্থানকে এরা মরুভূমি করেছে।'

সুইনি। (প্রায় নিজের অজান্তেই ক্রশ চিহ্ন করে)—নাভিশ্বাস ওঠবার আগে পর্যন্ত তুমি আমাকে অভিশাপ দিতে পার। তোমার মতো একটা বদমাস বুড়ো পাপীর কথা শুনতে ভগবানের বয়ে গিয়েছে। (অ্যানিকে) এখানে আসবার কথা কে ওর মাথায় ঢোকাল। আমি যখন শহরে গেলাম তখন তো ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যে একটা পা তুলতে হলেই মরে যাবে।

অ্যানি। লিউক চলে যাবার পর থেকেই তো ওর মাথায় এই পাগলামিটা

ঢুকেছে। ও মাঝে মাঝে দেখতে আসে যে দড়িটা ঠিক জায়গায় রয়েছে কিনা।

বেণ্টলি। (দড়ির দিকে লাঠি দেখিয়ে বলে)—হি—হি লিউক ফিরে আসবে, তারপর তোমরা দেখবে—তারপর তোমাদের শিক্ষা হবে।

স্থইনি। (ত্রস্ত)—পাগলের মতন বকবক করা বন্ধ কর। (জোর করে হাসে) আর কতদিন ওই পাগলামির প্রশ্রয় দেবে? তোমার মুখের ওপরই আমার হাসতে ইচ্ছা করছে। তুমি কি ভেবেছ যে তোমার অভিশাপ কখন ফলবে? তোমার সেই চোর ছেলে এসে তোমাকে খুনী করবার জন্মে ওই দড়ির ফাঁস গলায় লাগিয়ে ওখান থেকে ঝুলবে? পাঁচ বছর সে বাড়ী ছাড়া, তার কোন চিহ্ন নেই, কোন খবর নেই। তুমি খালি দিনরাত্রি বসে বসে তাকে অভিশাপ দিচ্ছ। ভাবছ ভগবান তোমার কথা শুনবেন। তোমার পাগলামি শুনতে তার বয়ে গেছে।

অ্যানি। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে কি হবে, প্যাট।

স্থইনি। ও ছেলেটাকে পুলিশ যে এতদিনে ঝুলিয়ে দিয়েছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। ওই রকম একটা বদমাস ছোঁড়ার কপালে ঝোলা ছাড়া আর কিছু লেখা নেই। (দড়ির দিকে তাকায়) আমি এই দড়িটাকে খুলে নামিয়ে দিচ্ছি। তাহলে যদি বুড়ো পাগলটা নিজের বাড়ীতে চুপ করে বসে থাকে।

[দড়ির কাছে গিয়ে সেটাকে ধরে নীচে টানা মাত্র বেণ্টলি প্রচণ্ড রাগে চীৎকার করে উঠে লাঠি আস্ফালন করে]

অ্যানি। (ভয় পায়)—আঃ ওটাকে ছেড়ে দাও, প্যাট। বুড়োকে দেখ, এখনি একটা কিছু ঘটে যাবে। দড়িটা থাক না, ওটাতো আমাদের কোন ক্ষতি করছে না।

স্থইনি। (অনিচ্ছা সত্বেও সরে আসে)—ওটা ওখানে বিশ্রীভাবে ঝুলে রয়েছে। মনে হচ্ছে দড়িটা খিদেতে হাঁ করে আছে। (বেণ্টলি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে। তার সমস্ত দেহ অনড়। স্থইনি নীচু গলায় তার স্ত্রীকে বলে) মেয়েটা কোথায়? তাকে বল বুড়োকে এখান থেকে নিয়ে যাক। তোমাকে আমি চুপি চুপি দুএকটা কথা বলতে চাই।

অ্যানি। (দরজার কাছে গিয়ে ডাকে)—মে-রী।

[দূর থেকে মেরীর অস্পষ্ট গলা শোনা যায়। একটু পরেই সে দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে খামারে ঢোকে]

স্থইনি। (রুক্ষভাবে তার হাতটা চেপে ধরে। মেয়েটা পিছিয়ে যায়। ভয়ে তার দৃষ্টি বিহ্বল হয়ে ওঠে)—দাদা মশাইকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে যাও। দেখবে যেন ও বাড়ীতেই থাকে।

অ্যানি। আর ওকে ওর ওষুধটা খাইও।

স্থইনি। (মেয়েটা তখনো তার দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার নিস্তব্ধতায় অধৈর্য হয়ে তাকে ঝাঁকি দেয়। ভয়ে যেন মেরী বোকা হয়ে গিয়েছে)—আমার কথা শুনতে পেয়েছ? (স্ত্রীকে) মেয়েটা একেবারে বোকা। ওর মনটা এখনো ঠিক হয়নি। তুমি ওকে বড্ড আবদার দাও। যেমন নিজের মনটা নরম তেমনি মেয়েটাকেও তৈরী করছ। ভগবান যে তোমাদের কি দশা করবেন। আর বুড়োটাকে দেখ—তোমাদের দেখে মনে হয় যে সমস্ত বংশের বুদ্ধিতেই যেন শয়তানের অভিশাপ লেগেছে। আমার বংশ ভাল হলে কি হবে, তোমাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

অ্যানি। তুমি শহরে গিয়ে মদে চুর হয়ে এসেছ। তা নাহলে ওই রকম কথা বলতে না।

মেরী। (কান্নার স্বরে)—মা আমার ভয় লাগছে।

স্থইনি। (মেয়ের হাত ছেড়ে দিয়ে বেণ্টলির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়)—ওঠ—উঠে দাঁড়াও ক্ষেপা কোথাকার। মেরীর সঙ্গে যাও। ও তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবে। (বেণ্টলি তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে চেষ্টা করে)—ও লাঠি—লাঠি দেখান হচ্ছে। লাঠি দিয়ে মারবে নাকি? (হঠাৎ এক হেচকায় বৃদ্ধের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নেয়)—এবার উঠে দাঁড়াও। বুড়ো বদমাস কোথাকার। উঠে দাঁড়াও। (বৃদ্ধকে এক হেচকায় দাঁড় করিয়ে দেয়)—নাও মেরী ওর হাত ধর। যা বলছি তাই কর। (মেরী কাঁপতে কাঁপতে তাই করে)—এইবার ওকে আস্তে আস্তে বাড়ী নিয়ে যাও।

অ্যানি। বাড়ী যাও, বাবা। আমি এখনই গিয়ে তোমার খাবার দিচ্ছি।

বেণ্টলি। (একগুঁয়ে দৃঢ়তায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—শ্লোক আওড়ায়)—'হে ভগবান, আমার ওপর কি অত্যাচার হল তুমি দেখলে। তুমি তার বিচার করো। আমার বিরুদ্ধে ওদের প্রতিহিংসা আর কীর্তিকলাপ তোমার অজানা নেই, প্রভু—'

সুইনি। (তাকে দরজার দিকে ধাক্কা দেয়। বেণ্টলি অনড় থাকতে চেষ্টা করে। অপকর্মের আনন্দে মেরী হেসে উঠে তার হাত ধরে টান দেয়)—অভিশাপ দেওয়া বন্ধ রেখে এবার বাড়ীর দিকে যাও দেখি।

বেণ্টলি। 'প্রভু ওদের কীর্তির যেন বিচার হয়। ওরা যেন ওদের কর্মের প্রতিফল পায়।'

সুইনি। ফের বকবক করতে সুরু করলে বুড়ো কোথাকার। এই নাও তোমার লাঠি। (দরজার কাছে পৌঁছে তার হাতে লাঠিটা দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে যায়)—আর মনে রেখো মেয়েটার গায়ে হাত দিয়েছ কি তোমাকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেব। বুড়ো হও আর যাই হও ওর গায়ে হাত দিলে তার উচিত শিক্ষা পাবে।

বেণ্টলি। (মেরীর আকর্ষণে অনড় থাকতে চেষ্টা করে। লাঠিটাকে সুইনি আর অ্যানির দিকে আস্ফালন করতে থাকে)—'তোমার অভিশাপ ওদের ওপর নেমে আসুক। ওদের প্রচণ্ড দুঃখ দাও। গভীর কষ্টে ওরা যেন নস্তাৎ হয়ে যায়। তোমার স্বর্গীয় ক্রোধের জ্বালায় ওরা যেন জ্বলে যায়।'

মেরী। (তাকে টানে। তীক্ষ্ণ হাসিতে ঘরটাকে ভরিয়ে তোলে)—এস, দাদু।

[ডানদিকের দরজা দিয়ে মেরী তাকে টেনে নিয়ে যায়। এবার আর সে বাধা দেয় না]

সুইনি। (তাড়াতাড়ি বুকের সামনে ক্রুশ চিহ্ন আঁকে। নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেলে বলে)—যাক বাঁচা গেল। বুড়োটা শেষ পর্যন্ত গিয়েছে—ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। বুড়োটার কথা তো নয় যেন সাপের ছোবল। (টেবিলের বাঁদিকের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে) এদিকে এস অ্যানি তোমার সঙ্গে কথা আছে। (টেবিলের

সামনে বেঞ্চিটায় অ্যানি এসে বসে। স্থইনি রহস্যজনক মুখে চোখ টেপে)—শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা করেই এলাম।

অ্যানি। (বুঝতে পারে না)—কার সঙ্গে ?

স্থইনি। (বিরক্ত)—কার সঙ্গে মানে ? তোমার মনে পড়ছে না ? আমার আজকে সেই উকিল ডিক ওয়ালারের সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা ছিল। (গলা নীচু করে)—আমরা যে খবরটা জানতে চেয়েছিলাম সেটাও পাওয়া গেল। (হেসে)—তুমি একটু আগে অনুযোগ করছিলে যে আমি মদ খেয়েছি। সত্যি কথা। আজকে মদ না খেলে যা জানতে গিয়েছিলাম তার কিছুই জানা হতনা। তুমি জান আমি অনেকটা মদ খেয়ে সহ্য করতে পারি, কিন্তু ডিক পারে না। তাইতো শহরে গিয়ে ডিককে নিয়ে মদের দোকানে ঢুকলাম। (ধূর্তমির হাসি হেসে চোখ টেপে)—হুইস্কি তার জিভকে এমনি আলগা করে দিল যে, সে প্রাণের যত কথা, পেটের যত কথা সব বলে ফেলল।

অ্যানি। বাবার উইলে কি আছে তোমায় বলেছে ?

স্থইনি। বলেছে তো। (হতাশার স্বরে)—কিন্তু তাতে আমাদের কিছু সুবিধা হচ্ছে না। এখন মনে হচ্ছে জানার থেকে না জানাই ছিল ভাল। (কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবে। তারপর ভীষণ রেগে টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে চীৎকার করে ওঠে)—ওই বুড়ো কেপ্পণটাকে ভগবান যেন নরকে পাঠান।

অ্যানি। উকিলটা কি বলল ?

স্থইনি। বিশেষ কিছু নয়। ওবেটার এদিক না ওদিক আছে। আমি যদি আমার নাম জিজ্ঞাসা করি তাহলেই বেটা পয়সা চাইবে। আজকাল বেটা বেজায় মাতাল হয়ে থাকে বলে ওর পসার কমে গিয়েছে। তাই পয়সা বাঁচানর জন্যে আমাকে বন্ধুত্বের অভিনয় করতে হল। এমন ভাব দেখাতে হল যেন আমি অনেকদিন পর পুরোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে দুফোঁটা মদ খাওয়াবার জন্যে নিয়ে গেলাম। তারপর গেলাসে গেলাসে কত লাখ লাখ ফোঁটা যে বেটার পেটে চলে গেল তার আর হালহদিস নেই। এই রকম মদ খাওয়াবার বন্ধু

পেয়ে বেটা যখন খুব খুসী হয়ে উঠেছে, তখন আমি বুড়োর উইলের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম উনি তো উইল করেছিলেন লিউক চলে যাবার পরই। তারপরে অনেক কিছু পালটে গিয়েছে, বুড়োটা পাগল হয়ে গিয়েছে, আর বোধহয় বেশীদিন বাঁচবে না। সেইজন্যে সব ব্যাপার আমার জেনে রাখা দরকার। বেটা উকিল তখন একেবারেই মাতাল হয়েছে। কিন্তু হলে কি হবে—বলল তোমার ভেবে কোন লাভ নেই। সমস্ত খামারটাই বুড়ো ছেলেটাকে দিয়ে রেখেছে। আমি বললাম খামার চুলোয় যাক। ওটাকে বন্ধক রেখে বুড়ো যে পরিমাণ টাকা নিয়েছে, তাতে ওই রকম একটা ভাঙ্গা খামার ছাড়নর চাইতে নতুন খামার কেনা সস্তা হবে। পয়সাকড়ির কথা জিজ্ঞাসা করতেই উকিলটা আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে কিসের পয়সা! আমি বললাম কেন যে টাকা ওর সিন্দুকে আছে। ও উত্তর করল যে, উইলে তো টাকার কথা কিছু লেখা নেই। আমি বললাম, উইলে কোন টাকারই উল্লেখ করেনি? উকিল বলল মোটেই না, আমি হলপ করে বলতে পারি। তা ছাড়া বুড়োর যে অনেক টাকা আছে তা তোমার মুখে প্রথম শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। (সুইনি স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে বসে)—বেটা বুড়ো শয়তানের কাণ্ডটা দেখেছ। এখন কি বলবে বল।

অ্যানি। উকিলটা মিথ্যা বলেনি তো?

সুইনি। না। আমি সেটা ওর মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম। বরঞ্চ আমি টাকার কথা তুলতে ও ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল।

অ্যানি। তা কি করে হবে বল? বাবার সেই মেয়েমানুষটা পালিয়ে যাবার আগেই তো খামারটা বন্ধক রেখে বাবা এক হাজার ডলার নিয়েছিল।

সুইনি। নিশ্চয়ই। আমি তো এখনো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই টাকার সুদ গুণছি।

অ্যানি। তাহলে টাকাটা কি করল? খরচা করেনি একথা ঠিক। আমার মনে আছে ব্যাঙ্কের কেলার সাহেব একদিন আমাকে বলেছিলেন

যে, বাবা এই সমস্ত টাকাটা সোনায় নিয়েছে। প্রত্যেকটা সোনার টাকার দাম কুড়ি ডলার করে।

সুইনি। এক পয়সা খরচা করতে হলে ও বুড়োর বুক ফেটে যায়। এ দিকে আমি না থাকলে যে কি হত তা তুমি ভালই জান। আমি শুধু ওই ভাঙ্গা বাড়ীটাকে কাঠফাট মেরে তাপ্পিটাপ্পি দিয়ে খাড়া রাখিনি, ওই বুড়োকেও পাগলা গারদে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছি।

অ্যানি। তোমার কি মনে হয় সেই বেশ্যা মাগীটা টাকাগুলো নিয়ে পালিয়েছে?

সুইনি। না, তা নয়। এ সব ব্যাপার তো তুমিও জান। ওই মেয়েটাকে বিয়ে করবার পর বুড়ো ওই খামারটা ওকে যৌতুক দিয়েছিল। তাই বন্ধক রাখার সময় দুজনকেই সই করতে হয়েছে। তোমার মনে নেই—পালিয়ে যাবার পর সে লিখেছিল যে, খামারের বন্ধকী টাকাতেই লিউকের ভরণপোষণ চলে যাবে। তারপর লিউক যে একশ ডলার চুরি করল সে টাকাই বা কোথা থেকে এল। তার মানে হচ্ছে বুড়ো পাগলটার কাছে তখনো টাকাটা ছিল, আর এ সব বেশী দিন আগেকার কথা নয়। লিউক চলে গিয়েছে ধর পাঁচ বছর আগে।

অ্যানি। তাহলে নিশ্চয়ই টাকাটা বাড়ীতেই কোথাও লুকিয়ে টুকিয়ে রেখেছে।

সুইনি। আমারো তাই মনে হয়। ভাবছি একদিন বাড়ীর নীচের মদ রাখা ঘরটা খুঁড়ে দেখব। ও ঘুমিয়ে পড়ার পর খুঁড়তে হবে। ওই ঘরটায় বসে বসে ও অনেক শ্লোক আওড়েছে—অনেকবার ফিটও হয়ে গিয়েছিল ওই ঘরটাতে।

অ্যানি। ওয়ালার আর কি বলল?

সুইনি। বিশেষ কিছু নয়। বলল আমাদের খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেওয়া উচিত। লিউক যদি বাড়ী থেকে চলে যাবার সাত বছরের মধ্যে ফিরে না আসে, তাহলে আদালত তাকে মৃত ঘোষণা করে আমাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেবে। মানে আর দুবছরের মধ্যে ও ফিরে না এলে খামারটা আমাদের হবে। অবশ্য তাতে সুবিধা কিছুই হবে না। এটাকে মেরামত করতে

যা খরচা লাগবে তা যোগাড় করাই অসম্ভব হবে। বুড়োটা কি অদ্ভুত বল দেখি, ওই মাগীটাকে নতুন জামাকাপড় কিনে দেবার জন্যে খামারটাকে শুধু শুধু বন্ধক দিয়ে নষ্ট করল।

অ্যানি। শুনেছি আদালতে বাজে উইল উল্টে দেওয়া যায়।

স্থইনি। ওয়ালারকে সে কথা বলেছিলাম। ও বলল তাতে কোন ফল হবে না, শুধু গুচ্ছের পয়সা খরচ হবে। উইলটা করবার সময় বুড়োর বেশ টনটনে জ্ঞান ছিল।

অ্যানি। (হতাশায়)—তাহলে কি আমাদের কিছুই করবার নেই?

স্থইনি। না। কেবল চুপ করে বসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যেন চ্যাংড়া চোর বেটা মরে যায়—আর আমাদের কাছে কখনো ফিরে না আসে। বরঞ্চ যদি বুড়োর কাছে সোনার টাকাগুলো এখনো থাকে, তাহলে কোথায় সেগুলো লুকিয়ে রেখেছে খুঁজে দেখা চলতে পারে। তোমার বাপ না হলে আমি ওর ঘাড় ধরে পিটিয়ে কথা আদায় করে নিতাম। (কোটের পকেট থেকে কোয়ার্ট হুইস্কির একটি বোতল বার করে খুলে পান করে)—আঃ ওই হাজার ডলার পেলে আমরা এই খামারটাকে সারিয়ে-সুরিয়ে ঠিকঠাক করে নিতে পারতাম। আমাকে আর তাহলে দৈনিক এ রকম কুত্তা-খাটুনি খাটতে হত না। (ছুতোরের জিনিষপত্র-গুলোকে দেখায়)—আমরা যদি পরিশ্রম করি আর দু একটা লোককে ভাড়া করে নিই তাহলে দুএক বছরের মধ্যেই আমাদের কপাল ফিরে যাবে। সেকালেও এই খামারটার বেশ সুনাম ছিল।

অ্যানি। হ্যাঁ ভাল খামার বলে এটার চিরকালই নাম ডাক আছে।

স্থইনি। ডাক্তার বলল বুড়োর ক্ষেপামি ক্রমে বেড়েই যাবে। আর একবার যদি বড় রকমের ফিট হয় তাহলেই ও একেবারে পাগল হয়ে যাবে—ওর সম্পত্তির ওপর আর কোন আইন সঙ্গত অধিকার থাকবে না। বুড়োটা যদি কোথায় টাকাটা রেখেছে ভুলে যায়, তাহলে তো কথাই নেই। আমাদের হাতে টাকা পড়লে কিছু কাজ হোত। (বোতল খুলে আর এক ঢোক খেয়ে পকেটে রেখে দেয়)—দুবছর—যদি কপালে থাকে তাহলে একটু সাবধানে চললে দুবছরেই এই খামারটা থেকে যথেষ্ট আয় করে ফেলব।

[বাইরে ভারী পদক্ষেপ শোনা যায়—কে যেন রাস্তা দিয়ে হেঁটে তাদের কাছে আসছে। মেরীর উচ্চৈঃস্বরে হাসি শোনা যায়। সেই সঙ্গে পুরুষের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। স্বামী-স্ত্রী সচকিত হয়]

সুইনি। (গভীর অস্বাচ্ছন্দ্যে)—মেরী বাইরে কার সঙ্গে কথা বলছে? ওটা তো বুড়োর গলা নয়।

[তার কথা শেষ হতে না হতেই নৃত্যরতা মেরীর হাত ধরে লিউক দরজা দিয়ে আসে। পঁচিশ বছরের সুন্দর স্বাস্থ্যবান লম্বা যুবা—রোদে ঘুরে মুখের রং তামাটে হয়ে গিয়েছে। তার মুখে কঠোর জীবন যাপনের ছাপ। বুদ্ধির ছাপ তার মুখে বিশেষ নেই। বরঞ্চ তার জায়গায় ভালমানুষীর বোকা বোকা হাসি আছে। তার সমস্ত চালচলনের মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব। তার কোঁকড়ান কাল চুল, আর উচ্চৈঃস্বরে হাসি মিলে তার চরিত্রে মাধুর্য এনেছে। তার দুর্বল মুখ ভাবলেশহীন, তার বাদামি চোখের দৃষ্টিতে দৃঢ়তার অভাব। গায়ে ঘন নীল রং এর জামা, তাপ্পি দেওয়া প্যাণ্ট, নাবিকের জুতো আর ছাই রং টুপি। ঠোঁটের কোণে ঠাট্টার হাসি নিয়ে সে ঘরের ভেতরে আসে। ফাঁস দেওয়া দড়িটার ঠিক তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। স্বামী-স্ত্রী প্রচণ্ড বিস্ময়ে যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।]

অ্যানি। লিউক!

সুইনি। (তাড়াতাড়ি ক্রশ চিহ্ন করে)—ভগবানের কি করুণা। এস লিউক।

মেরী। (লিউকের চারপাশে লাফালাফি করে)—লিউক মামা—লিউক মামা—লিউক মামা—

[মায়ের কাছে দৌড়ে যায়। মা তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়]

লিউক। (দুজনের দিকে হেসে তাকিয়ে বলে)—এটা যে লিউক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই পচা পৃথিবীটার চারপাশে জাহাজে করে পাঁচ বছর ঘুরলাম, কিছুই হল না। গত সপ্তাহে মাইনে পেলাম, ঝগড়া করার জন্যে চাকরিটাও গেল—তাই ভাবলাম বাড়ী ফিরে

যাই। তাইতো ঠোক্কর খেতে খেতে বাড়ীর পথ চিনে এখানে উপস্থিত হয়েছি। তোমরা আমাকে দেখে বেজায় আশ্চর্য হয়েছ মনে হচ্ছে। (হাসে, অ্যানির দিকে আগিয়ে যায়)—কেউ নরক থেকে উঠে এলেও বোধহয় এত আশ্চর্য হতে না—না? কি হল অ্যানি—এতদিনের হারিয়ে যাওয়া ভাইকে দেখে একটু হাতে হাত রাখতেও ইচ্ছা হচ্ছে না? মনে হচ্ছে বাড়ী থেকে পালাবার আগে তোমার সঙ্গেই কিছু ভালবাসা ছিল। একেবারে নারকী ভালবাসা।

অ্যানি। (তার দিকে ঘৃণার বিষ দৃষ্টিতে তাকায়)—তোমার হাত নিজের কাছে রাখ।

লিউক। (হাসে)—তুমি একটুও পাল্টাওনি। বরঞ্চ বলতে পারি তুমি আরো ঘরোয়া হয়েছ। (সুইনি ভুরু কোঁচকায়—লিউক তার দিকে ঘোরে)—তারপর প্যাট দাদার কি খবর?

সুইনি। আমি তো তোমার মতো একজনের হাত ছুঁয়ে নিজেকে নীচু করতে পারি না।

লিউক। (তার গলার স্বরে অসন্তুষ্টি)—সাবধানে কথাবার্তা বলতে হবে। আমি তো এখন আর ছোট নই যে, কিছু হল কি না হল ধরে মার লাগাবে। বরঞ্চ এখন ব্যাপারটা উল্টো হয়েছে—সে কথাটা ভুল না।

অ্যানি। (মেরী একটি রূপোর ডলার নিয়ে লোফালুফি খেলা করে। সেইদিকে তাকিয়ে বলে)—মেরী তোমার হাতে ওটা কি? কে দিয়েছে? এখনি আমার কাছে নিয়ে এস।

[মেরী ডলারটি বুকে চেপে ধরে দরজার কাছে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মধ্যে একগুয়েমির ভাবটা বেশী]

লিউক। আঃ আবার ওর পেছনে লাগছ কেন? ও তোমার কি করল? ওকে বাড়ীর সামনে দেখতে পেয়ে ওই রূপোর ডলারটা আমি ওকে দিয়েছি। ওই তো বলে দিল তোমরা এখানে আছ। ও ওই টাকাটা দিয়ে মিষ্টি খাবে। সানফ্রান্সিসকোতে চাকার খেলায় আমি ওই রূপোর টাকাটা পেয়েছি। এদিকে ওই ধরনের খেলা

দেখি নি। তাই এবারে বাড়ী ফেরবার সময় রূপোর ডলারটা সঙ্গে নিয়ে এলাম।

অ্যানি। (রেগে বলে)—তুমি কোথায় কিভাবে কেমন করে ওই টাকাটা পেয়েছ তা আমি জানতে চাই নি। তবে আমি এটুকু জানি যে, কোন সৎ উপায়ে তুমি ওই টাকাটা রোজগার কর নি। মেরী ওটা ওকে ফিরিয়ে দাও। (মেরী দ্বিধা করতে থাকে। অ্যানি মাটিতে লাথি মেরে ভীষণ রেগে চীৎকার করে ওঠে)—কি বললাম শুনতে পাচ্ছ না?

[মেরী কাঁদতে আরম্ভ করে। তারপরে লিউকের হাতে ডলারটা ফিরিয়ে দিয়ে আসে]

লিউক। (বোনের দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে)—অ্যানি তুমি একটুও পাল্টাও নি। আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি। তোমার মনটা আগেকার মতোই নীচ হিংসাপরায়ণ রয়ে গিয়েছে। (মেরীকে সান্ত্বনা দেয়)—কেঁদনা কেঁদনা—তোমাতে আমাতে ওই পাহাড়ের মাথায় চলে যাব। তারপরে ওপর থেকে সমুদ্রের জলে পাথর ছুঁড়ব। মনে পড়ে তোমার ছোটবেলায় আমরা এই খেলাটা খেলতাম।

[মেরীর কান্না বন্ধ হয়ে যায়। সে খুসী হয়ে মামার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায়—হাততালি দেয়]

মেরী (হাতের ডলারটা দেখিয়ে বলে)—ওটাকে ছুঁড়ে দাও—ওটা চ্যাপ্টা আছে লাফাবে।

লিউক। তোমার মুখে এই রকম কথাই শুনতে চাই। টাকা পয়সা শুধু ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে, কেপ্পণদের মতো মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখার জন্যে নয়। এই নাও—এবার ছুঁড়ে ফেলে দাও। ওটা তোমার হল। (ডলারটা তার দিকে ছুঁড়ে দেয়। মেরী সেটাকে ধরে নিয়ে লাফাতে লাফাতে দরজার দিকে যায়)—ওহে কঞ্জুসযুগল, আমি তোমাদের মেয়েটাকে একটু খেলা করতে শেখাচ্ছি। আশা করি তোমাদের এতে আপত্তি হবে না।

মেরী এস, দেখবে এস।

লিউক। আচ্ছা, চল যাচ্ছি।

[সে দরজার বাইরে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায় মেরী তার থেকে ছ ফুট দূরে রাস্তা দিয়ে আগিয়ে যায়। পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে ঝুঁকে পড়ে দেখে উত্তেজিত হয়ে মহা খুসীতে হাসে]

মেরী। এইবার ফেলে দিই—ফেলে দেব তাহলে?

লিউক। বেশী ধারে যেও না। ওই পাহাড়ের নীচে সমুদ্র অত্যন্ত গভীর। যদি পা পিছলে যায়, তাহলে জলে ডোবা ইঁদুরের অবস্থা হবে। (মেরী এক পা পেছিয়ে আসে)—আমি তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে ছুঁড়ে দেবে। ঠিক তো? (মেরী হাতটা মাথার পেছনে নিয়ে গিয়ে প্রস্তুত হয়) এক! দুই। তিন!

[মেরী ডলারটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর নীচু হয়ে দেখে সেটা জলে ডুবল কিনা]

মেরী। (হাততালি দিয়ে হাসে)—আমি দেখেছি—দেখেছি—টাকাটাকে জলে ডুবে যেতে দেখেছি। এতক্ষণে ওটা নিশ্চয়ই সমুদ্রের তলায় চলে গিয়েছে। তাই না?

লিউক। নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। এইবার দেখ এই পাথর-গুলোকে আমি কতদূরে ছুঁড়ে ফেলি।

[গোটা দুই পাথর কুড়িয়ে নিয়ে মেরীর কাছে যায়। ওদিকে স্বামী-স্ত্রীর কথার সময় সে সমানে মেরীর সঙ্গে খেলা করে চলে। তাদের হাসি ও কথার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসে]

স্থইনি। (ওদের দিকে গভীর উদ্বিগ্নতায় তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) শয়তানের কথা বলতে বলতেই সে এসে গেল। (ভীষণ চটে তীব্রভাবে) সমুদ্রে ডলার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ভারী বাহাদুর! বেটা নোংরা চোর। একটা ডলার পেলেও আমরা—

অ্যানি। (তাকে বাধা দিয়ে বলে)—ওর কথাগুলো শুনেছ তো। ওর মতলব ভাল নয়—শুধু শুধু ওর মতো চোর বাড়ী ফিরে আসেনা। (নীচু গলায়) ও কি জানে যে খামারটা ওর নামে রাখা আছে?

স্বইনি। (অস্বস্তি অনুভব করে)—কি করে জানবে? আমিই তো এখনো জানি না—(হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে দৃঢ়স্বরে বলে) তুমি একটা কাজ কর দেখি—ওর সঙ্গে একটু ভদ্র ব্যবহার কর। তুমি যে ওকে দুচোখে দেখতে পার না সেটা প্রকাশ করা বন্ধ কর। আমি কয়েকদিন ওর হালচালটা বুঝি। ওকে ভাল করে লক্ষ্য করলেই ওর মতলব বোঝা যাবে। ওকে অবশ্য একটু খুসী রাখতে হবে। তা না হলে বোকাটা আমাদের মতলব বুঝে ফেলবে। আমরাই যে ওর একমাত্র বন্ধু আর শুভাকাঙ্ক্ষী এই ধারণাটা ওর মনে ঢুকিয়ে দিতে হবে। ও জাহান্নামে যেতে চায় যাক আমরা তাতে বাধা দেব না। এবার দৌড়ে বাড়ী গিয়ে বুড়োকে ওর আসার খবর দাও। ওকে হঠাৎ দেখলে বুড়োটা একেবারেই ক্ষেপে যেতে পারে। আর ও এখন পাগল হয়ে গেলে চোরটা কালকেই খামারটা থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেবে।

অ্যানি। (উঠে দাঁড়ায়)—আস্তে আস্তে বুড়োকে খবরটা শোনাব।

স্বইনি। হ্যাঁ খুব সাবধানে না চললে আজ রাতেই খামারটা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে (অ্যানি দরজার কাছ পর্যন্ত যায়। স্বইনি হঠাৎ ভয় পাওয়া অদ্ভুত কণ্ঠে বলে)—লিউক প্রথম এসে কি করল তোমার মনে আছে? ওই দড়ির ফাঁসটার নীচে দাঁড়াল দড়িটা প্রায় ওর মাথায় লাগছিল। আমি তো প্রায় আশা করে ফেলেছিলাম।

[দ্বিধা করে]

অ্যানি। (দাঁতে দাঁত চেপে ভীষণ ভাবে বলে)—আমি কামনা করছিলাম যে, বাবার অভিশাপটা যেন এইবার ফলে। দড়িটা ওর মাথায় না লেগে ওর গলার মধ্যে এঁটে বসুক।

স্বইনি। আঃ চুপ কর এখনি শুনতে পাবে। যাও বাড়ীতে গিয়ে খবর দাও। ও ফিরে আসছে।

[মেরী আর লিউক ফিরে আসে। মেরী লিউকের হাত ধরে টানছে]

মেরী। আমাকে আর একটা ডলার ছুঁড়তে দাওনা—আর একটা।

লিউক। (অ্যানি বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময়ে দরজার কাছে এসে

পৌঁছয়)—বাড়ীতে যাচ্ছ? কিছু খাবারদাবার পাওয়া যাবে? আমার ভয়ানক খিদে পেয়েছে।

অ্যানি। (তার দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করে)—হ্যাঁ, খাবার পাওয়া যাবে।

লিউক। (প্রচণ্ড খুসীতে)—বাঃ চমৎকার! আর বুড়োকে বলো যে আমি ফিরে এসেছি। একটু পরে ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব। বুড়ো আমাকে দেখে যা খুসী হবে তা আমিই জানি—একেবারে নারকী খুসী।

[সে আগিয়ে আসে। অ্যানি ডান দিক দিয়ে বাইরে চলে যায়]

মেরী। (অসন্তুষ্ট হয়ে লিউকের হাত ধরে টানে)—আর একটা ফেলতে দাও—আর একটা—

লিউক। (তাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চায়)—ওখানে প্রচুর পাথর পড়ে আছে। যত খুসী তোল—যত খুসী ফেল। ফেলে দেবার মতো প্রচুর ডলার আমার কাছে নেই।

মেরী। (চীৎকার করে বলে)—না না পাথর ফেলব না। আর একটা ওই রকম ফেলতে দাও।

স্থইনি। (কঠোর স্বরে)—আঃ জ্বালাতন করো না পাজী মেয়ে কোথাকার। (মেরী কাঁদতে আরম্ভ করে)—দৌড়ে বাড়ী যাও। মাকে সাহায্য কর গিয়ে। কথা না শুনলে ধরে মার লাগাব।

[কাঁদতে কাঁদতে মেরী দরজা দিয়ে দৌড়ে চলে যায়। প্যাট লিউকের দিকে ফিরে হাত বাড়িয়ে দেয়]

লিউক। (খুব অবাক হয়ে যায়)—আরে এ কি—মতলব কি?

স্থইনি। (খোসামুদে হাসি হেসে)—পুরোন দিনের কথা ভেবে কি হবে। যা হয়ে গিয়েছে তা ভুলে যাওয়াই ভাল। তোমার ওপর আমার কোন রাগ নেই ভায়া। বাড়ী থেকে যখন পালিয়ে গিয়েছিলে তখন তো তোমার কিছু বয়সই হয় নি। ভালমন্দ বোঝবার মতন সময় তখন তোমার ছিল না। সে সব আমি বুঝি। একটু আগেই আমি তোমার সঙ্গে করমর্দন করতাম যদি না আমার স্ত্রী এখানে থাকত। সে যে কি রকম মুখরা সে তো তোমার জানাই

আছে। আমি ওই ওর ধারাল জিভটাকে খুব ভয় করি। আমি পুরোন কথা সব ভুলে গিয়ে তোমার সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব করতে রাজী আছি। কিন্তু তোমার বোনটিকে সাবধান। সে কিন্তু সেকালের একটা ঝগড়াও তোলে নি।

লিউক। (স্থইনির হাতের দিকে তখনো তাকিয়ে আছে)—তাই বল। তাহলে এখন এই রকম আবহাওয়া! (হাসে) ঠিক আছে। আমি এ স্থযোগটা নিতে রাজী আছি।

[তারা করমর্দন করে টেবিলের পাশে বসে। স্থইনি বসে সামনে আর লিউক বাঁ দিকের বেঞ্চে]

স্থইনি। (পকেট থেকে মদের বোতলটা বার করে ওর দিকে চোখ টেপে) —চলবে নাকি হে? খুব ভাল মাল।

লিউক। নিশ্চয়ই চলবে। আমাকে কি ভাবছ?

[বড় এক ঢোক মদ খেয়ে বোতলটা ফিরিয়ে দেয়]

স্থইনি। (নিজে এক ঢোক খেয়ে টেবিলের ওপর বোতলটা রাখে)— তোমার বোনের সামনে ভাই এসব কাজ করতে আমার ভরসা হয় না। তাই ওর চলে যাবার অপেক্ষায় ছিলাম।

[দুজনে দুজনের মতলব বোঝবার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে কাটে]

লিউক। বুড়ো লোকটা কেমন আছে হে?

স্থইনি। (সাবধানে)—আগের মতো একই রকম। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো একটু বুড়ো হয়েছে আর হয়তো একটু কুৎসিৎ হয়েছে।

লিউক। আমি তো ভাবছিলাম এতদিনে বুড়োকে পাগলা গারদে নিয়ে গিয়েছে।

স্থইনি। (তাড়াতাড়ি)—আরে না, না। ধূর্ত বুড়োর পাগলামিটা একটা ভান মাত্র। জ্ঞান সব সময়ে টনটনে রয়েছে।

লিউক। (পরচর্চা করে)—আগের মতো এখনো কেপ্পণ আছে নিশ্চয়?

স্থইনি। আরে বাপরে কি বলছ? গোটা সমুদ্রটা যদি ওর হত তাহলে কোন মাছকে এক ফোঁটাও জল খেতে দিত না। তবে এখন ওর কাছে একটা পয়সাও আছে কিনা সন্দেহ। শেষ পর্যন্ত যা

ছিল তোমার মা ফাঁক করে দিয়ে সরে পড়েছে। (লিউক হাসে। এসব ব্যাপার সে বেশ বুঝতে পেরেছে তার হাসিতে প্রকাশ পায়) —বুড়োর এখন আছে খালি এই খামারটা। সেটাও বন্ধক দিয়ে দিয়েছে। আমি গত পাঁচ বছর ধরে ছুতোরের কাজ করে ওর বন্ধকের সুদ, ডাক্তার খরচ আর ওষুধের দাম দিচ্ছি।

লিউক। (হাসে)—যাঃ, তুমি একেবারে বুদ্ধু। এতদিনে তোমার মাথা থেকে একটা মতলব বেরোন উচিত ছিল।

সুইনি। (অনুসন্ধিৎসু)—মতলব? কি মতলব বেরোবে?

লিউক। (বিরক্তিকরভাবে কথাটা চাপা দেয়)—যাকগে ও সব কথা। (ঘুরে বসে দড়িটা দেখে)—ওটাকে কেন (হঠাৎ দড়িটা থাকবার কারণ মনে পড়ে যায়, সে হো হো করে হাটু চাপড়ে অট্টহাসি হাসে)—নাঃ বুড়ো ধৈর্যের খেলায় ডাচদেরকেও হার মানিয়েছে। বুড়োর মাথাটা গিয়েছে।

সুইনি। সে আবার কি কথা?

লিউক। ওই দড়িটা—জান আমি যেদিন পালিয়ে যাচ্ছিলাম সেদিন ও ওই দড়িটা ঝুলিয়েছিল। এখনো ঝুলছে।

সুইনি। (হাসে)—ঠিক বলেছ। বুড়োর আশা যে তুমি বাড়ী ফিরে এসে ওই দড়ির ফাঁস গলায় লাগিয়ে মররে।

লিউক। (হাসে)—হা হা। এ মুরগীটা সে জাতের নয়। তাও তুমি বলছ বুড়ো ক্ষেপে যায়নি—হা হা এটা একটা মনে রাখার মতো ব্যাপার। ওই দড়িটার উদ্দেশ্যেই এক ঢোক মদ খাওয়া যাক। (সুইনি বোতলটা তার দিকে আগিয়ে দেয়। লিউক বোতলটা দড়িটার দিকে তুলে ধরে সেইটাকে উদ্দেশ্য করে বলে)—এইযে পুরোন বন্ধু, তোমার উদ্দেশ্যেই পান করছি। (একে একে সে আর সুইনি দুজনাই মদ খায়)—আমি প্রায় সেদিনের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে আছে সেই একশ ডলার চুরি করবার দিন আমাকে কি রকম অভিশাপ দিয়েছিল। বুড়ো রেগে টং হয়ে গিয়েছিল। এখানে এসে ওই দড়িটা টাঙাল। তারপর আমার দিকে লাঠি তুলে সে কি গালাগালি। ওর চেহারাটা তখন এমন অদ্ভুত হয়েছিল যে, আমি মুখের ওপরই

হো হো করে হেসে দিয়েছিলাম। ওকে তখন একটা পাগলা কুকুরের মতন দেখতে হয়েছিল, চোখ ছুটো বিস্ফারিত, মুখের পাশ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে, সমস্ত শরীর রাগে থরথর করে কাঁপছে। আমি চম্পট দেবার জন্যে যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছি, তখন আমাকে বলল—হতভাগা বেজন্মা, ফের যখন বাড়ী ঘুরে আসবে তখন ওই দড়িটা তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আর কিছু করতে না পার দড়িটা গলায় ঝুলিয়ে মরো। (ঘৃণাভরে থুথু ফেলে) কি আবদার মাখান কথাগুলো বল দেখি। (তার হাবভাব পালটায়। ভুরু কুঁচকে বলে)—ওই রকম একটা বুড়োর বেঁচে থাকার থেকে বেশী ছুর্ভাগ্য আর কিছু নেই। ওর মতো অত্যাচারী লোক অমি আর ছুটো দেখিনি।

স্থইনি। (লিউকের দিকে বোতলটা ঠেলে দেয়)—নাও, নাও এক ঢোক খেয়ে ও সব ভুলে যাও। পুরোন কথা মনে রেখে কি হবে?

লিউক। কিন্তু বুড়ো বেটা দড়িটাকে এখনো ঝুলিয়ে রেখেছে। দড়িটাকে ভোলা সহজ নয়। (বড় এক ঢোক মদ খায়)—কিন্তু আমি ওকে বুঝিয়ে দেব যে, আমার সঙ্গে চালাকী চলবে না। এবার ওর শেষ পয়সাটা পর্যন্ত কেড় নেব। তুমি দেখো আমি বাজে কথা বলছিনা।

স্থইনি। (ধূর্তভাবে)—পয়সা থাকলে তো কাড়বে। তোমার এই মহান ইচ্ছায় বাধা দিতে চাইনা কিন্তু—

[গভীর সন্দেহে মাথা নাড়ে। আড়চোখে লিউককে সাবধানে লক্ষ্য করে]

লিউক। (তার দিকে খুব বুদ্ধিমানের মতন চোখ টেপে)—ওর কাছে এখনো পয়সাকড়ি বেশ আছে তুমি দেখে নিও। (মদের প্রভাব যে হতে আরম্ভ করেছে তার হাবভাবে সেটা প্রকাশ পায়। পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বার করে সিগারেট পাকায়। তারপর আগুন জেলে সেটা ফুঁকতে আরম্ভ করে। গম্ভীর আত্মম্ভরিতায় বলে) তোমরা গ্রামের লোক পৃথিবীর হালচাল বোঝনা। বুঝলে দেখতে কি রকমভাবে জগৎটা চলছে। যেদিন বাড়ী থেকে পালিয়ে গেলাম সেদিন ঘাসের মতো সবুজ

ছিল আমার মন। পৃথিবীর হালচাল কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু পাঁচ বছর ধরে পৃথিবীর চারধার ঘুরে বেড়িয়েছি, বড় বড় সহর দেখেছি, নানা রকম লোক দেখেছি, দুচোখ মেলে দেখেছি আর শিখেছি। এখন আমিও দুচারটে মজার খেল দেখিয়ে দিতে পারি।

স্যুইনি। নিশ্চয়ই পার—সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমরা তো গ্রামবাসী। কোন কিছু দেখিওনি, শিখিওনি। তুমি সমস্ত পৃথিবী ঘুরে কত কিছু জেনেছ—শিখেছ।

লিউক। (আত্মপ্রসাদে ভরপুর)—আমার দিকে ভাল করে লক্ষ্য রেখো। দুচারটে জিনিস শিখতে পারবে। (জাগতিক ঔৎসুক্যে)—তোমার মতে তাহলে বুড়োটা পয়সাটয়সা সব ফুঁকে দিয়েছে।

স্যুইনি। আমার তো তাই মনে হয়।

লিউক। তুমি বড্ড সরল হে—বেজায় সরল। ও বেটা তোমাদের ফাঁকি দিচ্ছে।

স্যুইনি। একথাটা ঠিক বলেছ। বুড়োটা বেজায় চালাক। পয়সাকড়ি যদি কিছু থাকে তা ও ভাল জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে।

লিউক। আমি ওর থেকেও চালাক বুঝলে। তুমি দেখবে এই চালাকীর খেলায় আমি ওকে হারিয়ে দেব।

[মদের বোতলের জন্যে হাত বাড়ায়। দুজনেই মদ খায়। স্যুইনি ক্রমে মাতাল হয়ে ওঠে—হেচকি তুলতে সুরু করে। তার গলার স্বরও ক্রমে ভারী আর বেঠিক হয়ে যায়]

স্যুইনি। আমিও না হয় একটু চালাক হবার চেষ্টা করব। বুড়োটা কোথায় টাকা লুকিয়ে রেখেছে খুঁজে বার করতেই হবে।

লিউক। বাজী রাখ আমি আগে বার করব। আজকে রাত্রে বুড়ো ঘুমোলে তুমি দেখবে যে আমি তার টাকার খবর ঠিক বার করে ফেলেছি।

[টেনে টেনে পা ফেলার আওয়াজ আর সেই সঙ্গে অ্যানির ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা যায়।]

স্যুইনি। চুপ চুপ বুড়ো বেটা এইদিকেই আসছে।

[লিউক উঠে দাঁড়ায়। তার মুখটা কঠোর ভাব নেয়। তার দাঁড়ানর মধ্যে আত্মরক্ষার ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটু

পরেই বেণ্টলি দরজায় আসে। তার পেছনে আসে অ্যানি। বেণ্টলির দারুণ উত্তেজিত অবস্থা। সে ঘরে ঢুকে দেওয়ালে ভর দেয়। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তার বিস্ফারিত চোখ লিউকের আপাদমস্তক লক্ষ্য করছে।]

অ্যানি। আমি ওকে কিছুতেই আটকাতে পারলাম না। যেই বলেছি যে, ও ফিরে এসেছে অমনি লাফিয়ে উঠে সোজা এখানে চলে এল, কোন বারণ শুনল না। যতক্ষণ না দরজা খুলে দিয়েছি রাগে চীৎকার করে মুখ দিয়ে ফেনা তুলেছে। প্যাট, রাতে খাবার যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে ওকে সামলাও বাপু—আমি পারব না।

স্নইনি। আঃ চুপ কর। আমরা ওর ভার নিলাম।

অ্যানি। সেই ভাল। আমি বাড়ী গিয়ে খাবার তৈরী করি।

[ডানদিকের দরজা দিয়ে সে চলে যায়। লিউক আর বাপ পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। লিউকের মুখ থেকে রাগের গম্ভীর ভাবটা ক্রমে চলে গিয়ে হাসিতে মুখটা ভরে ওঠে।]

লিউক। (অত্যন্ত খুসী)—তারপর কেমন আছ বাবা? আমাকে দেখে নিশ্চয়ই ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছ—নারকীয় আশ্চর্য। (বৃদ্ধ অস্পষ্ট স্বরে কি বলে বুঝতে পারা যায় না। মনে হয় অনেক কথা বলবার ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু জিভের আড়ষ্টতা তার ভাষা সৃষ্টির ক্ষমতাকে ব্যাহত করছে। লিউক প্যাটের দিকে ঘুরে বলে) আমায় দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে যে, বুড়ো এখনো পাগল হয়ে যায়নি। তার হাতের লাঠিটাও ঠিক আছে। আমার মাথায় ওই লাঠিটাতো কম বার পড়েনি!

বেণ্টলি। (হঠাৎ যেন গলার স্বর ফিরে পায়। শ্লোক আওড়াবার সুরে বলে)—সব থেকে ভাল পরিচ্ছদ নিয়ে এস—ওকে পরিয়ে দাও। ওর হাতে আংটি পরাও, পায়ে জুতো পরাও। একটি পুষ্ট গোবৎস নিয়ে এসে হত্যা কর, আমরা সকলে খাব—আনন্দ করব। আমার ছেলে মরে গিয়েছিল, আবার বেঁচে উঠেছে। আমার ছেলে হারিয়ে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে।'

[উত্তেজনায় কেঁদে ফেলে]

লিউক। (অসন্তুষ্ট)—তুমি এখনো সেই আগেকার মতো তোমার ভগবানের পচা বাণীগুলো আওড়াচ্ছ। ওসব বাজে কথা এখনকার মতো ছাড় না। এস আমরা দুই বন্ধুর মতো করমর্দন করি। (হাত বাড়ায়। বুড়ো খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে তার হাতটা কম্পিত হাতে ধরে। লিউক তাকে শক্ত করে ধরে হাত টিপে করমর্দন করে) বাঃ চমৎকার।

সুইনি। (ভীষণ আশ্চর্য হয়ে যায়)—দেখেছ বেটা দুমুখো সাপ, এক নম্বরের মিথ্যেবাদী।

[বেণ্টলি ইতিমধ্যে তার কম্পিত হাত লিউকের সর্বাঙ্গে বোলাচ্ছে। তার বুক পিঠ হাত বারবার টিপে দেখে তুষ্ট হচ্ছে। তার জীর্ণ মুখে প্রচণ্ড আনন্দের চিহ্ন।]

লিউক। (সুইনির দিকে তাকিয়ে হাসে)—দেখেছ—এখন তো দেখে মনে হচ্ছে যে, আমি বাড়ী ফিরে এসেছি বলে ওর বেশ আনন্দ হচ্ছে। দেখ দেখ ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে ও হাসবার চেষ্টা করছে। আমি তো জীবনে কখনো ওকে হাসতে দেখিনি। (বেণ্টলির হাতটা ওর মুখ স্পর্শ করতে যায়)—এই ও কি হচ্ছে? (অতি সযত্নে বৃদ্ধের হাতটা ধরে নিজের মুখ থেকে সরিয়ে দেয়)—আমি এখানেই আছি। সশরীরে বর্তমান—তোমাকে ভাবনা করতে হবে না। অত টিপে টিপে কি দেখছ—ভয় পাবার কিছু নেই। আমি আমার প্রেতাত্মা নই। এস আমার পাশে বস, তানাহলে এখনি পড়ে যাবে। তোমার জাহাজী পা দুটো দেখছি একেবারেই অকেজো হয়ে গিয়েছে। (বাপের হাত ধরে বেঞ্চির বাঁদিকের টেবিলে বসায়)—এইখানে একটু বস দেখি। একটু দম নিয়ে নাও, তারপর কথাবার্তা হবে। (বেণ্টলি বেঞ্চির ওপর বসে। লিউক মদের বোতলটায় হাত দেয়)—এক ঢোক মদ খেয়ে নাও। এটাই হোক আমার ফিরে আসবার উৎসব। তুমিও তাতে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

সুইনি। (অত্যন্ত ভীত)—সাবধান লিউক, মদ খেলে বুড়ো মরেও যেতে পারে।

লিউক। (এক হাতে বোতলটা বৃদ্ধের মুখে ধরে। অন্য হাতে মাথাটা ধরে থাকে। বেণ্টলি এক ঢোক মদ খায়। তার থুৎনি দিয়ে খানিকটা হুইস্কি গড়িয়ে পড়ে। মদের ঝাঁঝে সে কাশতে আরম্ভ করে। লিউক হাসে)—হা হা কি হল—গলার উলটো নালি দিয়ে চলে গেল নাকি? বিষম খাচ্ছ কেন? এই দেখ কিভাবে এসব জিনিষ খেতে হয়। (বোতল তুলে নিয়ে এক ঢোক খায়)—দেখলে সিল্কের মতন মসৃণ।

[সুইনির হাতে বোতলটা দেয়। সুইনি এক ঢোক খেয়ে টেবিলের ওপর বোতলটা রেখে দেয়]

সুইনি। ও তোমাকে দেখে খুব খুশী হয়েছে নিশ্চয়ই। নইলে ওকে মদ খাওয়ান যেতনা। গত পাঁচ বছরে এক ফোঁটা মদ ছোঁয়নি। (মাথা নাড়ে)—কি আশ্চর্য, তোমাকে এত ভালবাসে অথচ দিবারাত্র তোমায় অভিশাপ দিয়েছে। এমন ভাব দেখিয়েছে যেন তোমায় ভীষণ অপছন্দ করে। অথচ তলে তলে তোমার ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করেছে। বুড়োটা ধূর্ত আছে।

লিউক। (বৃদ্ধ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে)—এবার কি হল? আবার কি ও কথা বলতে না পারার অভিনয় করছে নাকি? (বৃদ্ধকে)—কি বলছ?

[বৃদ্ধ দড়িটার দিকে লাঠি দিয়ে দেখায়। তার ঠোঁট নড়ে কিন্তু শব্দ হয় না। সে প্রাণপণ চেষ্টা করে আওয়াজ বের করে]

বেণ্টলি। (অস্পষ্ট স্বরে)—লিউক—লিউক—দড়ি—লিউক—ঝোল।

সুইনি। (স্তম্ভিত)—শুনলে? তোমাকে আমি আগে বলিনি—বুড়ো শয়তানটার ইচ্ছা যে, তুমি ওর সামনে গলায় দড়ি দিয়ে ঝোল। তাই ও বসে বসে দেখবে।

বেণ্টলি। (মাথা নাড়ে)—হ্যাঁ, লিউক ঝোল।

লিউক। (গোটা ব্যাপারটাকে একটা বিরাট ঠাট্টা মনে করে প্রাণ খুলে হাসে)—হা হা তুমি ডাচ বেটাদেরও একগুঁয়েমিতে হারিয়ে দেবে। কি একটা গাড়ল ভেড়া রে বাবা। ঠিক আছে বুড়ো

কত্তা তোমাকে খুসী করবার জন্যে আমি সব কিছু করতে রাজী। হা হা

[একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে দড়িটার নীচে রাখে। বৃদ্ধ উৎসুক নয়নে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, মনে হয় সে হাসবার চেষ্টা করছে। লিউক চেয়ারের ওপরে দাঁড়ায়]

স্থইনি। (সাবধান)—যথেষ্ট ফাজলামো হয়েছে। ওই দড়িটাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করবার আমি পক্ষপাতী নই।

লিউক। বুড়ো বেণ্টলি স্বয়ং তার ছেলে লিউকের ফাঁসি দেখবার জন্যে বসে আছে। সব কিছু তৈরী। আমিও। (দড়ির ফাঁসটা তুলে গলায় পরে। মাতালের আত্মম্ভরিতায় বাপের দিকে তাকিয়ে হাসে। বাপ তাকে ঝুলে পড়বার জন্যে ভীষণভাবে হাতনেড়ে নির্দ্দেশ দেয়)—প্যাট দেখেছ ও কি করছে? হায় ভগবান! আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্যে কি রকম তাড়া করছে দেখেছ। হা হা। বেশ বুড়ো কত্তা তোমার কথাই থাক।

[এমন ভাব করে যেন চেয়ারটায় লাথি মেরে গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলবে। স্থইনি তার দিকে দৌড়ে যায়]

স্থইনি। (অত্যন্ত ভীত)—লিউক, তুমিও কি পাগল হয়ে গিয়েছ?

লিউক। (বাপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বৃদ্ধ তখনো তাকে ঝুলে পড়বার জন্যে নির্দ্দেশ দেয়। লিউকের মুখের শান্ত হাসি ক্রমে মিলিয়ে গিয়ে সেখানে প্রচণ্ড রাগ দেখা যায়)—বাবা তুমি কি সত্যিই চাও যে, আমি এই চেয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ে গলায় ফাঁস লেগে মরি। (বৃদ্ধ সম্মতিসূচক মাথা জোরে জোরে বারবার নাড়ে। লিউকের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ঘৃণাভরে তার মুখ থেকে সরে আসে)—কি আশ্চর্য! (প্যাটকে)—জান প্যাট আমি কেবল ভাবছিলাম যে, ও এতক্ষণ ঠাট্টা করছে। (গলা থেকে দড়িটা ধীরে ধীরে খুলে ফেলে। বৃদ্ধ রাগে এবং হতাশায় মাটিতে পা ঠোকে, হাত ও লাঠি আস্ফালন করে, গলায় প্রতিবাদের আওয়াজ শোনা যায়। লিউক এক লাফে মাটিতে নেমে এসে তার বাপের দিকে এক মুহূর্ত তাকায়। তার সমস্ত মুখ

প্রচণ্ড রাগে সাদা হয়ে গিয়েছে। পর মুহূর্তে চেয়ারটাকে পিঠ ধরে তুলে নিয়ে মাথার ওপরে আন্দোলিত করে যেন সেটাকে সজোরে বৃদ্ধের মাথার ওপর নামিয়ে আনবে। প্রচণ্ড ভয়ে বৃদ্ধ বেঞ্চির ওপর কুঁকড়ে যায়)—তোমাকে অমি উচিত শিক্ষা দেব। দুর্গন্ধ বুড়ো খুনে কোথাকার।

সুইনি। (ভীত চীৎকার করে এক লাফে উঠে দাঁড়ায়)—লিউক ও কি হচ্ছে?

[বাধা পেয়ে লিউক দাঁড়িয়ে যায়। তারপরে চেয়ারটাকে ঘরের পেছন দিকে মাচার তলায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দুটো হাত জানুতে রেখে বাপের সামনে ভয়ঙ্কর ভাবে দাঁড়ায়। তার চালচলন চেহারা দেখলে তার মনোভাব বুঝতে কষ্ট হয় না।]

লিউক। (দুহাতে বৃদ্ধের কাঁধ ধরে তাকে ঝাঁকাতে থাকে। রুদ্ধ কণ্ঠে বলে)—তুমি দেখতে চেয়েছিলে আমি কেমন করে ওই দড়ি থেকে ঝুলে মরি। আমাকে মেরে ফেলতে তোমার বেজায় ইচ্ছা। পারলে নিজের হাতে তুমি আমার গলায় ফাঁস টেনে দিতে। ছি ছি। তুমি আমার বাবা, আমি তোমার ছেলে। কোথায় আমাদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক থাকবে—না তুমি আমাকে খুন করতে চাও। এখন আমিও তোমায় খুন করতে পারি। কেউ এক পয়সা দিলে তোমার মাথা ফাটিয়ে দিতে পারি।

[আরও জোরে জোরে বৃদ্ধকে ঝাঁকায়]

সুইনি। লিউক, লিউক সাবধান। এইবার বুড়োটা মরে যাবে।

লিউক। (বাপকে আর একবার জোরে ঝাঁকুনি দেয় যার ফলে বাপ মাটিতে পড়ে যায়)—বেরিয়ে যাও। তুমি এখনি বেরিয়ে না গেলে আমি তোমাকে খুন করে ফেলব। (সুইনি দৌড়ে এসে ভীতত্রস্ত বৃদ্ধকে তোলে)—ওকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যাও, প্যাট। (তার কণ্ঠে সাংঘাতিক প্রতিজ্ঞার স্বর)—ওকে এখনি এখান থেকে নিয়ে না গেলে আমি পিটিয়ে ওর দেহের প্রত্যেকটা হাড় ভেঙ্গে দেব।

[প্রচণ্ড রাগে মাথার ওপর ঘুষি তোলে]

সুইনি। চুপ, চুপ! অত চীৎকার করো না। আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। (ত্রস্ত বেণ্টলিকে দরজার দিকে নিয়ে যায়। বৃদ্ধের গলা দিয়ে তখন কান্নার আওয়াজ হচ্ছে)—এস বাইরে এস। যাও বাড়ী চলে যাও—তাড়াতাড়ি যাও। একটা রাতে অনেক গণ্ডগোল করেছ। (উভয়ে ডানদিকের দরজা দিয়ে বাইরে চলে যায়। লিউক বেঞ্চির ওপর শুয়ে পড়ে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। তার পর মদের বোতলটা তুলে অনেকখানি পান করে। সুইনি ফিরে এসে তার আগেকার জায়গায় বসে)—তবু ভাল এবার ভাল মানুষের মতো বাড়ীর দিকে গিয়েছে। ভয় পেয়ে একেবারে খরগোসের মতো দৌড় দিয়েছে। দেখলে পরে কেউ বলবে না যে ওর পায়ে বাত আছে—ভাল করে হাটতে পারে না। তোমাকে শোনাবার জন্যে কি রকম জোরে জোরে চীৎকার করতে করতে গেল দেখেছ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস)—কি আশ্চর্য বুড়োটা সত্যিই দেখছি একটা খুনে পাগল।

লিউক। (কণ্ঠস্বর ভারী)—বুড়োটা জাহান্নামে যাক।

সুইনি। আমার তো মনে হল তুমি চেয়ার দিয়ে পিটিয়েই ওকে মেরে ফেলবে।

লিউক। (হিংস্রভাবে)—সেটা করলেই ভাল হত। ওর উচিত শাস্তি হত।

সুইনি। অথচ তার একটু আগেই তো তুমি হাসছিলে। আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম সমস্ত ব্যাপারটাই তোমার ঠাট্টা।

লিউক। (গম্ভীরভাবে)—প্রথমে সত্যিই আমি ঠাট্টা করছিলাম। ভাবছিলাম বুড়োটাও আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। কিন্তু তারপরে যখন বুঝতে পারলাম যে ও ঠাট্টা করছে না বরঞ্চ মনে প্রাণে চাইছে যে, আমি ওই দড়ির ফাঁস গলায় লাগিয়ে মরি তখন আমারো মেজাজ চড়ে গেল। (টেবিলে ঘুষি মেরে বলে)—কি সাংঘাতিক বদমাস বুড়োটা বল দেখি।

সুইনি। বেটার যেমন নীচ মন তেমনি শুয়োরের মতো বুদ্ধি।

লিউক। আমার দিকে কি রকম করে তাকিয়ে ছিল দেখেছ? ও সত্যি সত্যিই চাইছিল যে, আমি ফাঁসিতে ঝুলি। (শোক সন্তপ্ত স্বরে)

কি সাংঘাতিক বল দেখি। আর ওই নাকি আমার বাপ। এ রকম পাজী বাপ কার কপালে জোটে?

সুইনি। (সান্ত্বনা দেয়)—আঃ চুপ কর। ও সব তো শেষ হয়ে গিয়েছে। যা হবার তা হয়েছে। এখন আর ওই সব কথা ভেবে লাভ কি?

লিউক। (তার মাতাল মনে কান্নার আবেগ এল)—কিন্তু আমি না ভেবে পারি না যে আমার নিজের বাপ ওই রকম। কি আশ্চর্য বল দেখি। আমি আধপেটা খেয়ে এই জঘন্য পৃথিবীটাকে কয়েক পাক দিয়ে ফিরে এলাম। জাহাজেটাহাজে ভূতের মতো খেটে টাকাকড়ি জমিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম আর আসা মাত্র আমার বাবা আমাকে মেরে ফেলতে চাইল। কোথায় আমাকে দেখে খুসি হবে, তা না আমার শব দেখতে চাইল। এমন ভাব করল যেন আমার মৃত দেহ আমার থেকে ওকে বেশী আনন্দ দেবে। এমন বাপ যেন আর কারু না হয়। কি জঘন্য বাপ! কি বিশ্রী মানুষ!

সুইনি। আরে, ও সব তো শেষ হয়ে গিয়েছে! ভুলে যাও না! পুরোন কথা মনে রেখে কি হবে? (লিউকের পিঠে থাপ্পড় মারে,—হাতে মদের বোতলটা গুঁজে দেয়) এই নাও, একটু খাও। এক্ষুনি আবার খেতে যাবার ডাক আসবে।

লিউক। (অনেকক্ষণ ধরে মদ খায়। ভগ্ন কণ্ঠে বলে)—ধন্যবাদ। (জামার হাতায় মুখ মোছে—নাক টেনে একটু শান্ত হয়) তবে তোমাকে একটা কথা কিন্তু স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। কোন ঘটনাই কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি, ভুলে যাওয়াও যাবে না। (ক্রমে ক্রমে তার কণ্ঠস্বর সাংঘাতিক হয়ে ওঠে)—আর আজকে যা ঘটল তা চট করে ভুলেও যাব না জেনো। ও বুড়োটাও ভুলবে না। একলক্ষ বছর যদি বেঁচে থাকে তাহলেও আজকের স্মৃতি ওর মন থেকে কখনো মুছে যাবে না একথা বন্ধু তুমি বাজী রেখেও বলতে পার! (আরো প্রচণ্ডভাবে) আমার সঙ্গে ওর হিসেবনিকেশ বাকী থেকে গেল। বুড়ো শয়তানটার পাওনাগণ্ডা শোধ করে না দিয়ে আমি যাব না—তুমি দেখো। আজকে রাত্রেই আমি ওকে ঠিক করে রেখে দেব।

সুইনি। তার মানে ?

লিউক। বলার কি দরকার দেখো। (টেবিলে ঘুষি মেরে)—যখন একবার আমার মুখ দিয়ে বার হয়েছে তখন ওকে আমি শিক্ষা দেবই। আর তার জন্যে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করা আমার ধাতে সয়না। আজকে রাতেই শিক্ষা দিয়ে যাব। (ভুরু কুঁচকায়)—তুমি কি ওর পক্ষ হয়ে আমাকে বাধা দেবে নাকি ?

সুইনি। (থুথু ফেলে তাড়াতাড়ি বলে)—পাগল নাকি ? ওকে বাঁচাতে চাচ্ছে কে ? আমরা প্রত্যেক দিন কামনা করি বুড়োটা যেন কবরে যায়।

লিউক। (উত্তেজিত)—তাহলে তো ভালই হল। আমরা তো এখন দুজনা দুজনার বন্ধু তাই না ? তুমি আর আমি দুজনে মিলে বুড়োকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

সুইনি। বেশ বেশ।

লিউক। তারপর আমরা যা পাব তার আধাআধি বখরা হবে। কি তুমি রাজী তো ? আমি এই রকম মনখোলা, কারু ন্যায্য পাওনা আটকাতে চাই না।

সুইনি। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

লিউক। তারপরে এই কদর্য খামারটাও আমি চাই না। এটাতে আমার যা ভাগ তুমি সেটা নিতে পার—খামারের ভাগ তোমায় দিয়ে দিলাম। এই সব নোংরা ঘেঁটে কাজ করবার লোক আমি নই। এখানে যে কদিন থাকবার থেকে আমি আবার সরে পড়ব। এই গ্রামে সারাজীবন থাকা আমার পোষাবেনা। ওই গরুর দুধ দোয়ান আর মাঠে লাঙ্গল দেওয়া এ সব কাজ তুমি যত খুসী করতে পার। আমি সমস্ত পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতে চাই। জাহাজের কাজে আবার আমার ফিরে যাবার ইচ্ছা। আমার খালাসী বন্ধুদের নিয়ে একদিন সত্যিকারের স্ফূর্তি করতে চাই, তাই আমার দরকার টাকা, নগদ টাকা। ডলার পেলে আমার আর কিছুতে লোভ নেই। এখান থেকে সোজা চলে যাব আর জীবনে কখনো এমুখো হচ্ছিনা। ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে ডলার চাই। তোমার মেয়ে যেমন আমার ডলারটা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলল

তেমনি ডলার অনেক পেতে হবে। তোমার মেয়েটা কিন্তু বেশ ভাল। ডলারটা সোজা সমুদ্রে ফেলে দিল একবারও ভাবলনা।

সুইনি। (উৎকণ্ঠিত হয়। তাকে আবার পুরোন কথায় ফিরিয়ে আনে) —কিন্তু ওর টাকাপয়সা কোথায় পাবে বলে তোমার ধারণা। লুকিয়ে রাখতে বুড়ো বেজায় ধড়িবাজ।

লিউক। (সুনিশ্চিত)—আঃ, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমি দেখিয়ে দেব কোথায় ওর টাকা আছে। আমার দিকে লক্ষ্য রেখো। বুড়োর টাকা লুকোনর জায়গাগুলো আমি জানি। ছোটবেলায় মা আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে বলত। তখন থেকেই ওর লুকোবার জায়গাগুলো আমার ভালই জানা আছে। (অসন্তুষ্ট) নিজের স্ত্রীর কাছ থেকেও ও লোকটা সব কিছু লুকিয়ে রাখত। এ রকম সাংঘাতিক কৃপণ তুমি দেখেছ কখন?

সুইনি। সে তো অনেকদিন আগেকার ব্যাপার। এখনো কি সেই সব জায়গায় রাখে? এখন কোথায় লুকোয় তা তুমি নিশ্চয় জান না।

লিউক। (বিশ্বাসের সুরে)—নিশ্চয় জানি—ওর লুকিয়ে রাখবার দুটো জায়গা আছে। তার মধ্যে একটা জায়গা থেকে আমি সেবার একশ ডলার চুরি করেছিলাম।

সুইনি। এবার তাহলে আর সেখানে থাকবে না।

লিউক। ঠিক বলেছ। এবার অন্য জায়গাটায় রাখবে। কিন্তু বুড়ো জানে না যে, আমি সে জায়গাটারও খবর রাখি। সেবারেই ওর সমস্ত টাকা নিয়ে নিতাম। কিন্তু তখন বয়স কম ছিল—তাই বেশী টাকা চুরি করতে সাহস হয়নি। এবার দেখবে কি রকম শিক্ষা ওকে দেব। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হবে। তুমি আর আমি সব কিছু আধাআধি ভাগ করে নেব। তুমি এই খামারটাকে নিয়ে এটাকে আবার চালু করে পয়সাকড়ি রোজগার করবে আর আমি কিছু টাকা নিয়ে সরে পড়ব। স্ফূর্তি করতে চলে যাব সেখানে, যেখানে এখনো রসকষ আছে।

সুইনি। কিন্তু ওইখানে যদি টাকা না থাকে তাহলে সেই টাকাটা কি করে খুঁজে বার করবে।

লিউক। তাহলে তুমি আর আমি বুড়োর গলা টিপে ধরে কোথায় টাকা লুকিয়ে রেখেছে বার করে নেব।

সুইনি। ওতে সুবিধা হবে না। যদি লুকিয়ে রেখে থাকে তাহলে বুড়োর কাছ থেকে কোন কথা সহজে বার হবে না।

লিউক। আঃ তুমি বড় সরল মনের মানুষ হে। তুমি শুধু আমাকে লক্ষ্য কোর। দেখ আমি কেমন করে অন্যের ভেতর থেকে কথা টেনে বার করি। এমন কি যে কথা তারা বলতে চায়না সেকথাও আমি তাদের পেট থেকে টেনে বার করি। (বাটালিটা তুলে নেয়)—এটা দেখেছ। আমাদের প্রশ্নের জবাব যদি সহজে ভালভাবে না দেয় তাহলে এটা ওকে দেখাতে হবে। (হিংস্র হাসিতে তার মুখ ভরে যায়) ওকে বলতেই হবে কোথায় ওর সমস্ত টাকা লুকিয়ে রেখেছে। আমাদের সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছে সুদশুদ্ধ তা উসুল করতে হবে। ব্যাপারটা একটুও কঠিন নয়। প্রথমে বাটালিটাকে আগুনে বেশ করে তাতিয়ে নিতে হবে, তারপর পায়ের জুতো-মোজা খুলে পায়ের তলায় গরম বাটালির ডগাটা ধরলেই শরীর মন দুইই গরম হয়ে উঠবে। (অত্যন্ত ক্রূরভাবে) তখন আমরা যা জানতে চাইব তা বলবে।

সুইনি। কিন্তু অ্যানি?

লিউক। তার মুখে খানিক কাপড় গুঁজে হাতমুখ বেঁধে রেখে দিতে হবে যাতে চীৎকার না করে। ওটা কিছু কঠিন ব্যাপার হবে না।

সুইনি। (তার মাতাল মনে এই হিংস্র ঘটনার পরিকল্পনাটা বেশ পছন্দ হয়। মনের আনন্দে সে বলে)—ঠিক বলেছ—সেইটাই ঠিক কাজ হবে। বুড়ো কেপ্পণটার খোঁড়া পায়ে আগুনের তাত লাগলে ওর উপকারই হবে। তবে দেখ বাপু সাংঘাতিক কিছু করে ফেলনা, তাহলেই বিপদ।

লিউক। (তার দিকে বক্রভাবে ভুরু কুঁচকে তাকায়)—না, না, ভাবছ কেন? যতটুকু দরকার তার থেকে বেশী কষ্ট দেবার ইচ্ছা আমারও নেই। (হঠাৎ চটে যায়)—কিন্তু বেটার শাস্তি পাওয়া

উচিত। তাহলে আর কখনো অন্য লোককে গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলাবার ইচ্ছা হবে না। তুমি দেখো আমি বলে দিলাম আমার কাজটা শেষ হয়ে গেলে কাউকে মারবার ইচ্ছা ওর মন থেকে একেবারেই সরে যাবে। (হাতে বাটালিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়) —এস কাজ শুরু করে দেওয়া যাক। যত তাড়াতাড়ি শুরু করবে তত তাড়াতাড়ি বড়লোক হবে।

[দুজনাই টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। স্যুইনি লিউকের থেকে কম টলছে। ঠিক সেই মুহূর্তে মেরী দরজা দিয়ে ভেতরে আসে]

মেরী। মা তোমাদের খেতে ডাকছে। আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। (ঘরে এসে লাফ দিয়ে দড়িটাকে ধরবার চেষ্টা করে)—লিউক মামা, আমায় একটু তুলে ধর না আমি দড়িটা ধরে ঝুলব।

লিউক। (কঠিন স্বরে)—খবরদার ওই দড়িতে হাত দেবে না বলে দিলাম।

মেরী। (আবদার করে)—আমি দড়ি ধরে দোল খাব।

লিউক। (একটু কাঁপে)—ও দড়িটা ভাল দড়ি নয়। ওটা বড্ড খারাপ দড়ি। শোন, আমার কথা শোন ওটাকে ছুঁতে নেই।

স্যুইনি। আমি যদি তোকে কখনো ওই দড়িটা ধরে টানাটানি করতে দেখি, তাহলে মেরে ঠিক করে দেব।

লিউক। চল সাকরেদ, খেয়ে নেওয়া যাক। আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ রয়েছে।

[দুজনে দরজার কাছে যায়]

স্যুইনি। (ঘুরে মেরীর দিকে তাকিয়ে বলে)—তুমি এখন এইখানেই থাকবে বুঝেছ। আমি ডাকতে না আসা পর্যন্ত যদি ঘর ছেড়ে বেরোও তাহলে তোমার চামড়া খুলে নেব, মনে থাকে যেন।

লিউক। কালকে সকালে তোমাকে আমি এক মুঠো চকচকে গোলগোল চাকতি দেব, যে রকম চাকতি তুমি আজকে সমুদ্রে ফেলেছ সেই রকম। দেখবে তখন কি রকম মজা হয়।

মেরী। (উৎসাহিত)—এখনই দাও লিউক মামা। (লিউক মাথা নাড়ে) দাও না একটা দাও না।

লিউক। এখন দেওয়া যাবেনা তবে কালকে দেব। আমি আর তোমার বাবা মিলে একজনকে শিক্ষা দিতে চলেছি। আমাদের জীবনের দাম তাকে দিতে হবে।

সুইনি। (বাধা দিয়ে কর্কশ স্বরে)—আঃ আবার, তুমি বকবক করতে সুরু করলে। তুমি কি ভাবছ ও কিছু শুনতে পায়না না বুঝতে পারে না। এক গাদা কথা বলে বিপদ ডেকে আনবে দেখছি। চলে এস।

[লিউককে দরজা দিয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়]

লিউক। আচ্ছা, আচ্ছা, সেই ভাল। চল যাওয়া যাক। তোমাতে আমাতে অনেকদিনের হিসেব নিকেশ করতে হবে। ও বেটার সঙ্গে অনেক হিসেব নিকেশ বাকী আছে।

[দুজনে টলতে টলতে দরজা দিয়ে বাইরে চলে যায়]

[মেরী এক দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখে। তারপর ঘরের মাঝখানে ফিরে আসে। সে মনস্থির করে ফেলেছে। ঘরের পেছন দিক থেকে লিউকের ফেলে দেওয়া চেয়ারটা টেনে নিয়ে আসে। তারপর সেটাকে ফাঁস লাগান দড়িটার ঠিক নীচে রাখে। চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে ওপর দিকে হাত দিয়ে লম্বা করে দিয়ে দুএকবার লাফালাফি করে চেষ্টা করতে করতে দড়ির ফাঁসটা দুহাতে ধরে ফেলে। আনন্দে চীৎকার করে উঠে সে চেয়ারটাকে লাথি মেরে পায়ের তলা থেকে ফেলে দিয়ে দড়িটা দিয়ে দোল খাবার চেষ্টা করে। যে কড়িকাঠটার সঙ্গে দড়িটা আটকান সেইটার ওপরে একটা ময়লা ছাই রংএর ব্যাগ দেখা যায়। সেটা দড়ির অন্য প্রান্তে বাঁধা। মেরী যেই দুলতে যায় অমনি দড়িটা কেটে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ধূলোবালির সঙ্গে কাটা দড়িটা আর ছাই রংএর সেই ব্যাগটা ধাতব আওয়াজ করে নীচে এসে পড়ে। মেরী মুখ থুবড়ে হাতপা ছড়িয়ে নীচে পড়ে যায়। ভয়ে সে চাপা গলায় চীৎকার করে ওঠে। ধূলোবালির কুয়াশার সঙ্গে খড়ের টুকরো সমস্ত ঘরময় ছিটিয়ে যায়। মেরী যখন আবিষ্কার করল যে, তার

একটুও ব্যাথা লাগে নি তখন সে ভীষণ অবাক হয়ে গেল! উঠে চারিদিকে তাকিয়ে ব্যাগটা দেখতে পেল। মাটিতে ছেঁচড়ে সে ব্যাগের দিকে সরে যায়। মুখের দড়িটাকে খুলে ফেলে ভেতরে হাত চালিয়ে দেয়। পর মুহূর্তেই সে মহা আনন্দে চীৎকার করে ওঠে। ব্যাগটা উপুড় করে ব্যাগের ভেতরকার বস্তুগুলো নিজের কোলের ওপর ঢালে। মহা খুসীতে সে নিজের মনেই হাসতে আরম্ভ করে। কোলের জিনিসগুলো ফ্রকে করে বয়ে নিয়ে দরজার কাছে চলে গিয়ে মাটিতে ঢেলে রাখে। খামারের কোণে সোনার ডলারগুলো ছোট্ট একটি ঢিপির মতো জ্বলজ্বল করতে থাকে। সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিতে পঞ্চাশটি সোনার টাকা ঝকঝক করে ওঠে। প্রত্যেকটার দাম কুড়ি ডলার। মেরী হাততালি দিয়ে নৃত্য করে গান গায়—"লাফাও—লাফাও"। তারপর চারপাঁচটি সোনার টাকা মুঠো করে তুলে নিয়ে এক দৌড়ে পাহাড়ের ওপর চলে যায়। একটা একটা করে সোনার টাকাগুলো সে জলে ছুঁড়ে ফেলে, তার পর ঝুঁকে দেখে সেগুলো সমুদ্রের মধ্যে কি রকম করে ডুবে যাচ্ছে। আবার দৌড়ে ফিরে এসে এক মুঠো টাকা নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। সূর্যাস্তের লাল আলোয় দিগন্তের মেঘগুলো রাঙা হয়ে গিয়েছে। তারই সামনে মেরীর নাচ, হাততালি, তীক্ষ্ণ হাসি আর গান এক অদ্ভুত আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। হাতের টাকাগুলো ফেলা হয়ে যাওয়া মাত্র সে আবার দৌড়ে খামারে ফিরে আসে]

মেরী। (এক মুঠো টাকা তুলে নিয়ে বিচিত্র হাসি হেসে গান গায়)—লাফা—লাফা—লাফা!

[এক দৌড়ে আবার পাহাড়ের ওপর চলে গিয়ে একটা একটা করে সোনার টাকা জলে ফেলে দিতে থাকে]

॥ যবনিকা ॥